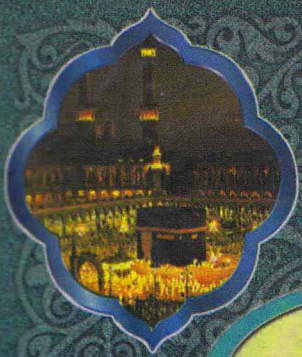

দোয়া ও দুরূদ

ইমাম মোহাম্মদ আল জাজরী (র:)

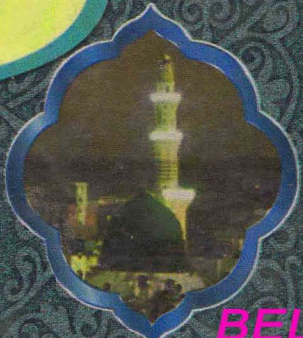

BELAL

আমাদের প্রকাশিত অনন্য গ্রন্থসমূহ

BELAL

MB

মীনা বুক হাউস

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স-এর ২১৩ নং দোকান
৪৫ বাংলাবাজার এবং ১৩ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

EXCLUSIVE

BANGLAPDF

Please, Give us Some Credit When U Share Our Books

Visit Us At BANGLAPDF.NET

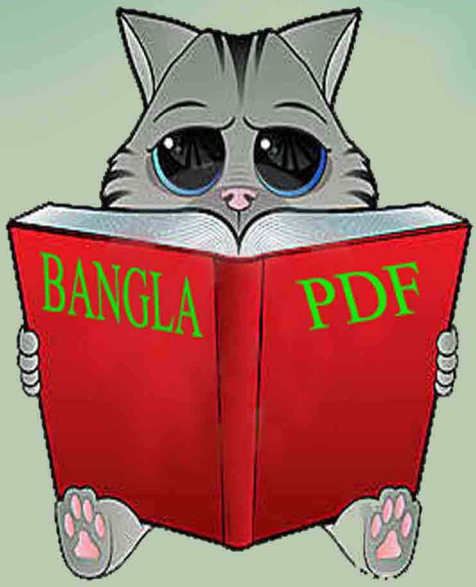

Scanning & Editing

BELAL AHMED

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

দোয়া ও দুরূদ

৩৩ আয়াতের আমল, পরশমনি দোয়া, গুরুত্বপূর্ণ নফলনামাজ, নবী-রাসূলগণের দোয়া, কোরআনে উল্লেখিত বিশেষ মোনাজাত, দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল ও দোয়া, আসমাউল হুসনা ও চল্লিশ হাদীসসহ

মূল

ইমাম মুহাম্মদ আল জাজরী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল কাদের

(কামিল হাদীস, এম, এ, ফাষ্ট ক্লাস, ইসলামিক ষ্টাডিজ)

মীনা বুক হাউস

বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং ২০৮ (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
১৩. বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১০০০

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ আবু জাফর
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

প্রকাশকাল ঃ
জুলাই ঃ ২০০১ ইং
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারী-২০০৪ ইং

[প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত]

হাদিয়া { সাদা ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র
নিউজ ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
সেতু প্রেস
সূত্রাপুর, ঢাকা।

বিষয় ঃ	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা ঃ

দোয়ার তাৎপর্য	১৫
দোয়ার শ্রেষ্ট সময়সমূহ	১৬
আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হইবার শর্ত	১৬
দোয়া কবুল হইবার পথে বাধা	১৭
আল-কোরআনে বর্নিত নবী (আঃ)গণের দোয়া	১৮
হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া	১৮
হযরত নূহ.(আঃ)-এর দোয়া	১৮
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া	১৮
সন্তান-সন্ততি ও পিতা মাতার জন্য ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া	১৯
হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর দোয়া	১৯
হযরত লুত (আঃ)-এর দোয়া	১৯
হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর দোয়া	১৯
হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়া	২০
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া	২০
হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া	২০
হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া	২১
উত্তম চরিত্রের পুত্র পাওয়ার দোয়া	২১
জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া	২১
উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করার দোয়া	২১
উদ্দেশ্য মঞ্জুর করানোর দোয়া	২২
কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয় অর্জনের দোয়া	২২
ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া	২২
কল্যাণকর সন্তান লাভের দোয়া	২৩
মহা প্রভু আল্লাহর রহমত কামনার দোয়া	২৩
আল্লাহর মহত্ত ও শান উল্লেখ পূর্বক একটি মোনাজাত	২৪
জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচার দোয়া	২৪
ঈমানদারদের সাথে হাসর হওয়ার দোয়া	২৪

যে দোয়া পাঠ করলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে না	২৫
ইসলামের কাজে গাফলতি প্রকাশ পেলে দোয়া	২৫
কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা হতে বাঁচার দোয়া	২৫
যেই দোয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা প্রকাশ পায়	২৬
অত্যাচারি লোকদের জুলুম হতে বাঁচার দোয়া	২৭
মুমিনদের তালিকায় নাম লিখানোর জন্য দোয়া	২৭
যালেমদের অন্তরভুক্ত না হইবার দোয়া	২৭
শ্রেষ্ঠ ফায়সালা পাওয়ার জন্য দোয়া	২৭
ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা লাভের দোয়া	২৮
সকল বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিবার দোয়া	২৮
কিয়ামতের দিন পিতা মাতা ও সকল মুমিনের মাগফেরাত কামনার জন্য দোয়া	২৮
সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পাওয়ার দোয়া	২৯
ঈমান আনয়নের পর ক্ষমা চাওয়ার দোয়া	২৯
জাহান্নামের অগ্নী হইতে রক্ষা পাইবার দোয়া	২৯
স্ত্রী পুত্র ও কণ্যাদের জন্য দোয়া	২৯
মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দোয়া	৩০
কাফের কর্তৃক উৎপিড়ীত না হওয়ার দোয়া	৩০
স্বীয় ভ্রাতা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া	৩১
অজ্ঞাত সকল অনিষ্ট হতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া	৩১
পিতা মাতার জন্য দোয়া	৩১
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া	৩২
সুস্পষ্ট ভাষী হইবার দোয়া	৩২
সদা সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া	৩২
ভাল আবাসস্থল পাওয়ার দোয়া	৩৩
শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বাঁচার দোয়া	৩৩
চল্লিশ হাদীস	৩৩
মু'মিনদের জন্য জরুরী পাচঁটি অর্থবোধক বাক্য	৩৬
কালেমায়ে তাইয়্যেব	৩৬

কালেমায়ে শাহাদাত	৩৬
কালেমায়ে তাওহীদ	৩৬
কালেমায়ে তামজীদ	৩৭
কালেমায়ে রদ্দে কুফ্‌র	৩৭
মঞ্জিল (৩৩ আয়াতের আমল)	৩৮
পরশ-মণি দোয়া' বা আশ্চর্য আমল	৫৫
(অসংখ্য ফযীলত ও ফায়েদার দোয়া'সমূহ)	৫৫
১নং দোয়া	৫৫
২নং দোয়া	৫৫
৩নং দোয়া	৫৬
৪ নং দোয়া	৫৭
৫ নং দোয়া	৫৭
৬ নং দোয়া	৫৮
৭নং দোয়া	৫৮
৮নং দোয়া	৫৯
৯নং দোয়া	৬০
১০ নং দোয়া	৬০
১১ নং দোয়া	৬১
১২ নং দোয়া	৬২
আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের ফযীলত	৬৩
আসমাউল হুসনা বা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহ	৬৩
প্রিয় নবী (সঃ) এর নামসমূহ	৬৬
হুজুর (সঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফপাঠ করিবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৬৯
দরূদ শরীফ পাঠ না করিবার অপকারিতা	৭২
শ্রেষ্ঠ দরূদ শরীফ	৭৩
আশি বৎসরের গুনাহ মাফীর দরূদ	৭৩
দরূদে শিফার ফযীলত ও তাৎপর্য	৭৫
দরূদে যিয়ারাত ও ফযীলত	৭৫
দরূদে খায়ের ও ফযীলত	৭৬

দরূদে তুনাজ্জিনা ও ফযীলত	৭৫
দরূদে নারিয়াহ্ ও ফযীলত	৭৬
দরূদে হাজারী ও ফযীলত	৭৭
দরূদে হাজারী	৭৭
সহস্র দিনের সওয়ার লাভের দরূদ শরীফ	৭৮
স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখিবার দরূদ শরীফ	৭৯
দরূদে ফুতূহাত ও ফযীলত	৮০
দরূদে তাজের ফযীলত তাৎপর্য	৮০
দরূদে তাজ	৮১
দরূদে আকবার ও ফযীলত	৮২
দরূদে আকবার	৮২
ইমাম শাফী (রহঃ) এর পঠিত দরূদ শরীফ	৮৫
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত দরূদ	৮৫
প্রিয় নবী (সঃ) এর রওজা মুবারকে	৮৬
দাঁড়াইয়া এই সালাম পাঠ করিবে	৮৬
সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফসমূহ	৮৮
দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দোয়া	৯১
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৯১
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	৯২
আয়াতুল কুরসী	৯৩
বিপদ মুক্তির দোয়া	৯৪
বিপদাপদ হইতে নাজাতের জন্য সকাল বেলার দোয়া	৯৪
পাপ মার্জনার দোয়া'	৯৫
বাসস্থান হইতে শয়তান দূর করিবার আ'মল	৯৬
সাইয়্যিদুল ইস্তেগফারের ফযীলত	৯৭
গুনাহ মাফের আশ্চর্য দোয়া'	৯৭
প্রয়োজন পূর্ণ করিবার দোয়া'	৯৮
শয়নকালের দোয়া'	৯৮
শয়নের পূর্বে ইস্তিগফার	৯৮

ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবার দোয়া'	৯৮
ভাল স্বপ্ন দেখিয়া আল্লাহর শুকুর আদায় করা উচিত	৯৯
খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া	৯৯
খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া	৯৯
নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া	১০০
প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে পড়িবার দোয়া'	১০০
খানা খাওয়ার পরের দোয়া	১০০
দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া'	১০০
নতুন পোশাক পরিধানকালে দোয়া	১০১
বর ও কনের জন্য দোয়া'	১০১
মেয়ে ও নতুন জামাতার জন্য দোয়া'	১০১
নতুন সওয়ারীতে চড়িবার সময় দোয়া'	১০১
স্ত্রী সহবাসের সময় দোয়া'	১০১
বীর্যপাতের সময় মনে মনে এই দোয়া পড়িবে	১০২
যানবাহনে আরোহনকালে পড়িবার দোয়া'	১০২
সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া'	১০২
সফরে থাকাবস্থায় পড়িবার দোয়া'	১০২
নৌকা বা জাহাজে আরোহণের সময় দোয়া'	১০২
সফরে যানবাহন হারাইয়া গেলে আ'মল	১০৩
গৃহে প্রবেশের সময় পড়িবার দোয়া'	১০৩
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িবে	১০৩
দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদকালে পড়িবার দোয়া'	১০৩
কোন অত্যাচারী হইতে ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া'	১০৪
ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার দোয়া'	১০৫
কোন কাজ দুঃসাধ্য হইলে পড়িবার দোয়া	১০৫
দুর্ভিক্ষের সময় পড়িবার দোয়া	১০৫
অথবা এই দোয়া' পড়িবে	১০৫
অথবা এই দোয়া পড়িবে	১০৬
প্রবল বৃষ্টির সময় পড়িবার দোয়া'	১০৬

প্রবল ঝড়-তুফানের সময় পড়িবার দোয়া	১০৬
নতুন চাঁদ দেখিয়া পড়িবার দোয়া	১০৭
ক্বদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া'	১০৭
আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া'	১০৭
মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া	১০৭
সালামের জওয়াব দেওয়া	১০৭
হাঁচির দোয়া	১০৭
মাল-সম্পদ বর্ধিত হইবার দোয়া'	১০৮
ঋণ পরিশোধের দোয়া'	১০৮
ক্রোধ সংবরণ করিবার দোয়া'	১০৮
বাজারে যাইবার সময় পড়িবার দোয়া'	১০৮
নতুন ফসল দেখিয়া পড়িবার দোয়া'	১০৮
রোগাক্রান্ত দেখিলেপড়িবার দোয়া'	১০৯
ইন্তেকালের পূর্বে পড়িবার দোয়া'	১০৯
মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য দোয়া'	১০৯
অভিশপ্ত শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দোয়া'	১০৯
বিপদ মুক্তির একটি পরিক্ষিত দোয়া'	১১০
বেহেশত লাভের দোয়া	১১০
দুনিয়া এবং আখেরাতে নাজাতের দোয়া	১১১
গুনাহ্ মাফ হইবার দোয়া	১১১
ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া	১১২
বিশ লাখ নেকীর দোয়া	১১২
সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ও তাৎপর্য	১১৩
সূরা ইয়াসীন	১১৪
সূরা আর-রহমানের ফযীলত	১২১
সূরা আর-রহমান	১২২
নফল নামাযের ফযীলত	১২৬
ত্যাহিয়্যাতুল অজু নামাযের বিবরণ	১২৭
তাহিয়্যাতুল অজু নামাযের নিয়ত	১২৭

ইশরাক নামাযের বিবরণ	১২৭
ইশরাক নামাযের নিয়ত	১২৮
চাশত নামাযের বিবরণ	১২৮
চাশত্ নামাযের নিয়ত	১২৮
যাওয়াল নামাযের বিবরণ	১২৯
যাওয়াল নামাযের নিয়ত	১২৯
আউয়াবীন নামাযের ফযীলত	১২৯
আউয়াবীন নামাযের নিয়ত	১৩০
তাহাজ্জুদ নামাযের ফয়ীলত	১৩০
তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত	১৩২
সালাতুত্ তাস্‌বীহ্ এর বিবরণ	১৩২
সালাতুত্ তাসবীহ্ এর নিয়ত	১৩৩
তওবার নামাযের বিবরণ	১৩৩
তওবার নামাযের নিয়ত	১৩৩
সালাতুল হাযাতের ফযীলত	১৩৩
সালাতুল হাযতের নিয়ত	১৩৪
কুসূফ নামাযের বিবরণ	১৩৪
কুসূফ নামাযের নিয়ত	১৩৪
খুসূফ নামাযের বিবরণ	১৩৫
খুসূফ নামাযের নিয়ত	১৩৫
শোকর গুজারী নামাযের বিবরণ	১৩৫
শোকরানা নামাযের নিয়ত	১৩৬
সফরে বাহির হইবার সময় নফল নামাযের নিয়মাবলী	১৩৬
ইস্তেস্কা নামাযের নিয়ম	১৩৭
ইস্তেস্কা নামাযের নিয়ত	১৩৭
ইস্তেস্কা নামাযের দোয়া'	১৩৮
[illegible] পূর্বে নফল নামাযের বিবরণ	১৩৮
[illegible] নামাযের বিবরণ	১৩৮
ইস্তেখারা নামাযের বিবরণ	১৩৯

এস্তেখারা করিবার নিয়ম	১৩৯
শ্রেষ্ট ইবাদত নামাজ সংক্রান্ত আলোচনা	১৪০
কুনুতে নাযেলা	১৪৫
সপ্তাহের নফল নামাযসমূহ	১৪৭
শুক্রবার রাত্রির নফল নামায	১৪৭
শুক্রবার দিবসের নফল নামায	১৪৭
শনিবার রাত্রির নফল নামায	১৪৭
শনিবার দিনের নফল নামায	১৪৮
রবিবার রাত্রির নফল নামায	১৪৮
রবিবার দিবসের নফল নামায	১৪৯
সোমবার রাত্রি বেলার নফল নামায	১৪৯
সোমবার দিবসের নফল নামায	১৪৯
মঙ্গলবার রাত্রিবেলার নফল নামায	১৪৯
মঙ্গলবার দিবসের নফল নামায	১৫০
বুধবার রাত্রি বেলার নফল নামায	১৫০
বুধবার দিবসের নফল নামায	১৫০
বৃহস্পতিবার রাত্রের নফল নামায	১৫১
বৃহস্পতিবার দিবসের নফল নামায	১৫১
বার চান্দের ফযীলত ও ইবাদতের বিবরণ	১৫১
মহররম মাসের ইবাদতের বিবরণ	১৫১
মহররমের ১লা তারিখের নফল নামায	১৫১
আশুরার রাত্রি বেলার নফল নামায	১৫২
আশুরার দিনের বেলার নফল ইবাদত	১৫৩
সফর মাসের ইবাদতের বিবরণ	১৫৪
আখেরী চাহার শোম্বার ফযীলত	১৫৫
রবিউল আউয়াল মাসের ইবাদতের বিবরণ	১৫৬
রবিউস-সানী মাসের ইবাদতের বিবরণ	১৫৭
জমাদিউল আউয়াল মাসের ইবাদতের বিবরণ	১৫৮
জমাদিউস সানী মাসের ইবাদতের বিবরণ	১৫৮

রজব মাসের ইবাদতের বিবরণ ১৫৯
লাইলাতুর্ রাগায়িবের বিবরণ ১৬০
শবে এস্‌তেফ্‌তাহ্ এর বিবরণ ১৬১
শবে মি'রাজ-এর বিবরণ ১৬২
শা'বান মাসের ইবাদতের বিবরণ ১৬৩
শবে বরাতের মর্যাদা ও ফজীলত ১৬৫
শবে বরাতের নামাযের নিয়ত ১৬৬
রমজান মাসের ইবাদতের বিবরণ ১৬৭
রোজার প্রকারভেদ ১৭০
যে সব কারণে রোজার কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয় ওয়াজিব হয় ১৭১
বৎসরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম ১৭১
রোজার নিয়ত ১৭১
ইফতারির ফযীলত ১৭১
ইফতারের দোয়া ১৭২
তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ ১৭২
তারাবীহ নামাযের নিয়ত ১৭২
তারাবীহর দোয়া' ১৭৩
তারাবীহ্ নামাযের মুনাজাত ১৭৩
শবে কদরের ফযীলত ও নামাযের বিবরণ ১৭৪
কদরের নামায আদায়ের নিয়ম ১৭৬
কদরের নামাযের নিয়ত ১৭৭
এ'তেকাফের বিবরণ ১৭৭
শাওয়াল মাসের ইবাদতের বিবরণ ১৭৯
ছয় রোজা ১৭৯
ঈদুল ফিতরের নামাযের বিবরণ ১৭৯
ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত ১৮০
যিলক্বদ মাসের ইবাদতের বিবরণ ১৮১
যিলহজ্জ মাসের ইবাদতের বিবরণ ১৮২
যিলহজ্জ মাসের নফল রোজা ১৮৩

যিলহজ্জ মাসের নফল নামায	১৮৪
শবে তারাবিয়ার ফযীলত	১৮৪
আরাফার দিবসের ফযীলত	১৮৫
আরাফার রাত্রির ফযীলত	১৮৬
শবে নাহারের ফজীলত	১৮৬
ইয়াওমে নাহার বা কুরবানীর দিনের ফযীলত	১৮৬
তাকবীরে তাশ্‌রীক পড়িবার নিয়ম	১৮৭
ঈদুল আযহা নামাজের নিয়ত	১৮৮
কুরবানীর নিয়ত ও দোয়া	১৮৯
কুরবানীর অংশ ও গোশত বন্টন	১৮৯
আক্বীক্বার বিবরণ	১৯০
আক্বীক্বার দোয়া	১৯০
মৃত্যুর বিবরণ	১৯০
মৃত্যুকালে করণীয় কাজ	১৯১
জান কবজের পরে কর্তব্য কাজ	১৯১
মুর্দারকে গোসল করাইবার নিয়ম	১৯১
মুর্দারকে কাফন পরাইবার নিয়ম	১৯২
জানাযার নামাযের বিবরণ	১৯৩
জানাযার নামায পড়িবার নিয়ম	১৯৩
জানাযার নামাযের নিয়ত	১৯৪
জানাযার সানা	১৯৫
জানাযা নামাযের দরূদ শরীফ	১৯৫
জানাযার দোয়া	১৯৫
নাবালেগ বালকের জানাযার দোয়া	১৯৬
নাবালেগা বালিকার জানাযার দোয়া	১৯৬
মুর্দার দাফন করিবার নিয়ম	১৯৬
কবর যিয়ারতের ফযীলত	১৯৭
কবর যিয়ারতের দোয়া	১৯৮
তওবার বিবরণ	১৯৯

তওবা বা এস্তেগ্ফার ১৯৯

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ ২০০

ওজু সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীস ২০১

মিসওয়াক করিবার তাকীদ ২০২

নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করিবার ফযীলত ২০৩

যয়তুনের মিসওয়াক উত্তম ২০৪

ওযু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের সওয়াব ২০৪

খতমসমূহের বিবরণ ২০৫

খতমে ইউনুস ২০৫

খতমে ইউনুস এর ফযীলত ২০৬

দোয়ায়ে ইউনুস (আঃ) ২০৬

খতমে তাহলীল ২০৬

খতমে তাহলীলের ফযীলত ২০৬

খতমে তাহলীলের নিময় ২০৬

খতমে জালালী ২০৬

খতমে জালালীর ফযীলত ২০৬

খতমে জালালী পড়িবার নিয়ম ২০৬

শরীয়ত সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা ২০৭

ফরয ২০৭

ওয়াজিব ২০৭

সুন্নত ২০৭

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ ২০৭

মুস্তাহাব ২০৭

হারাম ২০৭

মাকরূহে তাহরীমী ২০৮

মাকরূহে তানযিহী ২০৮

মুবাহ বা জায়েয ২০৮

উপহার

আমার..................................

তাং...............

দোয়ার তাৎপর্য

[illegible] বিশ্বাসী "মু'মিন" তাহার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে [illegible] দরবারে মাথা নত করিবে। বিপদ-আপদ, বালা মুসিবত, পারিবারিক, [illegible], অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বানিজ্য, মাল-দৌলত, মান-ইজ্জত, [illegible] সন্ততি, মোট কথা সে সর্ব বিষয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা [illegible]। এটাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন পছন্দ করিয়া থাকেন। এই জগতের [illegible] এই যে যদি কেহ কাহারো নিকট কিছু চায় তবে হয় অসন্তুষ্ট। আর [illegible] [illegible]ক্রমশালী আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে তিনি হন সন্তুষ্ট।

দোয়ার বরকতে মানুষ পাপ হইতে তাওবা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া আল্লাহর [illegible] বান্দার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার দরজা বুলন্দি হয়।

আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন–

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

উচ্চারণ ঃ ফায কুরূনী আয-কুর্‌কুম ওয়াশকুরূলী ওয়ালা তাক ফুরূন

অর্থ হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করিও আমিও [illegible]কে স্মরণ করিব। আর আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করিও এবং [illegible] করিও না। অপর এক আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন–

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

উচ্চারণ ঃ উদ্‌ ঊনী আস্তাজিব লাকুম

অর্থ ঃ তোমরা আমাকে ডাকিও আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

আল্লাহপাক আরও এরশাদ করিয়াছেন–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাযিনা ইয়াজ কুরূনাল্লাহা কিয়ামাও ওয়াকুঊ দাউ ওয়া আলা [illegible]

অর্থ ঃ যাহারা দাঁড়ানো এবং বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে [illegible] তাহারাই জ্ঞানী।"

দোয়ার শ্রেষ্ট সময়সমূহ

১। ফজর নামাজের পরক্ষণে। (তিরমিযী)

২। সেজদার হালাতে।(মিশকাত)

৩। শবে কদর, শবে বরাত ও দুই ঈদের রাত্রে। (আবু দাউদ)

৪। হজ্জের রাত্রে। (আবু দাউদ)

৫। আযানের সময় (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬। আযানের পর হইতে নামাযের মধ্যবর্তী সময়। (তিরমিযী)

৭। জুমআর খোৎবা হইতে নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত। (মুসলিম)

৮। জুমআর দিন আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (তিরমিযী)

৯। জিহাদের ময়দানে ভীষণ লড়াই চলার সময়ে। (আবু দাউদ)

১০। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামযের পর। (মিশকাত)

১১। শেষ রাত্রে বিশেষত জুমআর রত্রিতে।(তিরমিযী)

আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হইবার শর্ত

ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, দোয়া একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হাদীসে দোয়াকে ইবাদতের মগজ বলা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভগ্যবশতঃ আমাদের অধিকাংশ দোয়া হয়ত বা এই জন্য আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না যে, দোয়া কবুলের যেই সমস্ত শর্তাবলী রহিয়াছে উহা আমরা না জানার কারণে এই রূপ হইয়া থাকে। তাই নিম্নে দোয়াসমূহ কবুল হইবার যেই সমস্ত শর্তাবলী রহিয়াছে উহা উল্লেখ করিতেছি।

মানুষ যত বড় গোনাহগার হউক না কেন আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁহার রহমত হইতে একমাত্র শয়তানই নৈরাশ হইয়া থাকে। দোয়ার সময় আল্লাহর রহমতের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দোয়া আরম্ভ করিতে হইবে। যেই ব্যক্তির ঈমান যত দৃঢ় হইবে সেই ব্যক্তির দোয়াও ইনশাআল্লাহ তত দ্রুত কবুল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন– لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ হইও না।

হালাল কামাই খাইতে হইবে নতুবা দোয়া কবুল হইবে না। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "যে পর্যন্ত মানুষের খাদ্য হালাল না হইবে সেই পর্যন্ত তাহার দোয়া আল্লাহপাক কবুল করিবেন না।" অর্থাৎ হারাম মালের ভোজনকারীর দোয়া কবুল হইবে না।

দোয়া করিবার সময় হুজুরিয়ে কল্‌ব হওয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইখলাস ও একাগ্রতার সহিত দোয়া করিতে হইবে। ইহা বহু পরিক্ষিত যে, দোয়ার সময় খুশুখুজুহের সহিত যেই দোয়া করা হইয়া থাকে উহা কবুল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যেই দোয়া একাগ্রতা ও নম্রতার সহিত না হইয়া বরং লোক দেখানো দোয়া হয় উহা কবুল করা হয় না।

দোয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত তাহা এই যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার জন্য রহমতের দরজা কখন খোলা হইবে? এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমিত তোমাকে জ্ঞানী গুণী মনে করিতাম এখন দেখিতেছি তুমি বড় অজ্ঞ! আরে আল্লাহর রহমতের দরজা কখনই বন্ধ হয় নাই। উহা সর্বদা উম্মুক্ত রহিয়াছে।

দোয়া কবুলের আরেকটি শর্ত এই যে, "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার হওয়া।" অর্থাৎ মানুষকে ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা ও অন্যায় হইতে বারণ করা। হাদীসে উল্লেখ আছে, মানুষ যখন ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা আর অন্যায় কাজ হইতে মানুষকে বারণ না করিবে তখন কাহারও দোয়া কবুল হইবে না।

দোয়া কবুল হইবার পথে বাধা

আমাদের মাঝে এমন কিছু পাপ কার্য রহিয়াছে যাহা করিতে থাকিলে দোয়া কবুল হইবে না। হারাম খাদ্য ভোজন করা, অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ খাওয়া হারাম কোন বস্তু ভক্ষণ করা। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যপারে সন্দিহান থাকা। দোয়া কবুলের ব্যপারে তাড়াহুড়া করা। অন্যমনস্ক হইয়া দোয়া করা। অতীত কৃত পাপ কার্যের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত না হওয়া।

অহংকারমুক্ত না হইয়া দোয়া করা। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় হইতে নিষেধ না থাকা। মন্ত্র-যাদু বান টোনা ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা। পিতা মাতার নাফরমানী করা ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। কাহারও উপর অত্যাচার করা।

আল-কোরআনে বর্নিত নবী (আঃ)গণের দোয়া

হযরত আদম (আঃ)–এর দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা যলামনা -আংফুসানা ওয়া ইল্লাম্ তাগ্ফিরলানা ওয়া তার্হাম্না লানা কূনান্না মিনাল্ খ-সিরীন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি ; এখন তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং রহমত না কর, তবে আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ-২৩ আয়াত)

হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়া

رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلُكَ مَالَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَ تَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি ইন্নী আউ'যুবিকা আন্ আস্য়ালুকা মা- লাইসা লী-বিহী ই'লমুন্ ওয়া ইল্লা তাগ্ফির্ লী ওয়া তারহাম্নী আকুম্ মিনাল্ খ-ছিরী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয় তোমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয় আমার অজানা। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।" (সূরা হূদ - ৪৭ আয়াত)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ'লাইকা তাওয়াক্কাল্না ওয়া ইলাইকা আনাব্না ওয়া ইলাইকাল্ মাছী-র।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু! তোমার উপরই আমরা নির্ভর করেছি, আর তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদিগকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা মুম্তাহিনা)

সন্তান-সন্ততি ও পিতা মাতার জন্য ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বিজ্ আ'ল্নী মুক্বী-মাছ্ ছলা-তি ওয়া মিং যুর্রিয়্যাতী রব্বানা ওয়া তাক্বব্বাল্ দুআ'ই।

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রভু ! আমার দোয়া' কবুল কর।"

(সূরা ইব্রাহীম - ৪০ আয়াত)

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর দোয়া

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আন্নী মাছান্নানিয়াদ্দুররু আন্তা আর হামুর রাহিমীন

"হে আমার প্রতিপালক! আমিতো দুঃখ কষ্টে পড়েগেছি, তুমি দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ঃ আম্বিয়া)

হযরত লুত (আঃ)-এর দোয়া

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বিন্সুরনী আ'লাল্ ক্বাওমিল্ মুফ্সিদী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু ! এই বিপর্যয়কারী লোকদের মোকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর।" (সূরা আনকাবূত ৩০ আয়াত)

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর দোয়া

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বি আওযি'নী আন্ আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতি আনআ'ম্তা আ'লাইয়্যা ওয়া আ'লা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন্ আ'মালা ছ্বা-লিহান্ তারদ্বা-হু ওয়াআদ্খিলনী বিরহ্মাতিকা ফী ই'বাদিকাছ্ ছ্বালিহী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু ! আমাকে শক্তি দান কর। যেন আমি তোমার সেই অনুগ্রহের জন্য শোকর করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যেন তোমার পছন্দনীয় সৎকার্য করতে পারি। আর তুমি নিজ করুণায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।"

(সূরা নামল - ১৯ আয়াত)

হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি আংযিল্নী মুংযালাম্ মুবা-রাকাওঁ ওয়া আংতা খাইরুল্ মুংযিলী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমাকে বরকত পূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মু'মিনূন - ২৯ আয়াত)

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ -

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি, তিনি আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মান জনক ভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমা লঙ্ঘন কারীগণ সফলকাম হয় না। (সূরা ঃ ইউসুফ)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি হাব্লী মিল্লাদুন্কা যুর্রিয়্যাতান্ ত্বয়্যিবাতান্ ইন্নাকা সামী-উ'দ্ দুআ'য়ি।

অর্থ ঃ "হে আমার রব ! তোমার বিশেষ দয়ায় আমাকে সৎ সন্তান দান । প্রকৃতপক্ষে তুমিই দোয়া' শ্রবনকারী ।" (সূরা আল-ইম্‌রান-৩৮ আয়াত)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مع الشَّاهِدِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা-আ-মান্না বিমা আংযাল্‌তা ওয়াত্তাবা'নার্ রাসূলা ফাক্‌তুব্‌না মাআ'শ্ শাহিদীন ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সঙ্গে লিখে নাও। (সূরা আল্-ইমরান ৫৩ আয়াত)

উত্তম চরিত্রের পুত্র পাওয়ার দোয়া

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি হাব্‌লী মিনাছ্ ছ্বালিহী-ন ।

অর্থ ঃ "হে আমার রব ! আপনি আমাকে একটি সৎপুত্র বখশিশ করুন ।"
(সূরা সফ্‌ফাত - ১০০ আয়াত)

জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া

رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি যিদ্‌নী ই'ল্‌মান ।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক ! আমার এ'লেম (বিদ্যা) বাড়িয়ে দাও ।" (সূরা ত্বা-হা - ১১৪ আয়াত)

উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করার দোয়া

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান কর। এবং জাহান্নামের আজাব হতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" (সূরা বাকারা ২০১ আয়াত)

উদ্দেশ্য মঞ্জুর করানোর দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউ'ল আ'লীম।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু ! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সমস্ত কিছু শুনতে পাও এবং জান।" (সূরা বাকারা ১২৭ আয়াত)

কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয় অর্জনের দোয়া

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আফ্‌রিগ্ আ'লাইনা সবরাওঁ ওয়া ছাব্বিত্ আক্বদামানা ওয়াংছুরনা আ'লাল্ ক্বাওমিল্ কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর আর কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর। (সূরা বাকারা ২৫০ আয়াত)

ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ সামি'না ওয়া আত্ব'না গুফ্‌রা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ ঃ "(হে আল্লাহ !) আমরা শ্রবণ করেছি এবং বাস্তবে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করি, আর আমাগিদকে তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা বাকারা ২৮৫ আয়াত)

কল্যাণকর সন্তান লাভের দোয়া

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ওয়াজ্আ'লনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন্ যুর্রিয়্যাতিনা উম্মাতাম্ মুস্লিমাতাল্লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব্ আ'লাইনা ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর্ রহীম।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! আমাদিগকে তোমার অনুগত বানাও। আমাদের বংশ হতে এমনি একটি দল উত্থিত কর, যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদিগকে তুমি তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (সূরা বাকারা ১২৮ আয়াত)

মহা প্রভু আল্লাহর রহমত কামনার দোয়া

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۔ رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তুওআখিয্না ইন্ নাসীনা আও আখ্ত্বা'না, রব্বানা ওয়ালা তাহমিল্ আ'লাইনা ইছ্রান্ কামা হামাল্তাহূ আ'লাল্লাযীনা মিং ক্বব্লিনা, রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা-ত্বাক্বাতা লানা বিহ্ ওয়া'ফু আ'ন্না ওয়াগফির্লানা ওয়ারহামনা আংতা মাওলানা, ফাংছুরনা আ'লাল্ ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিয়ো না। হে আমাদের প্রভু ! আমাদের প্রতি যেরূপ বোঝা চাপিয়োনা যেরূপ পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি চাপিয়েছিলে। হে আমাদের রব! যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ো না। আমাদের প্রতি (তোমার) উদারতা দেখাও আমাদের অপরাধ

ক্ষমা কর আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর। তুমিই আমাদের মাওলা ও আশ্রয়দাতা, কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর।" (সূরা বাকারা ২৮৬ আয়াত)

আল্লাহর মহত্ত ও শান উল্লেখ পূর্বক একটি মোনাজাত

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নাকা জামিউ'ন্ নাসি লিইয়াওমিল্ লা-রইবা ফীহি, ইন্নাল্লাহা লা- ইয়ুখ্লিফুল্ মীআ'-দ।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবে, যেই দিনের আগমনে কোন রকম সন্দেহ নেই। তুমি কখনই ওয়াদা ভঙ্গ কর না। (সূরা আল-ইমরান ৯ আয়াত)

জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগ্ফির্লানা যুনূবানা- ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব। আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে দোযখের অগ্নি হতে বাঁচাও।

(সূরা আল-ইমরান ১৬ আয়াত)

ঈমানদারদের সাথে হাসর হওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রব্বনা-আ-মান্না বিমা আংযাল্তা ওয়াত্তাবা'নার্ রাসূলা ফাক্তুব্না মাআ'শ্ শাহিদীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সাথে লিখে নাও। (সূরা আল্-ইমরান ৫৩ আয়াত)

যে দোয়া পাঠ করলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে না

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তুযিগ্ কুলূবানা- বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্লানা-মিল্লা দুংকা রহ্মাতান্ ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! যখন আমাদিগকে হেদায়াত দান করেছ, তখন আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি করিয়ো না। আমাদিগকে তোমার তরফ হতে রহমত দান কর, যেহেতু প্রকৃত দাতা তুমিই।

(সূরা আল-ইমরান ৮ আয়াত)

ইসলামের কাজে গাফলতি প্রকাশ পেলে দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা গ্ফির্লানা যুনূবানা ওয়া ইস্রা-ফানা- ফী- আম্রিনা ওয়া ছাব্বিত্ আক্দা-মানা ওয়াংছুরনা- আ'লাল্ ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতা ক্ষমা কর। আমাদের কাজে কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে তা মাফ করে আমাদেরকে পদস্থিতি দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আল-ইমরান ১৪৭ আয়াত)

কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا

بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ـ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নাকা মান্ তুদ্‌খিলিন্ নারা ফাক্বাদ্ আখ্‌যাইতাহূ ওয়ামা লিয্‌যালিমীনা মিন্ আন্‌ছার। রব্বানা ইন্নানা সামি'না- মুনা-দিয়াই ইউনাদী লিল্ ঈমানি আন্ আ-মিনূ বিরব্বিকুম্ ফাআ-মান্না রব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যুনূ-বানা ওয়া কাফ্‌ফির আ'ন্না সাইয়্যিআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মাআ'ল্ আবরার। রব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়া আ'ত্তানা-আ'লা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল্ মী-আ'-দ।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছ তাকে বাস্তবিকই বড়ই অপমান করেছ, আর এই যালেমদের কেউ সাহায্যকারী নেই। হে মা'বুদ! আমরা একজন আহবানকারীর ঈমানের আহবান শুনেছি যে, তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে প্রভু! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা করে দাও। আমাদের যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু প্রদান কর। হে প্রভু! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যেই ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়া'দা ভঙ্গকারী নও।" (সূরা আল-ইমরান ১৯২ ১৯৪ আয়াত)

যেই দোয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা প্রকাশ পায়

رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা-বা-তিলান্ সুব্‌হা- নাকা ফাক্বিনা-আ'যাবান্নার।

অর্থ ঃ "হে প্রভু! এ(দুনিয়ার) সমস্ত কিছু তুমি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি কর নি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কার্য হতে পবিত্র। অতএব হে প্রভু ! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও।" (সূরা আল-ইমরান ১৯১ আয়াত)

অত্যাচারি লোকদের জুলুম হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আখ্‌রিজ্‌না মিন্ হা-যিহিল্ ক্বার্‌ইয়াতিয্ যালিমি আহ্‌লুহা ওয়াজ্‌আ'ল্ লানা- মিল্লাদুংকা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়াজ্‌আ'ল্ লানা মিল্লাদুংকা নাছী-রা - ।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বাহির করে নাও ; যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং তোমার তরফ হতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক সাহায্যকারী পাঠাও।" (সূরা নিসা - ৭৫ আয়াত)

মুমিনদের তালিকায় নাম লিখানোর জন্য দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা- আ-মান্না ফাক্‌তুব্‌না মাআ'শ্ শা-হিদী-ন ।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাতের সঙ্গে লিখে নাও।" (সূরা মায়িদা - ৮৩ আয়াত)

যালেমদের অন্তর্ভুক্ত না হইবার দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তাজ্‌আ'ল্‌না মাআ'ল্ ক্বাওমিয্ য়ালিমীন ।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করিয়ো না। (সূরা আ'রাফ - ৪৭ আয়াত)

শ্রেষ্ঠ ফায়সালা পাওয়ার জন্য দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা- ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা বিল্ হাক্কি ওয়া আংতা খাইরুল্ ফা-তিহী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মাঝে সঠিক ফায়সালা করে দাও আর তুমিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।" (সূরা আ'রাফ - ৮৯ আয়াত)

ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আফ্রিগ্ আ'লাইনা ছব্রাওঁ ওয়া তাওয়াফ্ফানা -মুস্লিমী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা দাও। আর আমাদিগকে দুনিয়া হতে এমনি অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত।" (সূরা আ'রাফ - ১২৬ আয়াত)

সকল বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিবার দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنْ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা-নুখ্ফী ওয়া মা-নু'লিন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা যা গোপন করি, আর প্রকাশ করি, তুমি সবই জান।" (সূরা ইব্রাহীম - ৩৮ আয়াত)

কিয়ামতের দিন পিতা মাতা ও সকল মুমিনের মাগফেরাত কামনার জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানাগ্ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু ! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মু'মিনদিগকে সেই দিবসে ক্ষমা করে দিও, যে দিন হিসাব কার্যকরী হবে।" (সূরা ইব্রাহীম - ৪১) আয়াত)

সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-তিনা মিল্লাদুন্কা রহ্মাতাওঁ ওয়া হাইয়্যি' লানা-মিন আম্রিনা রাশাদা।

অর্থ ঃ "হে আমাদের পরোয়ারদিগার ! আমাদিগকে তোমার বিশেষ রহমতের দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও। (সূরা কাহাফ্ ১০ আয়াত)

ঈমান আনয়নের পর ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-মান্না -ফাগফির্লানা ওয়ার্হাম্না ওয়া আংতা খাইরুর্ র-হিমীন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর রহম কর; তুমি সমস্ত রহমকারীদের হতে অতি উত্তম মেহেরবান।" (সূরা মু'মিনূন - ১০৯ আয়াত)

জাহান্নামের অগ্নী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানাছ্রিফ্ আ'ন্না আযা-বা জাহান্নামা ইন্না আযাবাহা কানা গারামা।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রক্ষক ! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তার আযাব তো বড়ই প্রানান্তকরভাবে লেগে থাকে।"

(সূরা ফুরক্বান- ৬৫ আয়াত)

স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা হাব্‌লানা মিন্ আয্‌ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিনা কুর্‌রাতা আ'য়ুনিওঁ ওয়া জাঅ'লনা লিল্ মুত্তাক্বীনা ইমা-মা।

অর্থ ঃ "হে আমাদের পালনে ওয়ালা ! আমাদের স্ত্রীগণের দ্বারা ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদিগকে মুত্তাক্বীদের ইমাম বানাও।" (সূরা ফুরকান - ৭৪ আয়াত)

মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানাগ্‌ফির্ লানা- ওয়ালি ইখ্‌ওয়ানিনাল্লাযী-না সাবাকূ-না বিল্ ঈমা-নি ওয়ালা-তাজ্‌আ'ল্ ফী-কুলূ-বিনা গিল্লাল্ লিল্লাযী-না আ-মানু রব্বানা-ইন্নাকা রঊ'ফুর্ রহীম।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে ও আমাদের সেই সকল ভ্রাতাকে ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে মু'মিনদের জন্য কোন হিংসা-শত্রুতা রাখিয়ো না। হে আমাদের প্রভু ! তুমি অতি অনুগ্রহশীল এবং করুণাময়। (সূরা হাশর - ১০ আয়াত)

কাফের কর্তৃক উৎপীড়িত না হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানা- লা- তাজ্‌আ'ল্‌না- ফিত্‌নাতাল্ লিল্লাযী- না কাফারূ-ওয়াগ্‌ফির্‌লানা - রব্বানা- ইন্নাকা আন্‌তাল্ আ'যী-যুল হাকী-ম।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফেৎনা বানিয়ো না। হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।" (সূরা মুমতাহিনা- ৫ আয়াত)

স্বীয় ভ্রাতা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়ালিআখী ওয়া আদ্‌খিল্‌না-ফী-রহ্‌মাতিকা ওয়া আংতা আর হামুর্‌ রহিমীন।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু ! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই সবচেয়ে দয়াবান।" (সূরা আ'রাফ - ১৫১ আয়াত)

অজ্ঞাত সকল অনিষ্ট হতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া

رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلُكَ مَالَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَ تَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি ইন্নী আউ'যুবিকা আন্‌ আস্‌য়ালুকা মা- লাইসা লী-বিহী ই'লমুন্‌ ওয়া ইল্লা তাগ্‌ফির্‌ লী ওয়া তারহাম্‌নী আকুম্‌ মিনাল্‌ খ-ছিরী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয় আমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয় আমার অজানা। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।" (সূরা হূদ - ৪৭ আয়াত)

পিতা মাতার জন্য দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বির্‌হাম্‌হুমা -কামা -রাব্বাইয়ানী ছগী-রা।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু ! তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি রহমত কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন।

(সূরা বনী ইসরাঈল - ২৪ আয়াত)

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি আদখিলনী মুদ্‌খালা ছিদ্‌ক্বিওঁ ওয়া আখ্‌রিজ্‌নী মুখ্‌রাজা ছিদক্বিওঁ ওয়াজ্‌আ'ল্‌লী - মিল্লাদুংকা সুলত্ব-নান্ নাছী-রা।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যসহকারে নিয়ে যাও ; আর যে স্থান হতে তুমি আমাকে বের করবে, সত্যের সাথেই বের করবে। আর তোমার তরফ হতে একটি শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (সূরা বনী ইসরাঈল - ৮০ আয়াত)

সুস্পষ্ট ভাষী হওয়ার দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বিশ্‌রাহ্‌লী ছদ্‌রী ওয়া ইয়াস্‌সির লী আমরী ওয়াহ্‌লুল্ উ'ক্বদাতাম্ মিল্‌লিসানী ইয়াফ্‌ক্বাহু ক্বাওলী।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক ! আমার অন্তর খুলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জবানের জড়তা দূর করে দাও, যেন মানুষেরা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্বা-হা ২৫ ২৮ আয়াত)

সদা সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

رَبِّ لَاتَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি লা তাযার্‌নী ফারদাওঁ ওয়া আংতা খাইরুল ওয়ারিছী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে তুমি একাকী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়ো না তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী প্রদাতা।" (সূরা আম্বিয়া-৮৯ আয়াত)

ভাল আবাসস্থল পাওয়ার দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি আংযিল্‌নী মুংযালাম্ মুবা-রাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরুল্ মুংযিলী-ন।

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমাকে বরকত পূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মু'মিনূন - ২৯ আয়াত)

শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বাঁচার দোয়া

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বি আউ'যুবিকা মিন্ হামাযা-তিশ্ শাইয়াত্বী-নি ওয়া আউ'যুবিকা রব্বি আইঁয়্যাহ্‌দুরূ-ন।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু ! আমি তোমার নিকট শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে পানাহ্ প্রার্থনা করছি। আর আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতেও পানাহ্ চাচ্ছি।" (সূরা মু'মিনূন - ৯৭ - ৯৮ আয়াত)

চল্লিশ হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا اَلَّتِىْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ اُمَّتِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِّوَقْتِهَا وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ وَتُصَلِّيَ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَا تَتْرُكْهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَأْكُلَ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَّلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا وَلَا تَشْهَدَ شَهَادَةَ زُوْرٍ وَلَا تَعْمَلَ بِالْهَوٰى وَلَا تَغْتَبَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْذِفَ الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَغُلَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبَ وَلَا تَلْهُ مَعَ اللَّاهِيْنَ وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيْرِ يَا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذَالِكَ عَيْبَهُ وَلَا تَسْخَرَ بِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاِخْوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى نِعْمَتِهٖ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَأْمَنْ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَلَا تَقْطَعْ اَقْرِبَائِكَ وَصِلْهُمْ وَلَا تَلْعَنَ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَلَا تَدَعْ حُضُوْرَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ (كنز العمال)

সালমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ চল্লিশটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, কেউ এগুলো মুখস্ত করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলো কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ (১) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। (২) পরকালকে বিশ্বাস করবে। (৩) ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। (৪) আল্লাহ্র কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখবে। (৫) সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান রাখবে। (৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান রাখবে। (৭) ভাল ও মন্দ সব কিছু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়, এই তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখবে। (৮) আর এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল। (৯) পরিপূর্ণ ওযূসহ সময়মত (ফরয) নামায আদায় করবে। (১০) যাকাত আদায় করবে। (১১) রমযানে রোযা রাখবে। (১২) মাল-সম্পদ থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে। (১৩) দিবা রাত্রিতে ১২ রাকআত সুন্নত নামায আদায় করবে। (১৪) কোন রাত্রেই বিতরের নামায ছাড়বে না। (১৫) আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। (১৬) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না। (১৭) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল গ্রাস করবে না। (১৮) শরাব পান করবে না। (১৯) ব্যভিচার করবে না। (২০) আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করবে না। (২১) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। (২২) প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন কাজ করবে না। (২৩) আপন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করবে না। (২৪) সতী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ দিবে না। (২৫) আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (২৬) খেলাধূলায় লিপ্ত হবে না। (২৭) কৌতুক ও তামাশায় শরীক হবে না। (২৮) বামন ব্যক্তির দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাকে হে বামন বলে ডাকবে না। (২৯) কোন মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। (৩০) দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের কাছে নিয়ে যাবে না। (৩১) আল্লাহ্র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। (৩২) বিপদ-মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করবে। (৩৩) আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে থাকবে না। (৩৪) নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। (৩৫) তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখবে। (৩৬) আল্লাহর কোন সৃষ্টজীবকে অভিশাপ দিবে না। (৩৭) বেশী করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। (৩৮) জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায পরিত্যাগ করবে না। (৩৯) জেনে রেখো,

তোমার জীবনে (ভাল-মন্দ) যা কিছু এসেছে তা কখনও না আসার নয়। আর যা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তা কখনও ধরা দেবার নয়। (৪০) যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়বে না। (কানযুল উম্মাল)

মু'মিনদের জন্য জরুরী পাচঁটি অর্থবোধক বাক্য

কালেমা সাধারণতঃ চারটি, যথা—(১) কালেমায়ে তাইয়্যেব, (২) কালেমায়ে শাহাদাত, (৩) কালেমায়ে তামজীদ ও (৪) কালেমায়ে তাওহীদ।

কালেমায়ে তাইয়্যেব

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু- মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারী-কালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব'দুহূ ওয়া রাসূ-লুহ্।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালেমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহিদাল্লা-ছা-নিয়ালাকা মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লা-হি ইমা-মুল্ মুত্তাক্বী-না রাসূলু রব্বিল আ-লামী-ন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহই নেই, তুমি এক ও শরীকবিহীন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মুত্তাক্বীগণের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

কালেমায়ে তামজীদ

لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًايَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা নূরাইঁইয়াহ্ দিয়াল্লা-হু লিনূরিহী। মাইয়্যাশা-উ মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালী-না খাতামুন্ নাবিয়্যী-ন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহই নেই। তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ্, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তোমার স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করে থাক, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী।

কালেমায়ে রদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّنُؤْ مِنُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ مَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَتُوْبُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আন উশরিকা বিকা শাই আউঁ ওয়ানু মিনু বিহী ওয়া আস-তাগ ফিরুকা মা আ'লামু বিহী ওয়া আতূবু ওয়া আমানতু ওয়া আক্বূলু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করতেছি যে, আমি যেন সজ্ঞানে কাকেও তোমার সাথে শরীক না করি। আমার জানা এবং অজানা গোনাহ হতে ক্ষমা চাইতেছি এবং উহা হতে তাওবা করতেছি। আমি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেছি ও বলতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

মঞ্জিল বা ৩৩ আয়াতের আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِ نَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ۔ اٰمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ বিছ মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর রহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছ্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুছতাক্বীম, সিরাত্বল্লাজীনা আন্আ'মতা আলাইহিম। গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক পরম দাতা ও দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদিগকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ। কিন্তু তাহাদের পথে নয়, যাহারা তোমার ক্রোধভাজন ও পথভ্রষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّارَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآاُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآاُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔

উচ্চারণ ঃ বিছ মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলিফ লা-ম মীম। যালিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকীন। আল্লাযিনা ইউমিনুনা বিল গাইবি ওয়া-ইউকীমূ নাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাজাক্ব না-হুম ইউন ফিক্বূ-ন। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন কাবলিক। ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউ কিনুন। উলা-ইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়াউলা ইকা হুমুল মুফ্লিহুন। ওয়া-ইলাহুকুম ইলাহুওয়াহিদ লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম।

অর্থ ঃ আলীফ-লাম মীম। ইহার মর্ম একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন (২) ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। আল্লাহভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক (৩) যাহারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে আর আমি তাহাদিগকে যে রুযী দান করিয়াছি তাহা হইতে (সৎ পথে) ব্যয় করে। (৪) আর যাহারা আপনার ও আপনার পূর্ববতীদের (রসূলগণের) নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং পরজীবনের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। (৫) তাহারাই নিজেদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুপথ প্রাপ্ত এবং তাহারাই সাফল্য মণ্ডিত। (৩) আর তোমাদের মা'বুদ, একক মা'বুদ, তিনি ব্যতীত কেহই এবাদতের উপযুক্ত নহে, তিনি পরম করুনাময় অসীম দয়াবান।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط لَهٗ
مَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَابَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَایُحِیْطُوْنَ
بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ج وَلَایَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল্ ক্বাইয়্যুম, লা- তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লা নাওম্। লাহূ মা ফিচ্ছামা-ওয়াতি ওয়ামা-ফিল্আরদ্বি। মাং যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদী-হিম্ ওয়া

মা- খাল্‌ফাহুম; ওয়া লা- ইয়ুহী-তূ-না বিশাইয়িম্ মিন্ ই'লমিহী- ইল্লা- বিমা- শা-য়া ওয়াসিয়া' কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া লা- ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুওয়াল্ আ'লিয়্যুল আ'যী-ম।

অর্থ ঃ "আল্লাহ, ঐ পবিত্র সত্তা যিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই। তিনি চির জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত। তাহাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারই জন্য একচ্ছত্র মালিকানা স্বত্ব ঐ সমস্ত বস্তুর যাহাকিছু সমস্ত আসমান ও যমীনের মধ্যে রহিয়াছে। এমন কে আছে যে, তাঁহার নিকট বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করিতে সক্ষম ? তিনি (মানুষের) অগ্র-পশ্চাতের সবকিছু জানেন। এবং তাহারা (মানুষেরা) তাঁহার জ্ঞানের কিছুই নিজেদের জ্ঞানের মধ্যে আনিতে সক্ষম নয়, তবে তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন। এবং তাঁহার কুরসী (সাম্রাজ্য) সমগ্র আসমান ও যমীন ব্যাপিয়া পরিবেষ্টিত। এবং ইহাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তাঁহার কোন বেগ পাইতে হয় না। তিনি অতি মহান ও মহামহীম।"

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْ مِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُ ثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِ جُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِ يْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِ جُوْ نَهُمْ مِّنَ النُّوْرِاِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَاخَالِدُوْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইকরাহা ফিদ্দীনি কাদ তাবাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যে ফামাইয়াকফুর বিত্তাগূতি ওয়াইউ মিম বিল্লাহি ফাকাদিছ তামছাকা বিল ওর ওয়াতিল উসকা। লান ফিসামা লাহা ওয়াল্লাহু সামি-উন আলীম। আল্লাহু ওয়ালিই উল্লাযীনা আ-মানু ইউখরিজুহুম মিনা-য যুলুমাতি ইলাননুর। ওয়াল্লাযিনা কাফারু আউলিয়া উহুমুত্তাগূতু ইউখরিযূনাহুম মিনানূরী ইলায যুলূমাতি. উলা-ইকা আসহাবুন্নারি হুম ফিহা খালিদূ-ন।

অর্থ ঃ (মূলতঃ) ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই: (কেননা) হেদায়েত সুনিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হইয়া গিয়াছে গোমরাহী হইতে; অতএব যে ব্যক্তি

অমান্য করে শয়তানকে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয় (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে) তবে সে অত্যন্ত মজবুত হাতল আঁকড়াইয়া ধরিল, যাহা কোন প্রকারেই ভঙ্গুর হইতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলা অধিক শ্রবণকারী অধিক পরিজ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের সাথী হন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে (কুফরীর) অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া (ইসলামের) আলোকের পথ লইয়া আসেন। আর যাহারা কাফের হইয়া থাকে তাহাদের সাথী হয় শয়তানের দল (মনুষ্য শয়তান হউক বা জ্বীন শয়তান হউক) উহারা তাহাদিগকে (ইসলামের) আলোক হইতে বাহির করিয়া (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। এরূপ লোকই দোযখবাসী হইবে (এবং) তাহারা তথায় অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে।

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ط وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا ـ وَ اغْفِرْ لَنَا ـ وَارْحَمْنَا-اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মা-ফিচ্ছামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইং তুবদূ মা-ফী-আংফুসিকুম্ আওতুখ্ফূ- হু ইয়ুহাসিবকুম্ বিহিল্লাহ্। ফাইয়াগ্ফিরু লিমাইঁয়্যাশা-উ ওয়া ইয়ুআ'যযিবু মাইঁয়্যাশা-উ ; ওয়াল্লাহু আ'লা-কুল্লি শায়ইন্ ক্বাদী-র। আমানার রাসূলু বিমা-উংযিলা ইলাইহি মিররব্বিহী ওয়াল মু'মিনূ-ন। কুল্লুন্ আ-মানা বিল্লাহি ওয়া মালা-য়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা-নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্ মির রুসুলিহ্। ওয়া ক্বু-লূ-সামি'না ওয়া আত্বা'না গুফ্‌রা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাছী-র। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফ্‌সান্ ইল্লা উসয়া'হা, লাহা মা-কাসাবাত্ ওয়া আ'লাইহা-মাক্‌তাসাবাত্। রব্বানা-লা-তু আখিয না-ইন্ নাসী-না আও আখ্‌তা'না রব্বানা ওয়া লা-তাহ্‌মিল্ আ'লাইনা ইছরান্ কামা-হামাল্‌তাহূ—আ'লাল্লাযী-না মিং ক্বাবলিনা, রব্বানা ওয়া লা-তুহাম্মিলনা—মা-লা-ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহ্। ওয়া'ফু আ'ন্না ওয়াগ্‌ফিরলানা ওয়ারহাম্‌না-আংতা মাওলা-না ফাংছুরনা আ'লাল্ ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ ঃ আল্লাহর মালিকানাধীন যাহা কিছু আসমানসমুহে আছে এবং যমীনে আছে। আর তোমাদের অন্তঃকরণে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর, অথবা গোপন কর। আল্লাহতায়ালা তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর (কুফরী শিরককারী ছাড়া) যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ্বাস রাখেন সে সকল বিষয়ের উপর যাহা তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাঁহার প্রভূর পক্ষ হইতে এবং মুসলমানেরাও। সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণের প্রতি এবং তাঁহার কিতাব ও রসুলগণের প্রতি; এই মর্মে যে, আমরা তাঁহার রসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আর সকলেই এইরূপ বলিল আমরা (আপনার নিকট আদেশ) শ্রবণ করিলাম এবং মানিয়া লইলাম, হে আমাদের প্রভূ! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার প্রতিই (আমাদের সকলকে) প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আল্লাহ্ কাহাকেও বাধ্য করেন না, অবশ্য যাহা সামর্থ্যে রহিয়াছে তাহাতে। সে ছওয়াবও পাইবে এবং শাস্তিও ভোগ করিবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে ধর- পাকড় করিও না আমরা যদি কিছু বিস্মৃত হইয়া যাই অথবা ভূল বশতঃ করি। হে আমাদের প্রভূ! আর আমাদের প্রতি কোন কঠোর আদেশ চাপাইবেন না, আমাদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি যেমন চাপাইয়া ছিলেন। হে

আমাদের প্রভূ! আর আমাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপাইয়া দিবেন না, যাহার (বহন) সামর্থ্য আমাদের মধ্যে নাই এবং আমাদের দোষ মোচন করুন আর ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের প্রতিপালক অতএব আমাদের ক্ষমতাকে প্রাবল্য দান করুন কাফের কওমের উপর।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى

الْمَلَإِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ
وَّاصِبٌ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ
اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বা কুমুল্লাহুল্লাযি খালাকাছ্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ফি ছিত্তাতি আইয়ামিন ছূ ম্মাস তাওয়া আলাল আরশি ইউগশিল লাইলা ন্নাহারা ইয়াতলুবুহু হাসিসাওঁ ওয়াশশামসা ওয়াল কামারা ওয়ান্নুজুমা মু-সাখখারাতিম বি আমরিহ, আলা-লাহুল খালকু ওয়াল আমরু তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন। উদউ রাব্বাকুম তাদার রুআউঁ ওয়া খুফ ইয়াহ ইন্নাহু লা-ইউ হিব্বুল মু'তাদীন। ওয়ালা তুফসিদু ফিল আরদি বাদা ইসলাহিহা ওয়াদউহু খাউফাউ ওয়াতামাআ-ইন্না রাহামাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনীন। কুলিদ উল্যাহা আ-ওয়িদ উর রাহমানা -আইয়াম্মা তাদউ ফালাহুল আসমাউল হুসনা ওয়ালা তাজহার বিসালাতিকা ওয়ালা তুখাফিত বিহা ওয়াবতাগি বাইনা যালিকা সাবীলা। ওয়াকুলিল হামদু লিল্লাহিল্লাযি লাম ইয়াত্তাখিয ওয়ালাদাউঁ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারিকুন ফিল মুলকি ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু ওয়ালিই উম মিনায যুল্লি ওয়াকাব্বিরহু তাকবীরা। আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসাউঁ ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা-তুর জাউন। ফাতা-আলাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু লা-ই লাহা ইল্লাহুয়া রাব্বুল আরশিল কারীম। ওয়ামাই ইয়াদ উ মা-আল্লাহি ইলাহান আখারা লা-বুরহানা লাহু বিহী ফা-ইন্নামা হিসাবুহু ইন্দা রাব্বিহি ইন্নাহু লা-ইউফ লিহুল কাফিরূন। ওয়াকুর রাব্বিগ ফির ওয়ার হাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমীন। ওয়াস সাফফাতি সাফফান ফায-যাজিরাতি যাজ্‌ রা। ফাত্তালিয়াতি যিকরা। ইন্না-ইলাহাকুম লাওয়াহিদ। রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া রাব্বুল মাশারিক। ইন্না যাইয়্যান্নাস সামা-আদ্দুনইয়া বিয়িনাতিনিল কাওয়াকিব। ওয়াহিফ যাম্মিন কুল্লি শাইতানিম্মারিদ। লা-ইয়াস সাম্মাউনা ইলাল মালাইল আলা ওয়াইউক যাফুনা মিন কুল্লি জানিব। দুহুরাউ ওয়ালাহুম আযাবুউ ওয়াসিব। ইল্লামান খাতিফাল খাতফাতা ফা-আতবা'আহু শিহাবুন সাকিব। ফাসতাফতিহিম আহুম আশাদ্দু খালকান আম্মান খালাকনা ইন্না খালাকনাহুম মিনত্বীনিল্লা-যিব।

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্ যিনি সমস্ত আসমান এবং যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃ পর সমাসীন হইলেন আরশের উপর। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন এইরূপে যে, সেই রাত্রি দিবসের প্রতি দ্রুত আসিয়া পৌছে: এবং সূর্য ও চন্দ্র এবং তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপে যে, সব কিছুই তাঁহার আদেশের অনুগত, স্মরণ রেখ স্রষ্টা হওয়া এবং বিচারক হওয়া আল্লাহর জন্যই খাছ, আল্লাহ মহৎ গুণাবলীতে পরিপূর্ণ যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। তোমরা আপন প্রভূ সকাশে দোয়া করিতে থাক বিনীত ভাবে এবং চুপি চুপি।প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে (যাহারা দোয়ার মধ্যে আদব বজায় রাখে না) ভালবাসেন না। আর ভূ-পৃষ্ঠে ফাছাদ সৃষ্টি করিও না উহার সংস্কারের পর, আর তোমরা আল্লাহর এবাদত কর ভয় ভীতি ও আশা ভরসা লইয়া; নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেক্কারদের সন্নিকটে। আপনি বলুন, তোমরা চাই 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা রহমান নামে ডাক, যেই নামেই ডাক বস্তুত তাঁহার অনেক উত্তম নাম সমূহ রহিয়াছে আর আপনি নামাজে না অতি উচ্চঃস্বরে পড়িবেন আর না একেবারে চুপি চুপি পড়িবেন বরং উভয়ের মধ্য পন্থা অবলম্বন করিবেন আর বলুন, সেই আল্লাহ পাকেরই সমস্ত প্রশাংসা যিনিনা কোন সন্তান গ্রহণ করেন আর না তাঁহার সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে আর না কোন দুর্বলতা হেতু তাঁহার কোন সহায়ক আছে, অতএব সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে থাকুন। তবে, তোমরা কি ইহাই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট আনীত হইবে না ? অতএব (প্রমাণিত হইল যে,) আল্লাহ তা'আলা অনেক মহান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ তিনি ব্যতীত কেহই এবাদতের যোগ্য নহে (এবং তিনি) আরশে আযীমের অধিপতি। আর যে ব্যক্তি (প্রমাণিত হওয়ার পরও) আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদের এবাদত করে, তাহার নিকট যাহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণও নাই, অনন্তর তাহার হিসাব তাহার প্রতি পালকের সমীপে হইবে (যাহার ফল হইল যে,) নিশ্চয়ই কাফেরদের সফলতা হইবে না।(বরং তাহারা আযাবই ভোগ করিবে) আর আপনি এইরূপই বলিতে থাকুন যে, হে আমার প্রভু! ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন, বস্তুতঃ আপনি সর্বাপৈক্ষা অধিক দয়াবান! শপথ সেই ফেরেশতাদের যাহারা বাধা প্রদান করে, অতঃপর সেই ফেরেস্তাদের যাহারা যিকির (তছবিহ) পাঠ করে। নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ একক সত্তা তিনি আকাশ মণ্ডলী ও যমীনের প্রতিপালক এবং এতদুভয়ের অর্ন্তবর্তীতে যাহা কিছু আছে

সমস্ত কিছুর; এবং উদয়াচল সমূহের প্রতিপালক। আমি এই দিকের আসমানকে শোভা প্রদান করিয়াছি এক বিচিত্রময় সজ্জায় অর্থাৎ নক্ষত্র রাজি দ্বারা আর সুরক্ষিতও করিয়াছি প্রত্যেক দুষ্ট শায়তান হইতে। সেই শয়তানেরা উর্দ্ধ জগতের প্রতি কর্ণপাতও করিতে পারে না, বস্তুতঃ প্রত্যেক দিক হইতে তাহারা প্রহৃত হইয়া বিতাড়িত হয় এবং তাহাদের শাস্তি হইবে অবিরত। হ্যাঁ কোন শয়তান যদি আচমকিতে কোন সংবাদ লইয়া পলায়ন করে তবে একটি উল্কা পিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। অতএব, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন যে, ইহারাই কি গঠনে মজবুত, না কি আমার সৃজনীত এই বস্তুসমূহ, আমি তাহাদিগকে আঠালমাটি হইতেসৃষ্টি করিয়াছি।

يٰمَعْشَرَالْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ - فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ - فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

উচ্চারণ ঃ ইয়ামা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইংসি ইনিস্তাত্বা' তুম আং তান্‌ফুযূ মিঁন আক্বত্বারিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ্বি ফাংফুযূ, লাতাং-ফুযূনা ইল্লা বিসুলত্বানি ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকাযযিবান ইয়ুরছালু আ'লাইকুমা শুয়াযুম্ মিন্নারিওঁ ওয়া নুহাসুন্ ফালা তান্‌তাছিরান ফাবি-আইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকাযযিবান ফাইযান্ শাক্কাতিস্ সামাউ' ফাকানাত ওয়ারদাতান্ কাদ্দিহান ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকাযযিবান ফাইয়াও মাইযিল্ লায়ুস্‌আলু আ'ং যাম্‌বিহী ইন্‌সুওঁ ওয়ালা জা-ন্ন ফাবি আইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকাযযিবান

অর্থঃ হে মানব ও জিন সম্প্রদায় ! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার তবে তাহা অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের

...কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে ? । তোমাদের নিকট প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধুম্র ...া, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের ...পালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে ? যেই দিন ...কাশ বিদীর্ণ হইবে, সেই দিন উহা রক্ত রংগে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে, ...রাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা ...শ করিবে ? সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা ...বে না জিন সসম্প্রদায়কে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন ... অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে ?

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّ
عًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ . هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ـ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ লাউ আনয়াল নাহাযাল কোরআনা আলা জাবালিল ...া আইতাহু খাশিআম মুতাছাদ্দি আম মিন খাশইয়া তিল্লাহ ওয়াতিলকাল ...মছালু নাদরিবুহা লিন্নাছি লা-আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারূন, হুওয়াল্লাহুল্লাযী ...া ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আ'-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি হুওয়ার্ রহমানুর ...হীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আল্ মালিকুল্ কুদ্দু-সুস, ...লামুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ আ'যী-যুল্ জব্বারুল্ মুতাকাব্বির। সুব্হানাল্লাহি ...আ'ম্মা ইয়ুশ্রিকূ-ন। হুওয়াল্লাহুল্ খালিকুল্ বাঁ-রিউল মুছাওবিরু লাহুল্ ...সমা—উল্হুস্না— ইয়ুসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস্সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ...য়া হুওয়াল আ'যী-যুল হাকী-ম।

অর্থ ঃ আর আমি যদি এই কোরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করিতাম তবে (হে শ্রুতা!) তুমি উহাকে আল্লাহর ভয়ে অবনমিত ও বিদীর্ণ দেখিতে। আর আমি এই বিস্ময়কর বর্ণনা সমূহ মানুষের উপকারের জন্য বর্ণনা করি, যেন তাহারা ভাবিয়া দেখে। তিনি ঐ আল্লাহ্ , যিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই ; তিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সমস্তই) জানেন। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। তিনি ঐ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই, তিনি সমস্ত শাহান্‌শাহ্, তিনি পবিত্র শান্তি দাতা, বিপদ দানকারী এবং তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী, সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী এবং সর্বোপরি, মুশরিকদের অংশীদারী হইতে পবিত্র। সেই আল্লাহই সকলের সৃজনকারী, (সকল বস্তুর) অস্তিত্ব প্রদানকারী, ও আকৃতি দানকারী। তাঁহার জন্যই রহিয়াছে উত্তম নাম সমূহ, সমস্ত আসমানে এবং যমীনে যাহা কিছু আছে সকলেই তাহার পবিত্রতা প্রকাশ করে এবং তিনি সকলের উপরে জয়ী ও হেকমতদার।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا-يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا-وَّاَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا

উচ্চারণ ঃ কুল উহিয়া ইলাইয়া আন্নাহুস তামা'আ নাফারুন মিনাল জিন্নি ফা-কালূ ইন্না সামিয়ে-না কোরআনান আজাবা। ইয়াহদী ইলার রুশদি ফা-আমান্নাবিহী ওয়ালান নুশরিকা বি-রাব্বিনা আহাদা। ওয়া আন্নাহু তা'আলা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্তা খায়া সাহিবাতাওঁ ওয়ালা ওয়ালাদা, ওয়া আন্নাহু কানা ইয়াকুলু সাফীহুনা আলাল্লাহি শাত্বাত্বা।

অর্থ ঃ আপনি (এই লোকদেরকে) বলুন আমার নিকট এই কথার অহী আসিয়াছে যে, জ্বিনদের একদল কোরআন শ্রবণ করিয়াছে, অতঃপর তাহার (ফিরিয়া যাইয়া) বলিল, আমরা এক বিস্ময়কর ব্যপারে কোরআন শুনিয়াছে, যাহা

সরল পথ প্রদর্শন করে, সুতরাং আমরা উহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা নিজেদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিব না। আর আমাদের প্রভূর মর্যাদা অতি সমুন্নত, তিনি না কাহাকেও স্ত্রী সাব্যস্ত করিয়াছেন আর না সন্তান,পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে আল্লাহর শানে সীমা ছাড়িয়া কথা বলে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۔ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۔ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۔ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۔ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۔ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া- আইয়ূহাল্ কা-ফিরূন, লা- আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়ালা আংতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। ওয়া লা-আনা আ-বিদুম্ মা-আ'বাত্তুম। ওয়া লা-আনতুম আ-বিদূনা মা-আবুদ। লাকুম্ দীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।

অর্থ ঃ বলুন [হে মুহাম্মদ (সঃ)] হে অবিশ্বাসীগণ, তোমরা যাহার ইবাদত কর, আমি তাহার ইবাদত করি না, এবং আমি যাঁহার ইবাদত করি তোমরা তাহার ইবাদতকারী নও। তোমরা যাহার উপাসনা কর, আমি তাহার উপাসক নই। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহূ কুফূওয়ান আহাদ্।

অর্থ ঃ বলুন [হে মুহাম্মদ (সঃ)], তিনিই এক আল্লাহ ; আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন। তিনি কাহাকেও জন্মদান করেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই, তাহার সমকক্ষ কেহই নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ۔ وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۔ وَمِنْ شَرِّالنَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۔ وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল আউ-যু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি-মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শাররি গা-সিকীন ইযা ওয়াক্বাব্। ওয়া মিন শাররিন্নাফ্ফা-সাতি ফিল উ'ক্বাদ্। ওয়া মিন শার্‌রি হা-সিদিন্ ইযা হাসাদ্।

অর্থ ঃ বলুন [হে মুহাম্মদ (সঃ)], আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অপকারিতা হইতে ; এবং রাত্রির অপকারিতা হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এবং গ্রন্থিসমূহে ফুৎকারকারিণীদের অপকারিতা হইতে এবং হিংসুকের অপকারিতা হইতে, যখন সে হিংসা করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۔ مَلِكِ النَّاسِ ۔ اِلٰهِ النَّاسِ ۔ مِن شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۔ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ ۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۔

উচ্চারণ ঃ কূল্ আউ'যু বিরব্বিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন শাররিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাছ্। আল্লাযি ইউওয়াস্ বিসু ফী ছুদূরিন্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ [সঃ]), আমি মানবজাতির প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যিনি মানবকুলের অধিপতি, মানুষের উপাস্য আত্মগোপনকারী শয়তানের প্রতারণার অপকারিতা হইতে, যে মানুষের অন্তরের মধ্যে কু-প্ররোচনা প্রদানকরে জিন ও মানুষের মধ্য হইতে।

সাতটি বিশেষ আয়াত

যাহা নিয়মিত আমল করিলে আপদ-বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়

(ইহার প্রতিটি আয়াত বিছমিল্লাহ দ্বারা পড়িতে হয়)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَمَوْلٰنَاوَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

উচ্চারণ ঃ কুল লাই ইউসীবানা ইল্লামা কাতাবাল্লাহু-লানা হুয়া মাওলানা ওয়া আলাল্লাহি ফাল ইয়াতা ওয়াক্কালিল মু'মিনুন।

অর্থ ঃ আপনি বলুন আমাদের উপর কোন বিপদ সমাগত হইতে পারে না, কিন্তু যাহা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর সকল মুসলমানদের উচিৎ আপন সমস্ত কর্ম আল্লাহর প্রতিই সমর্পন করিয়া রাখা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّاهُوَ۔ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَارَآدَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ ঃ ওয়াই ইয়ামসাস কাল্লাহু বিদুর রিং ফালাকাশিফা লাহু ইল্লাহুয়া ওয়াই ইউরিদকা বি খাইরিং ফালা রাদ্দা লিফাদলিহ , ইউসিবু বিহি মাইয়াশা উ মিন ইবাদিহি ওয়াহুয়াল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে ফেলেন, তবে তিনি ব্যতীত কেহই উহার মোচনকারী নাই। আর যদি তিনি আপনার কল্যাণ চান তাহলে তার অনুগ্রহকে অপসারণকারী কেহই নাই, বরং আপন বান্দাগণের মধ্যে যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন আপন অনুগ্রহ বর্ষণ করেন আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াবান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَامِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّاعَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَاوَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ هَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ-

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা মিন দাব্বা-তিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিযকুহা ওয়া ইয়ায় লামু মুসতাকাররাহা ওয়ামুস তাউ দা'আহা কুল্লুন ফি কিতাবিম মুবীন।

অর্থ ঃ ভূ-পৃষ্টে বিচরণকারী এমন কোন (জীবিকা ভোগী) প্রাণী নাই যাহার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র যিম্মায় নাই এবং তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত আছেন, সবকিছু কিতাবে মুবীনে (অর্থাৎ লৌহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَامِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

উচ্চারণ ঃ বিছ মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইন্নি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রাব্বি ওয়া রাব্বিকুম মা-মিন দাব্বাতিন ইল্লাহুয়া আখিযুম বিনা সিয়াতি-হা ইন্নারাব্বি আলা সিরাতিম মুসতাকিম।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করিয়া লইয়াছি, যিনি আমারও মালিক তোমাদেরও মালিক, ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী প্রাণী রহিয়াছে উহাদের সকলের ঝুটি তিনি ধারন করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু সরল পথের উপর বিদ্যমান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَاوَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ ঃ ওয়াকা আই ইম মিন দাব্বাতিল লা-তাহমিলূ রিজকা হাল্লাহু ইয়ারজুকুহা ওয়া ই-ইয়াকুম ওয়াহুয়াস সামীউল আলীম।

অর্থ ঃ আর বহু জীব এমন আছে যাহারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া রাখে না, আল্লাহ্‌ই উহাদিগকে জীবিকা পৌছান এবং তোমাদিগকেও, এবং তিনি সব কিছু শুনেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ

উচ্চারণ ঃ মা-ইয়াফ তাহিল্লাহু লিন্নাসি মির রাহমাতিন ফালা মুমসিকা লাহা ওয়ামা ইউম সিক, ফালা মুরসিলা লাহু মিম্বা'দিহি ওয়াহুয়াল আযীযুল হাকীম।

অর্থ ঃ বিছ মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত (বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) খুলিয়া দেন বস্তুতঃ উহা রোধকারী কেহ নাই, আর যাহা তিনি বন্ধ করিয়া দেন, অনন্তর উহার (বন্ধ করার) পর কেহই উহার প্রবর্তনকারী নাই, আর তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ اَوْاَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

উচ্চারণ ঃ বিছ মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওয়ালা ইন সা-আলতাহুম মান খালাকাসসামাওয়াতি ওয়াল আরদা লা-ইয়া কুলুন্নাল্লাহ। কুল-আফা রা-আইতুম মাতাদ উনা মিনদু-নিল্লাহি ইন আরাদানিয়াল্লাহু বিদুররিন হাল হুন্না কাশিফাতু দুররিহি আউ আরাদানি বিরাহমাতিন হাল হুন্না মুমসিকাতু রাহমাতিহ কুল হাস বিয়াল্লাহু আলাইহি ইয়াতা ওয়াক্কালুল মুতাওয়াক্কিলুন।

অর্থ ঃ আপনি যদি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, আসমান যমিন কে সৃষ্টি করিয়াছেন? যেই সকল উপাস্যদেরকে পুজিতেছ আল্লাহ যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাহেন তাহারা কি আল্লাহ প্রদত্ত সেই কষ্ট অপসারিত করিতে পারিবে? অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতে চাহিলে এই উপাস্যরা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করিতে পারিবে? বলুন আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাঁহার উপরই ভরসাকারীগণ ভরসা করেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءْلَمْ يَكُنْ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّنَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّكُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

উচ্চারণ ঃ আললাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া-আন্তা রাব্বুল আরশিল কারীম। মাশা-আল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা-লাম ইয়াকুন ওয়ালাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আ-লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িং কাদীর। ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা-বিকুল্লি শাইয়িংনইলমা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু-বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়ামিং শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আন্তা আখিযুম বিনা সিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা সিরাতিম মুসতাকীম।

অর্থ ঃ আয় মহান আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আমি আপনার উপরই ভরসা করি আর আপনি সম্মানিত আরশের রব (সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা)। আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হইয়া থাকে আর যাহা ইচ্ছা না করেন তাহা হয় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা ও শক্তি নাই। জানিয়া রাখুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন। আর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু পরিবেষ্টিত। আয় আল্লাহ তা'আলা! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাইতেছি আমার নফসের অনিষ্ট হইতে এবং সকল প্রকার জীবজন্তুর অনিষ্ট হইতে, আপনিই সকল (অনিষ্টকারী) জীবজন্তুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা, নিশ্চয় ী আমার প্রতিপালক সরল পথে রহিয়াছেন।

পরশ-মণি দোয়া' বা আশ্চর্য আমল

(অসংখ্য ফযীলত ও ফায়েদার দোয়া'সমূহ)

১নং দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ. اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَهُوَالْعَظْمَةُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ .لِلّٰهِ الْحَمْدُرَبِّ السَّموتِ وَالْاَرْضِ وَرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .وَلَهُ النُّوْرُفِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ.

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিস সামা ওয়া-তি ওয়া রাব্বিল আলামীন ওয়া লাহুল কিবরিয়াউ ফিছ সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি। ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম। আলহামদু লিল্লাহি রাবিবসসামা ওয়াতি ওয়া রাব্বিল আরদ্বি ওয়া রাব্বিল আলামীন। ওয়া হুয়াল আজমাতু ফিস ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি। ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম, লিল্লাহিল হামদু রাব্বিছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া রাব্বিল আলামীন। ওয়া লাহুন নূরু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম

২নং দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَانُوْرُ تَنَوَّرْتَ بِالنُّوْرِ وَالنُّوْرِ ـ فِىْ نُوْرِكَ يَانُوْرُ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا وَارْفَعْ عَنَّا بَلَا ئِنَا يَارَؤُفُ ـ لَبَّيْكَ وَارْحَمْ لَبَّيْكَ وَاَعْظَمْ لَبَّيْكَ وَاَكْرَمْ لَبَّيْكَ ـ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرُالدِّيْنِ مَعَ الْقَرْبِ وَالْاِخْلَاصِ وَالْاِسْتِقَامَةِ بِلُطْفِكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চরণ ঃ আল্লাম্মা ইয়া নূরু তানাওয়ারতা বিন নূরি ওয়ান নূরি ফী নূরিকা ইয়া নূরু। আল্লাহুম্মা বারিক আলাইনা ওয়ারফা' আন্না বালায়িনা ইয়া রাউফু লাববাইকা ওয়া আরহাম লাব্বাইকা ওয়া আজাম লাব্বাইকা ওয়া আকরাম লাব্বাইকা। আন্নাল্লাহা ইয়াবয়াছু মান ফিল কুবূরি আল্লাহুম্মার জুকনা খাইরাদ্দীনে মায়াল ক্বারবি ওয়াল ইখলাছি ওয়াল ইছতিক্বামাতি বিলুতফিকা ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহি মুম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন, ওয়াসাল্লামা তাছলীমান কাছীরান কাছীরা। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৩নং দোয়া

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلٰى كُلِّ عَدُوٍّ صَغِيْرٍ كَانَ اَوْكَبِيْرٍ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى حُرٍّ وَّعَبْدٍ شَاهِدٍ وَغَائِبٍ شَرِيْفٍ مُسْلِمًا كَافِرًا ـ لَّاتَسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّايَخَا فُكَ وَ يَرْحَمُنَا يَااَللّٰهُ يَااَحَدُ يَاصَمَدُ يَارَبِّ يَاغَفُوْرُ يَا شَكُوْرُ بِرَحْمَتِكَ اَغِثْنِى يَامَنْ هُوَالَّاهُوَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মান ছুরনা আ'লা কুল্লি আদুয়্যিন ছাগীরিন কানা আও কাবীরিন জাকারিন ওয়া উনছা হুররিন ওয়া আবদিন শাহিদিন ওয়া গায়িবীন শারীফিন, মুসলিমান কাফিরান লা তুসাল্লিত আ'লাইনা মাল লা ইয়াখাফুকা ওয়া ইয়ারহামনা ইয়া আল্লাহু ইয়া আহাদু ইয়া ছামাদু ইয়া রাব্বি, ইয়া গাফূরু ইয়া শাকুরু বিরাহমাতিকা আগিছনী ইয়া মান হুয়া ইল্লা হুয়া ইয়া লা-ইলাহা ইল্লাহু বিছমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বী লা-গাফুরুর রাহীম। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৪ নং দোয়া ঃ

يَارَجَائِىْ يَامَنَائِىْ يَادَوَائِىْ يَا شَفَائِىْ يَاكَفَائِىْ قَفِّىْ عَنِّىْ
يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ اِغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ يَبْعَثُوْنَ ـ يَا اَللّٰهُ
يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحْمٰنُ يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ يَارَحِيْمُ يَارَحِيْمُ
يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ يَاكَرِيْمُ يَاكَرِيْمُ يَاكَرِيْمُ
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া রাজাঈ ইয়া মানাঈ ইয়া দাওয়াঈ ইয়া শাফাঈ ইয়া কাফাঈ কাফফী আন্নী ইয়া গাফূরু ইয়া গাফূরু ইয়া গাফূরু, ইগফিরলী খাতীয়া'তী ইয়াওয়ামা ইয়াবআছুন ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহমানু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীমু ইয়া রাহীমু ইয়া রাহীমু, ইয়া গাফূরু ইয়া গাফূরু ইয়া গাফূরু, ইয়া কারীমু ইয়া কারীমু ইয়া কারীমু ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী ওয়া –নূরী আরশিহী মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৫ নং দোয়া

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ يَااِلٰهَ الْبَشَرِ وَيَاعَظِيْمَ الْخَطَرِ
وَيَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ـ وَيَاعَزِيْزَالْمَنِّ وَيَامَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يَااِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ وَيَاخَيْرَالنَّاصِرِيْنَ وَيَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ بِرَحْمَتِكَ
يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু আলা কুল্লী শাই ইন কাদীর, আল্লাহুম্মা ইয়া ইলাহাল বাশারি ওয়া আজিমাল খাতারি ওয়া ইয়া ওয়াসিয়াল মাগফিরাতি ওয়া

ইয়া আজীজাল মান্নি ওয়া মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। বিহাক্কি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইয়া ইলাহাল আলামীন, ওয়া ইয়া খাইরান নাছিরীন ওয়া ইয়া গিয়াছাল মুস্তাগীছীন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৬ নং দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ نِعْمَتِهٖ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ اٰلَا ئِهٖ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ حَالٍ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِخَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَ صْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি নি'মাতিহী আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি আ–লা–ইহী, আলহামদু লিল্লাহি কাবলা কুল্লি হালিন, ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন, বিরাহ মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৭নং দোয়া

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّـذِىْ فِـى السَّمَاءِ عَرْشُـهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِـى الْاَرْضِ قُـدْرَتُهٗ .اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّـذِىْ فِى الْجَنَّةِ رُؤْيَتُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّـذِىْ فِى الْقُبُوْرِ قَضَاؤُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فِى الْبَرِّسُلْطَانُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّـذِىْ لَامَلْجَاَءَ وَلَامَنْجَاَءَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْـهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَـظِـيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْـرِخَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِـمِيْنَ. اَللّٰـهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْنِىْ خَيْرًامِّنْهَا.

বাংলা উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী ফিসসামায়ি আরশুহু আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী ফিল আরদ্বি কুদরাতুহু আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি ফিল জান্নাতি রুইয়াতুহু আল হামদু লিল্লাহিল্লাজি ফিলকুবুরি কাজা-উহু, আল হামদু

লিল্লাহিল্লাজী ফিল বাররি সুলতানুহু আল হামদু লিল্লাহিল্লাজি লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি, লাহাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মদিও ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছিবাতী ওয়াখলূফনী খাইরাম মিনহা।

৮নং দোয়া

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْجَلِيْلُ الْجَبَّارُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْكَرِيْمُ السَّتَّارُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল জালীলূল জাব্বারু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্হারু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিযুল গাফফারু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল কারীমুসসাত্তারু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু ইলাহাও ওয়াদিহাও ওয়া নাহনু লাহু মুসলিমুন। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ইলাহাও ওয়াহিদাও ওয়া নাহ্নু লাহু মুখলিছুন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদীও ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। ওয়া ছাল্লামা তাসলীমান কাছীরান কাছীরা। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৯নং দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِالْغَفَّارِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ السَّتَّارِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ الْمُتَعَالِ سُبْحَانَ اللّٰهِ خَالِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ كَانَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَيَكُوْنُ وَهُوَ شَدِيْد الْمِحَالِ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَا لْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহিল মালিকিল জাব্বারি, সুবহানাল্লাহিল ওয়াহিদিল ক্বাহ্হারি, সুবহানাল্লাহিল আজিজিল গাফফারী সুবহানাল্লাহিল কারিমিস সাত্তারি সুবহানাল্লাহিল কারীমিল মুতায়ালি সুবহানাল্লাহিল খা-লিকিল্লাইলি ওয়াননাহারি, সুবহানাল্লাহিল্লাজী কানা লাম ইয়াযাল অলা ইয়াযালু ওয়া ইয়াকুনু ওয়া হুয়া শাদীদুল মিহালি, ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু, ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম, বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা'য়ছি বা'য়দাল মাওতি। বিহাক্ব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি।

১০ নং দোয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِوَشَفِيْعُ يَوْمِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْئٍ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰى

جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى
عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ شَاهْ مُحِىُ الدّ
يْنِ بْنِ سَيِّدْ اَبُوْصَالِحْ بِنْ سَيِّدْ مُوْسٰى اِبْنِ سَيِّدْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَيِّدْ
زَاهِدْ بِنْ يَحْيٰى اِبْنِ سَيِّدْ فَتَّاحِ اِبْنِ سَيِّدْ شَاهْ كَرِيْمِ بْنِ سَيِّدْ جَعْفَرْ بْنِ
زَيْنُ الْعَابِدِيْنِ اِبْنِ سَيِّدْ اِمَامِ حُسَيْنِ بْنِ حَضْرَتْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى
طَالِبْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদিন খাইরিল খালায়িক্বি ওয়া আফদ্বালিল বাশারি ওয়া শাফীউ ইয়াওমিল হাশরি ওয়ান্নাশরি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বিআদাদি কুল্লি শাই-ইন মা'লুমিল্লাকা, ওয়া ছাল্লি আলা জামীয়িল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীনা ওয়াআ'লা মালাইকাতিল মুকার্‌রাবীনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন, বি-রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। শাহ্ মুহিউদ্দিন ইবনে ছাইয়্যিদ আবু ছালেহ্‌বিন ছায়ীদ ইবনি মুছা বিন ছাইয়্যিদি আব দিল্লাহিবনে ছাইয়্যিদি জা'হিদবনি ইয়াহয়া বিন সাইয়িদ ফাত্তাহিবনি সাইয়্যিদ শাহ করিমিবনি সাইয়েদ জাফারি ইবনে জায়নুল আবেদীন ইবনে ছায়্যিদি ইমাম হুছাইন ইবনে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুম।

১১ নং দোয়া

يَااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ يَاعَلِيْمُ يَاوَاحِدُ يَاصَمَدُ يَانُوْرُ
يَاوِتْرُ يَاسَلَامُ يَامُؤْمِنُ يَامُهَيْمِنُ يَاسَمِيْعُ يَابَصِيْرُ يَاعَلِيْمُ
يَاوَاحِدُ يَاوَارِثُ يَاكَرِيْمُ يَالَطِيْفُ يَاحَفِيْظُ يَاقَدِيْمُ يَامُتَكَبِّرُ
يَاجَمِيْلُ يَاقَوِىُّ يَامَنَّانُ يَادَيَّانُ يَاتَوَّابُ يَابَاعِثُ يَامَجِيْدُ
يَامُحَمَّدُ يَامَعْبُوْدُ يَامَوْجُوْدُ يَاظَاهِرُ يَابَاطِنُ يَااَوَّلُ يَاآخِ
يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ يَاوَاسِعُ يَارَفِيْعُ يُانُوْرُ يَاذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

وَسُلْطَانَ الشَّرِيْعُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া ওয়াহিদু, ইয়া ছামাদু ইয়া নুরু, ইয়া বিতরু, ইয়া সালামু, ইয়া মু'মিনু, ইয়া মুহাইমিনু, ইয়া সামিউ, ইয়া বাছিরু, ইয়া আলীমু, ইয়া ওয়াহিদু, ইয়া ওয়ারিছু, ইয়া কারীমু, ইয়া লাতীফু, ইয়া হাফীজু ইয়া কাদীমু, ইয়া মুতাকাব্বিরু, ইয়া জামীলু, ইয়া কাবিয়্যু, ইয়া মান্নানু, ইয়া দাইয়্যানু, ইয়া তাওয়্যাবু, ইয়া বায়িছু, ইয়া মাজিদু, ইয়া মুহাম্মাদ ইয়া মাবুদু, ইয়া মাওজুদু ইয়া জাহিরু, ইয়া বতিনু ইয়া আউয়ালু, ইয়া আখিরু, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু, ইয়া ওয়াছিউ, ইয়া রাফীউ, ইয়া নূরু, ইয়া যুল কুয়্যাতিল মাতীনু, ওয়া সুলত্বানুর রাফীউ ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিও ওয়া আলিহী আজমাঈন। বি-রাহ মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

১২ নং দোয়া

حٰمٓ - عٓسٓقٓ كَذٰلِكَ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالسَّمِيْعُ يَا اَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحْمٰنُ يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ يَارَحِيْمُ يَارَحِيْمُ يَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ يَااَحَدُ يَااَحَدُ يَااَحَدُ يَاصَمَدُ يَاصَمَدُ يَاصَمَدُ يَافَرْدُ يَاوِتْرُ يَاسَلَامُ. بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ হা-মীম,-আইন-ছীন-ক্বাফ, কাযালিকা ইউহী ইলাইকা ওয়াল্লাজীনা মিন কাবলিকা ল্লাহুল আজীজুল হাকিমু লাহু মুলকুস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ওয়া হুয়াস্সামীউ,ইয়া আল্লাহু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীম ইয়া রাহীমু ইয়া রাহীমু, ইয়া ওয়াহেদু, ইয়া ওয়াহেদু, ওয়াহেদু, ইয়া আহাদ, ইয়া আহাদু, ইয়া আহাদু, ইয়া ছামাদু, ইয়া ছামাদু ইয়া ছামাদু, ইয়া ফারদু, ইয়া বিতরু, ইয়া ছালামু বি-রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের ফযীলত বা তাৎপর্য

❑ কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার এই নামগুলি পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া পান করাইলে আরোগ্য লাভ করিবে।

❑ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামগুলি তাবিজ করিয়া সাথে রাখিলে বালা-মুসিবত ও ভূত-প্রেতের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে।

❑ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামসমূহ প্রত্যহ একবার পাঠ করিলে অভাব - অনটন দুর এবং রুজী-রোজগারের সংস্থান হইবে।

❑ এই পবিত্র নামগুলি প্রত্যহ পাঠ করিলে স্বপ্নে প্রিয় নবী (সঃ)-এর জিয়ারত নসীব হইবে।

❑ কোন স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভ পাত হইলে এই নামগুলি পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া উহা তাহাকে পান করাইলে গর্ভ রক্ষা হইয়া থাকে।

❑ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামসমূহ প্রত্যহ পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি বেহেশতে গমন করিবে।

❑ আল্লাহতায়ালার এই নামসমূহ সর্বদা জিকির করিলে অসংখ্য সওয়াব হইবে এবং মান-সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

❑ এখলাসের সহিত ভাল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ তায়ালার এই নামগুলি আজমতের সহিত পাঠ করিয়া দোয়া করিলে আল্লাহ কবুল করিয়া থাকেন।

আসমাউল হুসনা বা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহ

اَللّٰهُ اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيْمُ اَلْمَالِكُ اَلْقُدُّوْسُ اَلسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ
اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ
اَلْوَهَّابُ اَلرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ اَلْخَافِضُ اَلرَّافِعُ
اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ اَلسَّامِعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكِيْمُ اَلْعَدْلُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ্ , আর রাহমান, আর রাহীম, আল মালিক, আল কুদ্দুস, আস সালাম, আল মু'মিন, আল মুহাইমিন, আল আযীয, আল জাব্বার, আল মুতাকাব্বির, আল খালিক, আল বারি, আল মুসাভভীরু, আল গাফ্ফার, আল কাহ্হার, আল ওয়াহ্হাব, আর রাজ্জাক, আল ফাত্তাহ, আল আলীম, আল কাবিদ, আল বাসিত, আল হাফিজ, আর রাফি, আল মুয়িজ, আল মুজিল, আস সামী, আল বাসীর, আল হাকীম, আল আদল।

অর্থ ঃ আল্লাহ, দয়াশীল, করুণাময়, প্রভু, পবিত্র, শান্তিকর্তা, নিরাপত্তাদাতা, সত্যসাক্ষী, মহাপ্রভাবশালী, বিক্রমশালী, গৌরবান্বিত, মহান, স্রষ্টা, সৃজন ক্ষমতাবান, মহান, শিল্পী, ক্ষমাশীল, মহাশাস্তিদাতা, মহাদানশীল, রিজিকদাতা, সম্প্রসারণকারী, মহাজ্ঞানী, পরাভূতকারী, বিস্তারকারী, রক্ষাকারী, মহান, উন্নত, সম্মানিত, হীনকর্তা, শ্রবনকারী, দর্শনকারী, বিজ্ঞানী, ন্যায় বিচারক।

اَلْمُقِيْتُ اَلْكَبِيْرُ اَلْعَلِيُّ اَلشَّكُوْرُ اَلْغَفُوْرُ اَلْعَظِيْمُ اَلْحَلِيْمُ اَلْخَبِيْرُ اَللَّطِيْفُ
اَلْحَسِيْبُ اَلْجَلِيْلُ اَلْكَرِيْمُ اَلرَّقِيْبُ اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ

উচ্চারণ ঃ আল লাতীফ, আল খাবীর, আল হালীম, আল আযীম, আল গাফুর, আশ শাকূর, আল আলী, আল কাবীর, আল মুকীত, আল হাসীব, আল জালীল, আল কারীম, আর রাকীব, আল মুজীব, আল ওয়াসি।

অর্থ ঃ সূক্ষ্মদর্শী সংবাদ গ্রাহক ধৈর্য্যশীল মহান ক্ষমাশীল কৃতজ্ঞতাভাজন মহান উচ্চ বিরাট শক্তিদাতা হিসাব গ্রহণকারী পরাক্রমশলী অনুগ্রহকারী নেগাহবান আবেদন মঞ্জুরকারী প্রশস্তকারী

اَلْوَدُوْدُ اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ اَلشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ اَلْوَكِيْلُ اَلْقَوِيُّ اَلْمَتِيْنُ
اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِيُ اَلْمُبْدِئُ اَلْمُعِيْدُ اَلْمُحْيِ اَلْمُمِيْتُ

উচ্চারণ ঃ আল ওয়াদুদ ,আল মজীদ, আল বায়িস ,আশ শাহীদ, আল হাক্ব আল ওয়াকীল, আল কাভী, আল মুবীন, আল ওয়ালী, আল হামীদ, আল মুহ্সী, আল মুবদী, আল মুইদ, আল মুহী, আল মুমীত।

অর্থ ঃ প্রেমময়, মহাসম্মানিত, পুনরুত্থানকারী, সর্বস্থান দর্শনকারী, সত্যনিষ্ঠ, মহান, কার্যনির্বাহী, সর্বশক্তির আধার, বর্ণনাকারী, সকল সৃষ্টির প্রভু, প্রসংশা ভাজন, বেষ্টকনকারী, প্রকাশকারী, পুনরুত্থানকারী, জীবনদানকারী, মৃত্যুদাতা।

اَلْحَىُّ اَلْقَيُّوْمُ اَلْوَاجِدُ اَلْمَاجِدُ اَلْاَحَدُ اَلصَّمَدُ اَلْقَادِرُ
اَلْمُقْتَدِرُ اَلْمُقَدِّمُ اَلْمُؤَخِّرُ اَلْاَوَّلُ اَلْاٰخِرُ اَلظَّاهِرُ اَلْبَاطِنُ

উচ্চারণ ঃ আল হাই, আল কাইউম্, আল ওয়াজেদ, আল ওয়াহেদ, আল মাজেদ, আল আহাদ, আস সামাদ, আল কাদের, আল মুকতাদির, আল মুকাদ্দিম, আল মুয়াখ্খির, আল আউয়াল, আল আখির, আয্ যাহির, আল বাতিন।

অর্থ ঃ অমর, চিরঞ্জীব, সকল বস্তুর মালিক, অদ্বিতীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ, একক, অভাবমুক্ত, মহাশক্তিশালী, শক্তির উৎস, সূচনাকারী, অন্ত অনাদি, সর্বশেষ, প্রকাশ্য, প্রচ্ছন্ন।

اَلْوَلِىُّ اَلْمُتَعَالُ اَلْبَرُّ اَلتَّوَّابُ اَلْمُنْتَقِمُ اَلْعَفُوُّ اَلرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ
ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَلْمُقْسِطُ اَلْجَامِعُ اَلْغَنِىُّ اَلْمُغْنِىُ اَلْمُعْطِىُ

উচ্চারণ ঃ আল ওয়ালী, আল মুতাআলী, আল বার্, আত তাওয়াব, আল মুন্তাকিমু, আল আফ্, আর রউফ, মালিকুল মূলক, যুলজালাল, যুল ইকরাম, আল মুকসিত, আল জামী, আল গনী, আল মুগনী, আল মুতী।

অর্থ ঃ অভিভাবক, সর্বোচ্চ, উত্তম কর্ম সৃষ্টিকারী, তওবা কবুলকারী, দন্ড বিধায়ক, ক্ষমাকারী, দয়াশীল, মহান অধিপতি, প্রতাপশালী, সম্মানিত, ন্যায় বিচারক, একত্রকারী, আত্মনির্ভরশীল, মুখাপেক্ষিহীন, দাতা।

اَلْمَانِعُ اَلضَّارُّ اَلْبَدِيْعُ اَلنَّافِعُ اَلنُّوْرُ اَلْهَادِىُ
اَلْبَاقِىُ اَلْوَارِثُ اَلرَّشِيْدُ اَلصَّبُوْرُ

উচ্চারণ ঃ আল-মানি, আল দার, আল বাদী,আন নাফে, আন নূর, আল হাদী, আল বাকী, আল ওয়ারিস, আর রাশীদ, আস্ সবুর।

অর্থ ঃ বাঁধা প্রদানকারী, অপকারকারী, মহান সৃষ্টিকারী, উপকারী, জ্যোতি, সৎপথ প্রদর্শক, উত্তরাধিকারী, পথ প্রদর্শক, ধৈর্য্যশীল

প্রিয় নবী (সঃ) এর নামসমূহ

বিভিন্ন কিতাবাদিতে হুজুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র নামসূহের অসংখ্য ফযীলত বর্নিত আছে । কোন কাজ যদি মানুষের জন্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে তবে এই নামগুলি পাঠ করিলে উহা সহজ হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও বহু ফায়েদা রহিয়াছে। নিম্নে প্রিয় নবী(সঃ)-এর নামগুলি উল্লেখ করা হইল ঃ

خَاتِم مُحَمَّدْ اَحْمَدْ حَامِدْ مَحْمُوْدْ قَاسِم عَاقِب فَاتِحْ
حَاشِرْ مَاحِ دَاعِ سِرَاجْ رَشِيْدْ مُنِيْرْ بَشِيْرْ

উচ্চারণ ঃ মুহাম্মদ, আহমাদ, হামিদ, মাহমুদ, কাসেম, আকিব, ফাতেহ, খাতিম, হাশির, মাহিন, দায়ী, সিরাজ, রাশীদ, মনীর, বাসীর।

অর্থ ঃ চরম প্রশংসিত, চরম প্রশংসাকারী, প্রশংসাকারী, প্রশংসিত, বন্টনকারী, সর্বশেষ আগমণকারী, বিজয়ী, সমাপনকারী, একত্রকারী, নিবারণকারী, আহ্বানকারী, বাতি, সৎপথ, আলোকময়, সুসংবাদদাতা।

خَلِيْلْ كَلِيْمْ شَفِيْعْ مُدَّثِّرْ مُزَّمِّلْ يٰسِيْنْ طٰهٰ نَبِىْ رَسُوْلْ مَهْدِىْ هَادِىْ نَذِيْرْ
مُرْتَضٰى مُصْطَفٰى حَبِيْبْ

উচ্চারণ ঃ নাযীর, হাদী, মাহদী, রাসূল ,নাবী, ত্বাহা, ইয়াসীন ,মুয্যামমিল, মুদ্দাস্সির, শাফীই, খলীল, কালীম, হাবীব, মুস্তফা, মুর্তজা।

অর্থ ঃ ভয় প্রদর্শনকারী, সৎপথ প্রদর্শক, হেদায়াত প্রাপ্ত, প্রেরিত, সংবাদ বাহক, প্রিয় নবী(সঃ)এর উপাধী, ঐ, বস্ত্রাবৃত, চাদর আচ্ছাদিত, সুপারিশকারী, বন্ধু, আলোচনাকারী, প্রিয় বন্ধু, নির্বাচিত, পছন্দনীয়।

قَائِمْ حَافِظْ شَهِيْدْ مُجْتَبٰى مُخْتَارْ نَاصِرْ مَنْصُوْرْ
عَادِلْ حَاكِمْ نُوْرْ حُجَّةْ بُرْهَانْ اَبْطَحِىْ مُؤْمِنْ مُطِيْعْ

উচ্চারণ ঃ মুজতবা, মুখতার, নাসের, মানসুর, কায়িম, হাফিজ, শাহিদ, আদেল, হাকীম, নূর, হুজ্জাত, বুরহান, আবতাহী, মু'মিন, মুতি।

অর্থ ঃ গৃহীত, মনোনীত, সাহায্যকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত, প্রতিষ্ঠিত, রক্ষক, সাক্ষী, ন্যায়পরায়ণ, প্রজ্ঞাময়, জ্যোতি, প্রমান, অকাট্য দলিল, নবী(সঃ)এর উপাধি, দৃঢ়বিশ্বাসস্থাপনকারী, অনুগত।

عَرَبِیْ مَدَنِیْ صَاحِبْ نَاطِقْ صَادِقْ مُصَدَّقْ اَمِیْنْ وَاعِظْ مُذَكِّر
نَزَارِیْ قُرَیْشِیْ مُضَرِیْ حِجَازِیْ تِهَامِیْ هَاشِمِیْ

উচ্চারণ ঃ মুযাক্কের, ওয়ায়েজ, আমীন, সাদিক, মুসাদ্দিক, নাতিক, সাহিব, মাদনী, আরাবী, হাশেমী, তেহামী, হেজাযী, নাযারী, কুরাইশী, মুদারী।

অর্থ ঃ উপদেষ্টা, উপদেশ দানকারী, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, বাকশক্তিসম্পন্ন, বন্ধু, মদীনার অধিবাসী, আরবী, হাশেমী, বংশীয়, নবী(সঃ)এর বিশেষ উপাধি, হেজাজ এলাকার, নবী(সঃ)এর বিশেষ উপাধি, কোরাইশ বংশের, নবী(সঃ)এর বিশেষ উপাধি।

اُمِّـــی عَزِیْزْ رَؤُفْ رَحِـــیْمْ یَتِیْمْ غَنِی جَوَادْ فَتَّاحْ عَالِمْ طَیِّبْ
طَاهِرْ مُطَـهَّرْ خَطِـیْبْ فَصِـیْحْ سَـیِّدْ

উচ্চারণ ঃ উম্মী, আযীয, রাউফ, রাহীম, ইয়াতীম, গনি, জাওয়াদ, ফাত্তাহ, আলেম, তাইয়্যিব, তাহের, মুতাহহার, খাতীব, ফাসীহ, সায়্যিদ।

অর্থ ঃ নিরক্ষর, পরাক্রমশালী, দয়াদ্র, দয়ালু, পিতৃহীন, আত্মনির্ভর, অতি দানশীল, বড় বিজয়ী, জ্ঞানী, পবিত্র, পবিত্রকারী, পুত পবিত্র, বক্তৃতাকারী, স্পষ্টভাষী, সরদার।

مُتَّقِیْ اِمَامْ بَارّ شَافِ مُتَوَسِّطْ سَابِقْ مُتَصَدِّقْ مُهْتَدِیْ حَـقّ مُبِیْن
رَحْمَةٌ بَاطِنْ ظَاهِـرْ اٰخِـرْ اَوَّلْ

উচ্চারণ ঃ মুস্তাকা, ইমাম, ধার, শাফি, মুতাওয়াসসিত, সাবিক, মুতাসাদ্দিক মুহতাদি, হাক্ক, মুবীন, আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন, রাহমাত।

অর্থ ঃ বিশুদ্ধ, নেতা, নেক্কার, আরোগ্য, মধ্যমপন্থি, অগ্রগামী, সত্যায়নকারী, সৎপথের দিশারী, প্রতিষ্ঠিত, সত্য, সুস্পষ্ট, আদি, অন্ত, প্রকাশ , প্রচ্ছন্ন ,রহমত।

مُحَلِّلْ مُحَرِّمْ اٰمِرْ نَاهٍ شَكُوْرْ قَرِيْبْ مُنِيْبْ مُبَلِّغْ طٰسٓ حٰمٓ حَبِيْبْ اَوَّلٰى

উচ্চারণ ঃ মুহাল্লিল, মুহাররিম, আমের, নাহিন, শাকুর, কারীব, মুনীব, মুবাল্লিগ, তা-সীন, হা-মীম, হাবীব, আওলা,

অর্থ ঃ হালালকারী, হারামকারী, নির্দেশদাতা, নিষেধকারী, কৃতজ্ঞ, ঘনিষ্ঠ, বিনীত, ধর্ম প্রচারক, নবী(সঃ)এর বিশেষ উপাধি, ঐ, বন্ধু , নিকটতম।

বি ঃদ্র ঃ প্রামান্য কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে –

☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা যায়

☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে দুর্বল ব্যক্তি সবল হয়, কাপুরুষ বীরত্ব লাভ করে ও অলসতা দূর হয় ☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে জালেমকে দমন করা যায় ☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে কোন জিনিষ হারাইয়া গেলে উহা পাওয়া যায় ☆ কোন যিনাকার যদি এই নামগুলি নিয়মিত পাঠ করে তবে তাহার সেই ক-অভ্যাস দূর হইয়া যায় ☆ উশৃংখল জন্তুর উপর এই নামগুলি পাঠ করিয়া ফুঁক দিলে উপকার পাওয়া য়ায় ☆ এই নামগুলি নিয়মিত পাঠ করিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে রাসূল (সঃ)এর মুহাব্বত বৃদ্ধি পায় ☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে অন্তরে নূর পয়দা হয় ☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে কৃপণতা দুর হয়

☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে মানুষের নিকট সম্মান বৃদ্ধি পায় ☆ এই নামগুলি পাঠ করিলে শত্রুতা হ্রাস পায়

হুজুর (সঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফপাঠ করিবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দরূদ শরীফ পাঠ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালাম মজীদ কুরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-য়িকাতাহূ ইয়ুছাল্লুনা আ'লান্নাবিয়্যি, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লূ আ'লাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাস্‌লীমা।

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা মন্ডলী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, অতএব হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।" (অর্থাৎ তোমরা দরূদ শরীফ পাঠ কর।)

দরূদ শরীফের মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন —

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ـ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَاتٍ وَّرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىْ) ـ

উচ্চারণ ঃ আ'ন্ আনাসিন্ (রাঃ) ক্বলা, ক্বলা রাসূলুল্লাহি (সঃ) মান্ সল্লা আ'লাইয়্যা ছ্বলাতান্ ওয়াহিদাতান্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি আ''শারু মাররাতিন্। ওয়া হুওয়াতি আ'নহু আ'শারু খাত্বিয়াতিন্ ওয়া রুফিয়া'ত্ লাহূ আ'শারু দারাজাতিন্।

(রাওয়াহুন্ নাসায়ী)

অর্থ ঃ "হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করিবেন এবং তাহার আমলনামা হইতে দশটি গুনাহ মিটাইয়া দিবেন, আর তাহার দশটি মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন। (নাসায়ী শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلٰوةً ـ

উচ্চারণ ঃ আওলান্নাসি বি ইয়াওমাল কিয়ামাতি আকসারুহুম আলা সালাতিন।

অর্থ ঃ "রোজ ক্বেয়ামতে ঐ ব্যক্তি আমার অতি নিকটবর্তী হইবে, যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

"উক্ত নাসায়ী শরীফে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنَ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি মালায়িকাতান্ সাইয়্যাহীনা ফিল্ আরদ্বি ইয়ুবাল্লিগুনা মিন্ উম্মাতিস্ সালামা।

অর্থ ঃ "আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়ার সর্বত্র একদল ভ্রমণকারী ফেরেশতা রহিয়াছে, যাহারা আমার কোন উম্মাৎ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিলে উহা আমার কাছে পৌছাইয়া দেয়।"

বায়হাকী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِبًا اُبْلِغْتُهُ ـ

উচ্চারণ ঃ মান সাল্লা আ'লাইয়্যা ইনদা ক্বাব্রী, সামি'তুহু ওয়ামান্ সল্লা আ'লাইয়্যা নায়িবান্ উব্লিগ্তুহু।

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট স্বশরীরে হাযির হইয়া আমার প্রতি সালাম পাঠ করিবে, আমি উহা শ্রবণ করিব। আর যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়া আমার

প্রতি দরূদ পাঠ করিবে উহা আমার কাছে (ফেরেশতার মাধ্যমে) পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।"

আহমদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيْئَتَهُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

উচ্চারণ ঃ মান্ সল্লা আ'লাইয়্যা ইয়াওমাল্ জুমুয়া'তি মিয়াতা মাররাতিন্ গুফিরাত লাহূ খাত্বীয়াতাহু ছামানীনা সানাতান্।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমুয়া'র দিবসে ১০০ বার দরূদ পাঠ করিবে, তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

"দালায়েলুল খায়রাত" কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

لِلْمُصَلِّيْ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِن اَهْلِ النُّوْرِ لَمْ يَكُنْ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ লিল্ মুসল্লী আ'লাইয়্যা নূরুন্ আ'লাচ্ছিরাত্বি, ওয়ামান্ কানা আ'লাচ্ছিরাত্বি মিন্ আহ্লিন্নূরি লাম্ ইয়াকুন্ মিন্ আহ্লিন্নারি।

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কাল কেয়ামতে পুলসিরাত অতিক্রমের সময় নূর প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রমকালে নূর প্রাপ্ত হইবে, সে কখনো দোযখবাসী হইবে না।"

উক্ত "দালায়েলুল খায়রাত" কেতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُوْمَ وَالْغُمُوْمَ وَالْكُرُوْبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ ـ

উচ্চারণ ঃ মান্ আসূরাত্ আ'লাইহি হাজাতুন্ ফাল্ইকউছির্ বিচ্ছালাতি আ'লাইয়্যা ফাইন্নাহা তাক্শিফুল্ হুমূমা ওয়াল্ গুমূমা ওয়াল্ কুরূবা, ওয়া তুকছিরুল আর্যাক্বা ওয়া তাক্বদীল্ হাওয়াইজা।

অর্থ ঃ "যদি কোন ব্যক্তি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে সে ব্যক্তি যেন আমার প্রতি বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে। কেননা দরূদ শরীফের উসিলায় চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশা বিদূরীত হয় এবং রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজন পুরা হয়।"

প্রকাশ থাকে যে, আমরা শেষ যামানার গুনাহগার উম্মাৎ। আমরা সর্বদা গুনাহের কার্যে লিপ্ত থাকি। তাই আখেরাতে নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতের পাশাপাশি সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠ করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আসুন আমরা বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতের উসীলা সঞ্চয় করি।

দরূদ শরীফ পাঠ না করিবার অপকারিতা

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়িতে ভুলিয়া যায়, স্মরণ রাখিও সে ব্যক্তি জান্নাতের পথ ভুলিয়া যাইবে।

হাদীস ঃ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যকারী ও আমার সুন্নাত ত্যাগকারী এবং আমার নাম শ্রবণ করতঃ দরূদ পাঠ ত্যাগকারী, ইহারা ক্বেয়ামতের ময়দানে আমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

অন্য এক হাদীসে আছে,

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى تُصَلِّىْ عَلٰى نَبِيِّكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আ'ন্ ওমারাব্নিল্ খাত্তাবি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আ'নহু ক্বলা ইন্নাদ্দোয়া'আ মাওক্বুফুন্ বাইনাস্ সামায়ি ওয়াল আরদ্বি হাত্তা তুসাল্লী আ'লা নাবিয়্যিকা।

অর্থ ঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আ'নহু বলিয়াছেন—মু'মিনের দোয়া' আস্‌মান ও যমীনের মধ্যস্থলে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে নবী করীম (সঃ)-এর নামে দরূদ পাঠ করা না হয়।

শ্রেষ্ঠ দরূদ শরীফ

আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমরা আপনার প্রতি কি প্রকারে দরূদ পাঠ করিব ? তখন রাসূলে করীম (সঃ) সাহীবাগণকে এই দরূদ শরীফ শিক্ষা দিয়াছেন। যেই দরূদ শরীফ আমরা নামাযের বৈঠকে তাশাহুদের পরে পাঠ করিয়া থাকি। এই দরূদ শরীফ সমস্ত দরূদ হইতে উত্তম।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

আশি বৎসরের গুনাহ্ মাফীর দরূদ

ফযীলত ঃ নুয্‌হাতুল মাজালেছ কেতাবে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি জুমুয়া'র দিবসে আছর নামাযের পরে এই দরূদ শরীফ ৮০ বার পাঠ করিবে, তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

দরূদে শিফার ফযীলত ও তাৎপর্য

ফযীলত ঃ দেশ গ্রামে মহামারি আকারে কলেরা বসন্ত বা অন্য কোন রোগ দেখা দিলে ফজর ও মাগরিব নামাযের পরে এই দরূদ শরীফ তিনবার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে উক্ত মহামারী রোগ হইতে রক্ষা পাইবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বিআ'দাদি কুল্লি দায়িওঁ ওয়া দাওয়াইন্ ওয়া বিআ'দাদি কুল্লি ই'ল্লাতিওঁ ওয়া শিফায়িন্।

দরূদে যিয়ারাত ও ফযীলত

বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুমুয়া'র রাত্রিতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে এশার পরে দুই রাকয়াত নামায পড়িবে, ইহার প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী এবং ১৫ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করিবে। নামায শেষে এই দরূদ শরীফ ১০০০ বার পাঠ করিয়া পাক বিছানায় নিদ্রা যাইবে। আল্লাহর রহমতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খাবের মধ্যে দর্শন নছীব হইবে। আর যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখিতে পাইবে সে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

দরূদে খায়ের ও ফযীলত

এই দরূদ শরীফ বেশি পরিমাণে পাঠ করিলে কেয়ামতের দিন নাজাত লাভ হইবে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রূহ মুবারক খুশি হইবে, আর তাঁহার অন্তরে বেহেশত লাভের আকাংখা জাগরিত হইবে। মৃত্যুর পরে শেষ বিচারে বেহেশত নছীব হইবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীয়ি'না ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছ-হাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

দরূদে তুনাজ্জীনা ও ফযীলত

"মাদারেজুন্নবওয়াত" কেতাবে হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লবী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত বিবি হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তাহাকে দর্শনকরতঃ হযরত আদম (আঃ) আসক্ত হইয়া নিজ হাত বাড়াইয়া দিলেন। ফেরেশতাগণ উহা দেখিয়া বলিলেন, বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং মোহর আদায় না করা পর্যন্ত সবর করুন। তখন হযরত আদম (আঃ) ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহর কিভাবে আদায় করিব ? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন, ইহাতে মোহর আদায় হইয়া যাইবে।

এই দরূদ শরীফ পাঠ করিলে, ইহার বরকতে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, বালা মুসীবত, বিপদাপদ, অভাব অভিযোগ হইতে নাজাত পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন মিটিয়া থাকে। এই কারণেই ইহার নামকরণ হইয়াছে 'দরূদে তুনাজ্জীনা'।

কোন লোক যে কোন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হইয়া কিংবা চাকুরী হারাইবার সম্ভাবনা হইলে অথবা মামলায় ন্যায়ভাবে জিতিবার আশা না থাকিলে তখন খালেছ দিলে বিনয়ের সহিত এই দরূদ শরীফ ১০০০ বার পাঠ করিবে।

দরূদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ ۔ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ ۔ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ ۔ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ ۔ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرٰتِ فِى الْحَيٰوتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ۔ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ সলাতান তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীয়ি'ল্ আহ্ওয়ালি ওয়াল আফাতি, ওয়াতাক্বদীলানা বিহা জামীয়িল হাজাতি, ওয়া তুত্বহহিরূনা বিহা মিন জামীয়িস্ সাইয়্যিআতি, ওয়া তারফাউ'না বিহা ই'ন্দাকা আ'লাদ্ দারাজাতি, ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্বছাল্ গায়াতি মিন্ জামীয়ি'ল খাইরাতি ফীল হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাতি, ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। বিরহ্মাতিকা ইয়া আর হামার র-হিমীন।

দরূদে নারিয়াহ্ ও ফযীলত

(ক) এই দরূদ শরীফ অতি বরকতময় ও উপকারী দোয়া। প্রত্যহ ফজর ও আসর নামাযের পরে ১১ বার করিয়া পাঠ করিলে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাহার সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হইবে।

(খ) যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে নির্জনে বসিয়া একাগ্র মনে এই দরূদ শরীফ যে কোন নেক নিয়তে ২৭ বার পাঠ করতঃ আল্লাহর দরবারে উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা কবুল করিবেন এবং তাহার উদ্দেশ্য পূরা করিয়া দিবেন।

(গ) কোন কাঠিন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হইলে কয়েকজন পরহেজগার আলেম লোক একত্রিত হইয়া একই বৈঠকে এই দরূদ শরীফ ৪৪৪৪ বার পাঠ করিয়া রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া' করিলে, তিনি রোগ হইতে মুক্তি দিবেন।

দরূদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَّسَلِّمْ سَلَامً تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ ـ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ ـ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمُ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ ـ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفْسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি সলাতান্ কামেলাতান্ ওয়া সাল্লিম সালামান্ তা-ম্মান্ আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনি ল্লাযী তান্হাল্লু বিহিল্ উ'ক্বাদু ওয়া তান্ফারিজু বিহিল কুরাবু। ওয়াতুক্বদ্বা বিহিল হাওয়াইজু ওয়া তানালু বিহির রাগায়িবু। ওয়া হুস্নুল খাওয়াতিমু ওয়া ইয়াস্তাস্ক্বাল গামামু বিওয়াজহিল কারীম। ওয়া আ'লা-আ-লিহী ওয়া আস্হাবিহী-ফী কুল্লি লাহ্মাতিওঁ ওয়া নাফসিম্ বিআ'দাদি কুল্লি মা'লুমিল্লাকা।

দরূদে হাজারী ও ফযীলত

ফযীলত ঃ বর্ণিত আছে, এই দরূদ শরীফ কোন গুনাহ্গার বান্দার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া তিনবার পাঠ করিলে, আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীর গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আর কোন বান্দা তাহার পিতা-মাতার মাগ্ফিরাতের জন্য একুশবার পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

দরূদে হাজারী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الرَّحْمَةُ ـ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الْبَرَكَاتُ ـ وَصَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ ـ وَصَلِّ عَلٰى صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ فِى

الصُّوَرِ ـ وَصَلِّ عَلٰى اِسْمِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَسْمَاءِ ـ وَصَلِّ عَلٰى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِى النُّفُوْسِ ـ وَصَلِّ عَلٰى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُلُوْبِ ـ وَصَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ ـ وَصَلِّ عَلٰى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِى الرِّيَاضِ ـ وَصَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ ـ وَصَلِّ عَلٰى تُرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِى التُّرَابِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَحْبَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম্ মা-দামাতিছ্ সলাতু, ওয়া সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম্ মা-দামাতির রহমাতু, ওয়া ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম্ মা-দামাতিল্ বারাকাতু, ওয়া সাল্লি আ'লা রূহি মুহাম্মাদিন ফিল্ আরওয়াহি, ওয়া সাল্লি আ'লা ছুরাতি মুহাম্মাদিন্ ফিছ্ ছুওয়ারি। ওয়া ছল্লি আ'লা ইসমি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ আস্মায়ি, ওয়া সাল্লি আ'লা নাফ্সি মুহাম্মাদিন্ ফিন্ নুফুসি, ওয়া ছল্লি আ'লা ক্বলবি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ কুলূবি। ওয়া ছল্লি আ'লা ক্বাবরি মুহাম্মাদিনন ফিল্ ক্বুবূরি। ওয়া ছল্লি আ'লা রওজাতি মুহাম্মাদিন্ ফির রিয়াজি, ওয়া ছাল্লি আ'লা জাসাদি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ আজসাদি। ওয়া ছলি আ'লা তুরবাতি মুহাম্মাদিন্ ফিত্ তুরাবি ওয়া ছল্লাল্লাহু আ'লা খাইরি খালক্বিহী সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আস্হাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী ওয়া আহ্লি বাইতিহী ওয়া আহ্বাবিহী আজমাঈন্। বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

সহস্র দিনের সওয়াব লাভের দরূদ শরীফ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, সে ইহার সওয়াব লিখক ফেরেশতাকে হাজার দিনের কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। অর্থাৎ ইহার সওয়াব তাহার আমল নামায় লিখিবার জন্য ফেরেশাতাগণ সহস্র দিন ব্যতিব্যস্ত থাকিবেন।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ ـ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ وَاَجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهُوَ اَهْلُهٗ ـ

আল্লাহুম্মা রব্বা মুহাম্মাদিন, সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ ; ওয়া আজ্‌যি মুহাম্মাদান্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা মা হুওয়া আহ্‌লুহু।

স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখিবার দরূদ শরীফ

যেই ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিবে। আর যেই মু'মিন ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন লাভ করিবে সে রোজ কেয়ামতে তাহার শাফায়াত লাভ করিবে এবং দোযখ তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّىَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ ـ

আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ কামা আমারতানা আন নুসাল্লিয়া আ'লাইহি, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ কামা হুওয়া আহ্‌লুহু, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা রূহি মুহাম্মাদিন্ ফিল আরওয়াহি, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা জাছাদি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ আজছাদি, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা ক্বব্‌রি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ ক্বুবূরি।

দরূদে ফুতূহাত ও ফযীলত

(ক) এই দরূদ শরীফ প্রত্যহ পাঠ করিলে, তাহার জীবনে সুখ শান্তি দেখা দিবে এবং অভাব অভিযোগ দূর হইয়া যাইবে।

(খ) কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সাত দিন যাবত ২১ বার করিয়া পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে তাহার রোগ আরোগ্য হইবে।

দরূদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ ـ يَابَاسِطُ الَّذِىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًا وَّاسِعًا مِّنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةِ مَخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা সল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলিহী বিআ'দাদি আনওয়ায়ি'র্ রিয্‌ক্বি ওয়াল্ ফুতূহাতি, ইয়া বাসিতুল্লাযী ইয়াব্‌সুতুর্ রিয্‌ক্বা লিমাইঁয়্যাশা-উ বিগাইরি হিসাব। উর্লসুত আ'লাইনা রিয্‌ক্বাওঁ ওয়াসিআ'ম্ মিন্ কুল্লি জিহাতিম্ মিন্ খাযায়িনি গাইবিকা বিগায়রি মিন্নাতি মাখলুক্বিম্ বিমাহ্‌দি ফাদ্বলিকা ওয়া কারামিকা বিগাইরি হিসাব।

দরূদে তাজের ফযীলত ও তাৎপর্য

শুক্রবার রাত্রে দরূদে তাজ ১০০ বার পাঠ করিলে, আল্লাহর ফজলে হযরত নবী করীম (সঃ)-কে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ফজর নামাযের পরে ৭ বার পাঠ করিলে রিযিক বৃদ্ধি পাইবে। ২১টি খুরমার প্রত্যেকটির উপর ১১ বার করিয়া পাঠ করিয়া ফুঁক দিয়া বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে, আল্লাহর রহমতে সে গর্ভবতী হইয়া সুসন্তান লাভ করিবে। গভীর রাত্রিতে ৪০ বার পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনা করিলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা ও গাঢ় মহব্বত পয়দা হইবে। তার সংসারে রুজী রোজগারে বরকত দেখা দিবে এবং সংসারে স্বচ্ছলতা ও শান্তি বিরাজ করিবে।

দরূদে তাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ۔ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَاضِ وَالْاَلَمِ ۔ اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ۔ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَظَمِ ۔ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ۔ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ۔ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ۔ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ كَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ ۔ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ ۔ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ ۔ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔ رَاحَةِ الْعُشَّاقِ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ ۔ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ ۔ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ ۔ وَاسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ ۔ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ ۔ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ۔ مَوْلٰنَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ۔ نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ۔ يَااَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন্ ছাহিবিত্তাজি ওয়াল মি'রাজি ওয়াল্ বুরাক্বি ওয়াল আ'লাম। দাফিয়ি'ল বালায়ি ওয়াল ওবায়ি ওয়াল্ ক্বাহ্‌তি ওয়াল্ মারাজি ওয়াল আলাম। ইস্‌মুহু মাকতূবুম্ মারফূউ'ম্ মাশ্‌ফুউ'ম্ মান্-কূশুন ফীল্লাওহি ওয়াল ক্বালাম। সায়্যিদিল আ'রাবি ওয়াল আ'জাম। জিস্‌মুহু মুক্বাদ্দাসুম মুআ'ত্তারুম্ মুত্বাহ্‌হারুন্ মুনাওয়্যারুম্ ফিল

বাইতি ওয়াল্ হারাম। শামসিদ্দুহা বাদ্‌রিদ্দুজা ছদ্‌রিল উ'লা নূরিল হুদা কাহ্‌ফিল ওয়ারা মিছ্‌বাহিজ্জুলাম। জামীলিশ্ শিয়ামি শাফীয়ি'ল 'উমামি ছ্বাহিবিল জুদি ওয়াল কিরাম। ওয়াল্লাহু আ'ছিমুহু ওয়া জিব্‌রীলু খাদেমুহু ওয়াল বুরাক্ব মারকাবাহু ওয়াল মি'রাজু সাফারুহু ওয়া সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বাবা কাওসাইনি মাত্বলূবুহু। ওয়াল মাত্বলূবু মাক্বসূদুহু ওয়াল মাক্বছুদু মাওজূদুহু। সাইয়্যিদিল মুরসালীনা খতিমুন্নাবিয়্যীনা শাফিয়ি'ল মুযনিবীন। আনীসিল গারিবীন্ন রহমাতাল্ লিল আ'লামীন। রাহাতিল আ'শিক্বীনা মুরাদিল মুশ্‌তাক্বীন। শামসিল্ আ'রিফীনা সিরাজিস্ সালিকীনা মিছবাহিল মুক্বাররাবীন। মুহিব্বিল ফুক্বারায়ি ওয়াল মাসাকীন। সাইয়্যিদিছ্ ছাক্বালাইনি নাবিয়্যিল হারামাইনি ইমামিল ক্বিবলাতাইনি ওয়াসীলাতিনা ফিদ্দারাইন। সাহিবি ক্বাবা কাওসাইনি মাহবূবি রব্বিল মাশ্‌রিকাইনি ওয়াল মাগ্‌রিবাইন। জাদ্দিল হাসানি ওয়াল হুসাইন। মাওলানা ওয়া মাওলাছ্ ছাকালাইনি আবিল ক্বাসিমি মুহাম্মাদিব্‌নি আ'বদিল্লাহ্। নূরুম্ মিন্ নূরিল্লাহ। ইয়া আইয়্যুহাল মুশতাক্বূনা বিনূরি জামালিহী সাল্লু আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা।

দরূদে আকবার ও ফযীলত

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দরূদে আকবার নিয়মিত পাঠ করিবে, ইহার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন করাইবেন। আর আল্লাহ পাক তাহার জন্য জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন এবং যমীন ও আসমানে তাহার কোন অশান্তি হইবে না বরং শান্তিতে থাকিবে।

যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ প্রত্যহ একবার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি ৩৬০ বার রহমতের দৃষ্টিদান করিবেন। আর ৭০টি হজ্জে আকবারের সওয়াব দান করিবেন। আখেরাতে তাহাকে বেহেশত দান করিবেন, যাহা ইয়াকূত পাথরের দ্বারা নির্মিত হইবে।

দরূদে আকবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِىَ اللّٰهِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ اللِّوَاءِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ الْفُقَرَاءِ ۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُعِيْنَ الضُّعَفَاءِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْكَوْثَرِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْاَكْبَرِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّايَبْقٰى مِنَ التَّحِيَّةِ شَيْءٌ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّايَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا يَبْقٰى مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا يَبْقٰى مِنَ التَّحَنُّنِ شَيْءٌ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اِذَاذَكَرَهُ الْاَبْرَارُ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۔ صَلٰوةُ اللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَائِهٖ وَرُسُوْلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ ۔ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَعِتْرَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّجِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَعَزْرَائِيْلَ وَمُنْكَرٍ وَّ نَكِيْرٍ ۔ وَعَلٰى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكِرَامِ الْكٰتِبِيْنَ ۔ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَّاٰوْنٍ وَّحَالٍ وَّزَمَانٍ ۔ عَدَدَ مَاخَلَقْتَ وَاَضْعَافَ ذٰلِكَ كُلِّهٖ بِاَضْعَافٍ لَّايُحْصِيْهَا غَيْرُكَ اِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلٰوةً لَّا يَنْقَطِعُ

مَدَّهَا وَلَايُحْصٰى عَدُّهَا صَلٰوةً تَشْحَنُ الْهَوَاءَ وَتَمْلَأُ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ ـ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ حَتّٰى تَرْضٰى ـ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহি, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া খাতামাল আম্বিয়ায়ি, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া ছাহিবাল্ লেওয়ায়ি, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া হাবীবাল ফুক্বারায়ি, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া মুঈনাদ্ দুয়াফায়ি, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া শাফীয়াল মুযনাবীন, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া ছাহিবাল কাওছার, আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া শাফীআ'ল আকবার, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন মা-ইয়াব্ক্বা মিনাত তাহিয়্যাতি শাইউ'ন্, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম মা-ইয়াব্ক্বা মিনাল বারাকাতি শাইউ'ন্, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম্ মা-ইয়াব্ক্বা মিনাচ্ছালাতি শাইউ'ন্, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম্ মা ইয়াব্ক্বা মিনাত্তাহান্নুনি শাইউ'ন্, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ ইযা যাকারাহুল্ আবরারু, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম্ মাখ্তালাফাল্ লাইলু ওয়ান্নাহারু, আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিম্ বিআ'দাদি কুল্লি শাইয়ি'ন্ ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাতি, ছলাতুল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া আম্বিয়াইহী ওয়া রাসূলিহী, ওয়া জামীয়ি' খালক্বিহী আ'লা মুহাম্মাদিন্ সাইয়্যিদিল্ মুরসালীন, ওয়া ইমামিল মুত্তাক্বীনা। ওয়া খাতামিন নাবিয়্যীনা ওয়া রাসূলি রব্বিল আ'লামীন, ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী, ওয়া আহ্লি বাইতিহী ওয়া ই'ত্রাতিহী আজমাঈন। আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া জিব্রায়ীলা ওয়া মীকায়ীলা ওয়া ইস্রাফীলা ওয়া আয্রায়ীলা ওয়া মুন্কারিওঁ ওয়া নাকীর,' ওয়া আ'লা হামালাতিল আ'রশি ওয়াল কিরামিল্ কাতিবীন, ওয়া সাল্লামা তাসলীমান্ কাছীরান্ কাছীরা ; আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ফী-কুল্লি ওয়াক্তিওঁ ওয়া আওনিওঁ ওয়া হালিওঁ ওয়া যামানিন্, আ'দাদা মা-খলাক্বতা ওয়া আদআ'ফা যালিকা কুল্লিহী বিআদআ'ফিল্ লা-ইয়ুহ্ছীহা গায়রুকা ইন্নাকা ফা'আলুল্ লিমা ইয়ুরীদ; আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ছলাতাল্ লা-ইয়াংক্বাতিউ' মাদদাহা ওয়ালা ইয়ুহ্ছা

আ'দ্দুহা, ছলাতান্ তাশ্হানুল হাওয়াআ ওয়া তামলা-উল্ আরদ্বা ওয়াস্সামা-য়া; ওয়া ছল্লি আ'লাইহি ওয়া আলিহী হাত্তা তারদ্বা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

ইমাম শাফী (রহঃ) এর পঠিত দরূদ শরীফ

"রওজাতুল আহবাব" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম শাফী (রঃ)-এর অন্যতম শিষ্য ইমাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম মুজানী বর্ণনা করিয়াছেন— হযরত ইমাম শাফী (রঃ)-এর ইন্তিকালের পরে একদা আমি খাবের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! ইন্তিকালের পরে আপনি কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং অতি সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জান্নাতে নিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন, আমি দুনিয়ায় থাকাবস্থায় একটি দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম, উহার বরকত ও মর্যাদায় আমি এই সম্মান লাভ করিয়াছি। তখন আমি তাঁহাকে সেই দরূদ শরীফের বিষয় প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, সে দরূদ এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ কুল্লামা যাকারাহুয্ যাকিরূনা ওয়া কুল্লামা গাফালা আ'ন যিকরিহিল গাফিলুন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত দরূদ

"হায়াতুল হায়ওয়ান" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, একদা কিছু লোকজন এক ব্যক্তিকে ধরিয়া নিয়া হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির করিল এবং সাক্ষীগণ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সে লোকটি একটি উট চুরি করিয়াছে। বিচারে তাহার হাত কাটিবার হুকুম হইলে, তাহাকে হাত কাটিবার জন্য কিছু দূর যাওয়ার পরে উটের জবান খুলিয়া গেল, এবং উট বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সঃ) ঐ লোকটি আমাকে চুরি করে নাই। ইহা শ্রবণ করতঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে ফিরাইয়া আনাইয়া ফরমাইলেন, তুমি এমন কি দোয়া' পাঠ করিতেছিলে, যাহার উসিলায় এই মরতবা হাছিল করিলে ? উত্তরে লোকটি বলিল, হে রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আমি অনন্যোপায় হইয়া এই দরূদ শরীফ পাঠ করিতেছিলাম ঃ

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَايَبْقٰى مِنَ الصَّلٰوةِ شَئٌ۔ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَّاٰلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَايَبْقٰى مِنَ الرَّحْمَةِ شَئٌ۔ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَايَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَةِ شَئٌ۔ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَايَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَئٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ হাত্তা লা-ইয়াবকা মিনাচ্ছলাতি শাইউ'ন্। ওয়ারহাম্ সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদাঁও ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ হাত্তা লা-ইয়াব্কা মিনার্ রহ্মাতি শাইউ'ন্। ওয়া বারিক আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ হাত্তা লা-ইয়াব্কা মিনাল্ বারাকাতি শাইউ'ন্। ওয়া সাল্লিম আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ হাত্তা লা-ইয়াব্কা মিনাচ্ছালা-মি শাইউ'ন্।

প্রিয় নবী (সঃ) এর রওজা মুবারকে দাঁড়াইয়া এই সালাম পাঠ করিবে

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَفِىَ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَحْبُوْبَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنَبِيْنَ ـ
صَلٰواةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَسلَامُهٗ دَائِمَيْنِ ـ
مُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

উচ্চারণ ঃ

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ;

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহি ;

আচ্ছলাতু ওয়াস সালামু আ'লাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহি ;

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া সাফীয়্যাল্লাহি ;

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া খাইরি খালক্বিল্লাহি ;

আচ্ছলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্ নাবিয়্যীন

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন ;

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া রহমাতাল্ লিল্ আ'লামীন

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া মাহ্বূবা রব্বিল আ'লামীন।

আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া শাফীয়া'ল মুযনাবীন।

ছলাতুল্লাহি আ'লাইকা ওয়া সালামুহূ দা-য়িমাইনি মুতা লাযিমাইনি

ইলা ইয়াওমিদ্ দ্বীনি।

সংক্ষিপ্ত দরূদসমূহ

(১) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীয়ি'না ওয়া হাবীবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ, ছল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আস্হাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(২) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ـ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ,

(৩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীয়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ, ছল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী ওয়া আহ্লি বাইতিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(৫) صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِعَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ ছল্লাল্লাহু তা'আলা আ'লা খাইরি খালক্বিহী ওয়া নূরি আ'রশিহী সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(٦) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ আ'বদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া ছল্লি আ'লাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনাতি ওয়াল্ মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি।

(٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(٨) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ ছলাতান্ দায়িমাতান্ বিদাওয়ামিকা।

(٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ আ'বদিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া রাসূলিকান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(١٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ মা'দানিল্ যূদি ওয়াল কারামি ওয়া মাম্বায়ি'ল ই'লমি ওয়াল হিকামি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা লাহূ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—

(١٢) مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ ـ (رواه احمد)

উচ্চারণ ঃ মান্ ছল্লা আ'লা মুহাম্মাদিন্ ওয়া ক্বলা আল্লাহুম্মা আংযিলহুল মাক্বআ'দাল্ মুক্বাররাবা ই'নদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওজাবাত লাহু শাফাআ'তী। (আহমাদ)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি (হযরত) মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবে এবং বলিবে "আল্লাহুম্মা আংযিলহুল্ মাক্বআ'দ্বাল্ মুক্বারবাবা ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি" তবে তাহার জন্য কেয়ামতের দিবসে সাফায়া'ত করা আমার প্রতি ওয়াজিব হইয়া যাইবে। (এই দোয়ার অর্থ হইতেছে, হে আল্লাহ! আপনি তাঁহাকে [মুহাম্মদ (সঃ) কে] কেয়ামতের দিবসে আপনার নিকটে পবিত্র বৈঠকে সমাসীন করুন) অতএব নিম্নের দরূদ শরীফ আমাদের পাঠ করা উচিৎ এবং রোজ কেয়ামতে হযরতের শাফায়া'ত লাভে ধন্য হইবার আশা রাখি।

দরূদ শরীফ এই—

(١٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লিআ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আংযিলহুল মাক্বআ'দাল্ মুক্বারবা ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি।

দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

প্রত্যহ ফজরের পরে এবং মাগরিবের পরে এই দোয়া' তিনবার পাঠ করিবে—

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّمَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদ্বুরুু মায়া' ইস্‌মিহী শাইউন্ ফিল্ আরদ্বি ওয়া লা-ফিচ্ছামা—য়ি ওয়া হুওয়াছ সামীউ'ল্ আ'লীম।

অর্থ ঃ "ঐ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি, যাহার নামের সঙ্গে কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না, যমীন ও আসমানের কোথায়ও না এবং তিনি সমস্তই শ্রবণ করেন ও জানেন।

উপকারিতা ঃ যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পরে এই দোয়া' তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আকস্মিক মুছীবত হইতে রক্ষা করিবেন।

অতঃপর সূরা হাশরের এই তিন আয়াত পাঠ করিবে ঃ

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ـ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আ'-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি হুওয়ার্ রহমানুর রহীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আল্ মালিকুল্ কুদ্দু-সুস, সালামুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ আ'যী-যুল্ জব্বারুল্ মুতাকাব্বির। সুব্‌হানাল্লাহি আ'ম্মা ইয়ুশ্‌রিকূ-ন। হুওয়াল্লাহুল্ খালিকুল্ বা-রিউল মুছাওবিরু লাহুল্ আসমা—উল্‌হুস্‌না— ইয়ুসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া হুওয়াল আ'যী-যুল হাকী-ম।

অর্থ ঃ "তিনি ঐ আল্লাহ্ ; যিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই ; তিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সমস্তই) জানেন। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। তিনি ঐ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই, তিনি সমস্ত শাহান্‌শাহ্, তিনি পবিত্র শান্তি দাতা, বিপদ দানকারী এবং তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী, সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী এবং সর্বোপরি, মুশরিকদের অংশীদারী হইতে পবিত্র। সেই আল্লাহই সকলের সৃজনকারী, (সকল বস্তুর) অস্তিত্ব প্রদানকারী, ও আকৃতি দানকারী। তাঁহার জন্যই রহিয়াছে উত্তম নাম সমূহ, সমস্ত আসমানে এবং যমীনে যাহা কিছু আছে সকলেই তাহার পবিত্রতা প্রকাশ করে এবং তিনি সকলের উপরে জয়ী ও হেকমতদার।

উপকারিতা ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া' সকালে পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন, যাহারা তাহার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেই দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া' পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন, যাহারা, তাহার জন্য ফজর পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকে, আর যদি সে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে, তবে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি ইহার বরকতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাবতীয় বিপদাপদ ও অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে মাহফুজ থাকিবে। এবং যে ব্যক্তি ইহা সন্ধ্যায় পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত নিরাপদে শান্তিতে থাকিবে।**আয়াতুল কুরসী**

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَاتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যুম, লা- তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লা নাওম্। লাহূ মা ফিচ্ছামা-ওয়াতি ওয়ামা-ফিল্আরদ্বি। মাং যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদী-হিম্ ওয়া মা- খাল্ফাহুম; ওয়া লা- ইয়ুহী-তূ-না বিশাইয়িম্ মিন্ ই'লমিহী- ইল্লা- বিমা- শা-য়া ওয়াসিয়া' কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া লা- ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুওয়াল্ আ'লিয়্যুল আ'যী-ম।

অর্থ ঃ "আল্লাহ, ঐ পবিত্র সত্তা যিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই। তিনি চির জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত। তাহাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারই জন্য একচ্ছত্র মালিকানা স্বত্ব ঐ সমস্ত বস্তুর যাহাকিছু সমস্ত আসমান ও যমীনের মধ্যে রহিয়াছে। এমন কে আছে যে, তাঁহার নিকট বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করিতে সক্ষম ? তিনি (মানুষের) অগ্র-পশ্চাতের সবকিছু জানেন। এবং তাহারা (মানুষেরা) তাঁহার জ্ঞানের কিছুই নিজেদের জ্ঞানের মধ্যে আনিতে সক্ষম নয়, তবে তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন। এবং তাঁহার কুরসী (সাম্রাজ্য) সমগ্র আসমান ও যমীন ব্যাপিয়া পরিবেষ্টিত। এবং ইহাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তাঁহার কোন বেগ পাইতে হয় না। তিনি অতি মহান ও মহামহীম।"

বিপদ মুক্তির দোয়া

প্রকাশ থাকে যে, উপরে উল্লিখিত দোয়া যেই ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা পাঠ করিবে, তাহার পরে নিম্নের দোয়া'টিও পাঠ করিবে। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা পাঠ কারীর সমস্ত বিপদাপদ দূর করিয়া দিবেন।

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ـ

উচ্চারণ ঃ আম্সাইনা ওয়া আম্সাল্ মুল্কু লিল্লাহি, ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ; আউ'যু বিল্লাহিল্লাযী ইয়ুম্সিকুস্ সামা-য়া আং তাক্বায়া' আ'লাল্ আরদ্বি ইল্লা বিইযনিহী মিন্ শার্‌রি মা—খলাক্বা ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ।

অর্থ ঃ "আমরা ও আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি জগত(আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর জন্য) সন্ধ্যা করিয়াছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি– যিনি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আসমানকে যমীনের উপর পতিত হওয়া হইতে বিরত রাখিয়াছেন এমনি সমস্ত বস্তুর অনিষ্ট হইতে (আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি) যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন এবং সঠিকভাবে তৈরি করিয়াছেন।"

বিপদাপদ হইতে নাজাতের জন্য সকাল বেলার দোয়া

অন্যান্য দোয়া' সমূহ পড়িবার পরে সকালবেলা এই দোয়া'টি পাঠ করিবে। ইহাতে বহুত ফায়দা নছীব হইবে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يَضْحٰى فِيْهِمَا لِلّٰهِ وَحْدَهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَّ اَوْسَطَهٗ فَلَاحًا وَّ اٰخِرَهٗ نَجَاحًا ـ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আছ্বাহ্না ওয়া আছ্বাহাল্ মুল্কু লিল্লাহি, ওয়াল্ কিব্রিয়াউ ওয়াল্ আজমাতু ওয়াল্ খাল্ক্ ওয়াল আম্রু ওয়াল্লাইলু ওয়ান্নাহারু ওয়া মা-ইয়াদ্হা ফীহিমা লিল্লাহি ওয়াহ্দাহূ। আল্লাহুম্মাজ্আ'ল্ আওয়ালা হাজান্নাহারি ছলাহাওঁ ওয়া আওসাতাহূ ফালাহাওঁ ওয়া আখিরাহূ নাজাহা। আসয়ালুকা খাইরাদ্ দুন্ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি ইয়া আরহামার্ রহিমীন।

অর্থ ঃ "আমরা এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত (আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর জন্য) প্রভাত করিয়াছি। এবং সকল বড়ত্ব ও মহত্ব একমাত্র তাঁহারই জন্য, সৃষ্টি করা এবং উহা পরিচালনা করা একমাত্র তাঁহারই বিশেষ গুণ। দিন-রাত্রি এবং যাহা কিছু এই উভয়ের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করে এই সমস্ত একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! অদ্যকার দিনের প্রথমাংশকে আমার জন্য কল্যাণকর কর এবং মধ্যমাংশকে লাভজনক কর এবং শেষাংশকে সফলতার বিষয় বানাইয়া দাও। হে করুণাময় দয়ালু প্রভূ। আমি তোমার কাছে উভয় জাহানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।"

পাপ মার্জনার দোয়া'

নিম্নলিখিত দোয়া' দিন-রাত্রির মধ্যে ২৫ বার অথবা ২৭ বার পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে সে মাগফিরাত লাভ করিবে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই দোয়া ২৫ বার অথবা ২৭ বার পাঠ করিবে এবং মু'মিন নর, নারীর জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করিবে, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুলকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন, যাহাদের দোয়া'র বরকতে দুনিয়াবাসীকে রুজী প্রদান করা হয়।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল্ মুসলিমীনা ওয়াল্ মুস্‌লিমাতি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার ও সমস্ত মু'মিন নর-নারীগণের এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পাপ মোচন করিয়া দাও।

বাসস্থান হইতে শয়তান দূর করিবার আ'মল

বর্ণিত আছে, যেই গৃহে রাত্রিবেলা সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করা হইবে, সেই গৃহে ঐ রাত্রিতে শয়তান প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না।

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ط وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَنَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا ـ وَ اغْفِرْ لَنَا ـ وَارْحَمْنَآ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মা-ফিচ্ছামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আরদ্বি ; ওয়া ইংতুবদূ মা-ফী-আংফুসিকুম্ আওতুখফূ- হু ইয়ুহাসিবকুম্ বিহিল্লাহ্। ফাইয়াগ্‌ফিরু লিমাইঁয়্যাশা-উ ওয়া ইয়ুআ'জ্জিবু মাইঁয়্যাশা-উ ওয়াল্লাহু আ'লা-কুল্লি শায়ইন্

ক্বাদী-র। আমানার রাসূলু বিমা-উংযিলা ইলাইহি মিররব্বিহী ওয়াল মু'মিনূ-ন। কুল্লুন্ আ-মানা বিল্লাহি ওয়া মালা-য়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা-নুফার্‌রিক বাইনা আহাদিম্ মির রুসুলিহ্। ওয়া ক্বূ-লূ-সামি'না ওয়া আত্বা'না গুফ্‌রা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাছী-র। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফ্‌সান্ ইল্লা উসয়া'হা, লাহা মা-কাসাবাত্ ওয়া আ'লাইহা-মাক্‌তাসাবাত্। রব্বানা-লা-তু আখিজ না-ইন্ নাসী-না আও আখ্‌তা'না রব্বানা ওয়া লা-তাহ্‌মিল্ আ'লাইনা ইছরাং কামা-হামাল্‌তাহূ—আ'লাল্লাযী-না মিং ক্বাবলিনা, রব্বানা ওয়া লা-তুহাম্মিলনা—মা-লা-ত্ব-ক্বাতা লানা-বিহ্। ওয়া'ফু আ'ন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহাম্‌না-আংতা মাওলা-না ফাংছুরনা আ'লাল্ ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

সাইয়্যিদুল ইস্তেগফারের ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই ইস্তেগফার দিবসে অথবা রাত্রিবেলা ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি যদি ঐ দিবসে কিংবা রাত্রিতে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই জন্যই হাদীসে এই ইস্তেগফারকে সায়্যেদুল ইস্তেগফার বা শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার বলা হইয়াছে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ ـ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ـ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ ـ فَاغْفِرْلِىْ ـ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আংতা রব্বী, লা-ইলা-হা ইল্লা আংতা খালাক্বতানী ওয়া আনা আ'বদুকা ওয়া আনা-আ'লা-আ'হদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু আউ'যুবিকা মিন্ শাররি মা'-ছনা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা; ওয়া আবুউ বিযাম্বী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আংতা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! তুমিই আমার প্রতিপালক তুমি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই। তুমিই আমার একমাত্র স্রষ্টা এবং আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার (সহিত কৃত) ওয়াদার উপর সাধ্য অনুযায়ী অটল আছি। আমি আমার সমস্ত কৃত কার্যাদির অনিষ্ট হইতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি এবং আমার প্রতি তোমার দানের সমস্ত নেয়া'মতের স্বীকারোক্তি করিতেছি এবং আমার সমস্ত

পাপেরও স্বীকারোক্তি করিতেছি। অতএব তুমি আমার পাপ মার্জনা কর। যেহেতু তুমি ব্যতীত গুনাহ মার্জনাকারী আর কেহই নাই।"

গুনাহ মাফের আশ্চর্য দোয়া'

বর্ণিত আছে, নিম্নের দোয়াটি যে ব্যক্তি প্রত্যহ দিনে বা রাত্রিতে অথবা সপ্তাহে কিংবা মাসে একবার পাঠ করিবে, যদি সে ব্যক্তি ঐ দিনে বা রাত্রিতে অথবা সপ্তাহে কিংবা ঐ মাসের ভিতরে মৃত্যুবরণ করে তবে নিশ্চয়ই তাহার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۔ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ ; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল্ হামদু ; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

প্রয়োজন পূর্ণ করিবার দোয়া'

বর্ণিত আছে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সালমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিলেন, হে সালমান! দিন রাত্রিতে যখনই সুযোগ পাইবে, তখন এই দোয়া'টি অবশ্যই পাঠ করিবে এবং নিজের প্রয়োজনেরজন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা মিটাইয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ ۔ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَّنَجَاحًا يَّتْبَعُهَا فَلَاحٌ ۔ وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً ۔ وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী—আস্য়ালুকা ছিহ্হাতান্ ফী-ঈমা-নিন্। ওয়া ঈমা-নান্ ফী-হুস্নি খুলুকিওঁ ওয়া নাজাতাইঁ ইয়াত্বাউ'হা—ফালাহুন্। ওয়া রহ্মাতাম্ মিংকা ওয়া আ'ফিয়াত্তওঁ ওয়া মাগ্ফিরাতাওঁ ওয়া মাগ্ফিরাতাম মিংকা ওয়া রিদ্বওয়ানান্।

শয়নকালের দোয়া'

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন—শয়নের পূর্বে অজু না থাকিলে অজু করতঃ শয়ন করিবে। শুইবার পূর্বে যেকোন কাপড় দ্বারা বিছানা তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ। লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শায়ই'ন্ ক্বাদীর। লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি। সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

শয়নের পূর্বে ইস্তিগফার

রাত্রিবেলা শয়নের পূর্বে নিম্নের ইস্তিগ্‌ফার তিনবার পড়িয়া শয়ন করিবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহু তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই ; যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাহার নিকট তওবা করিতেছি।

ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবার দোয়া'

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ ـ وَفَوَضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ ـ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ ـ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ ـ لَامَلْجَاءَ وَلَامَنْجَاءَ مِنْكَ اِلَّااِلَيْكَ ـ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফ্সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজজাহ্তু ওয়াজ্হী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াদ্তু আমরী ইলাইকা। ওয়া আলজা'তু জাহ্রী ইলাইকা রগাবাতাওঁ ওয়া রহবাতীন্ ইলাইকা। লা-মাল্জায়া ওয়া লা-মান্জায়া মিনকা ইল্লা ইলাইকা। আ-মান্তু বিকিতা- বিকাল্লাযী—আংযাল্তা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্তা।

ভাল স্বপ্ন দেখিয়া আল্লাহর শুকুর আদায় করা উচিত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন—যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রার মধ্যে ভাল স্বপ্ন দেখে, তবে উহার জন্য আল্লাহ তা'আলার শুক্র গুজারী করিবে এবং উক্ত স্বপ্ন হিতাকাংখী বন্ধুর নিকট বলিবে। অন্য কাহারো নিকট বলিবে না। (যেহেতু স্বপ্ন শুনিয়া হয়তো সে খারাপ তাবীর করিবে ; কেন না প্রথম তাবীর অনুযায়ী স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করিয়া থাকে।)

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া

বর্ণিত আছে, খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া বাম পার্শে তিনবার থু থু ফেলিবে এবং যেই পার্শ্বে শোয়া ছিলে ঐ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইবে আর এই দোয়া' তিনবার পাঠ করিবে এবং কাহারো নিকট বলিবে না।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشَرِّهٰذِهِ الرُّؤْيَا ـ

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিনাশ্শাইত্বানির্ রাজীমি ওয়া শাররি হাযিহির্ রু'ইয়া।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আ'স (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল তিনি এই দোয়াটি তাঁহার বয়স্ক সন্তানদিগকে শিখাইতেন এবং নাবালেগ সন্তানদের জন্য ইহা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিতেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিং গাদাবিহী ওয়া ই'ক্বা-বিহী ওয়া শার্রি ই'বাদিহী— ওয়ামিন্ হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীনি ওয়া আইঁয়্যাহ্দুরু-ন।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা আমাতানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশু-র।

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে পড়িবার দোয়া'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পরে سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُلِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার পাঠ করিবে এবং নিম্নের দোয়া একবার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হইয়া থাকে।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ। লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র। (এই দোয়া'টি মাগরিব নামাযের পরেও পড়া যায়)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহি) তাসবীহ্ ১০০ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) তাওবাকারী ১০০ বার এবং لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) তাহ্‌লীল ১০০ বার এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহি) তাহ্‌মীদ ১০০ বার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অসংখ্য হইয়া থাকে।

খানা খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্বা'আ'মানা ওয়া সাক্বা-না ওয়া জায়া'লানা মিনাল মুসলিমীন।

দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্বয়ি'ম্ মান্ আত্বয়া'মানী, ওয়াস্‌ক্বি মান্ সাক্বা-নী।

নতুন পোশাক পরিধানকালে দোয়া

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী-কাসানী মা উওয়ারিয়া বিহী আ'ওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী-ফী-হায়াতী।

বর ও কনের জন্য দোয়া'

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ـ

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকাল্লাহু আ'লাইকা ওয়া জামায়া' বাইনাকুমা ফী-খাইরিন্।

মেয়ে ও নতুন জামাতার জন্য দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উয়ী'-যুহা বিকা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতাহা মিনাশ্ শাইত্বানির্ রযীম।

নতুন সওয়ারীতে চড়িবার সময় দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী—আস্‌য়ালুকা খাইরুহা ওয়া খাইরি মা জাবাল্‌তাহা আ'লাইহি ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা-জাবালতাহা আ'লাইহি।

স্ত্রী সহবাসের সময় দোয়া'

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বানা মা-রযাক্বতানা।

বীর্যপাতের সময় মনে মনে এই দোয়া পড়িবে

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তাজয়া'ল লিশ্‌শাইত্বানি ফী-মা রাযাক্বতানী নাছী-বা।

যানবাহনে আরোহনকালে পড়িবার দোয়া'

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালি বূ-ন।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া'

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আ-য়ি বূনা তা-য়িবূ-না আবিদূ-না লিরব্বিনা-হা-মিদূ-ন।

সফরে থাকাবস্থায় পড়িবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اصْبَحْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাছ্ ছ্বাহিবু ফিস্ সাফারি ওয়াল্ খালীফাতু ফিল্ আহ্‌লি ; আল্লাহুম্মাছ্‌বাহ্‌না-ফী সাফারিনা ওয়াখ্‌লুফ্‌না ফী আহলিনা।

নৌকা বা জাহাজে আরোহণের সময় দোয়া'

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ـ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি মাজ্‌রেহা- ওয়া মুর্‌সা-হা-ইন্না রব্বী লাগফূরুর রহীম। ওয়া মা-ক্বাদারুল্লাহা হাক্কা ক্বাদরিহী, ওয়াল্ আরদ্বু জামী-আ'ন ক্বব্‌দাতুহু

ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি ওয়াচ্ছামাওয়া-তু মাত্বিয়্যা-তুম্ বিইয়ামী-নিহী সুব্হা-নাল্লাহি ওয়া তা'আলা আ'ম্মা ইয়ুশ্রিকূ-ন।

সফরে যানবাহন হারাইয়া গেলে আ'মল

যদি সফর অবস্থায় যানবাহন হারাইয়া যায়, তবে এই দোয়া' উচ্চঃ শব্দে পাঠ করিতে থাকিবে, ইনশাআল্লাহ হারানো যানবাহন ফিরিয়া পাইবে। ইহা পরীক্ষিত আমল।

اَعِيْنُوْا يَاعِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আয়ী'নূ ইয়া ইবাদাল্লাহি রহিমাকুমুল্লাহু।

গৃহে প্রবেশের সময় পড়িবার দোয়া'

تَوْبًا تَوْبًا ـ لِرَبِّنَا اَوْبًا ـ لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

উচ্চারণ ঃ তাওবান্, তাওবান্, লিরব্বিনা আওবান্, লা-ইয়ুগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্।

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িবে

বর্ণিত আছে, ইব্নে আবী আ'সেম তাহার লিখিত "কিতাবুদ্দোয়া" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই দোয়া' পড়িলে পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যায়।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّعِبَادِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ হালীমুল্ কারীমু। সুব্হানাল্লাহি রব্বিচ্ছামা ওয়া-তিস্ সাব্য়ি' ওয়া রব্বিল্ আ'রশিল আযীম। আল্হাম্দু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামী-ন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন্ শাররি ই'বাদিকা।

দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদকালে পড়িবার দোয়া'

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যদি আল্লাহর কোন বান্দা বিপদে বা দুশ্চিন্তায় পতিত হইয়া এই দোয়া পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার বিপদ দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং তাহার দুশ্চিন্তা আনন্দের দ্বারা বদল করি

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ ـ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ ـ عَدْلٌ فِىَّ قَضَائُكَ ـ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ ـ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِاسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ـ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'বদুকা ওয়াব্‌নু আ'বদিকা ওয়াব্‌নু আমাতিকা ; নাছিয়াতী বিইয়াদিকা মাদ্বিন্ ফিয়্যা হুকমুকা, আ'দলুন ফিয়্যা ফাদা-উকা আস্‌য়ালুকা বিকুল্লি ইসমিন্ হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আংযালতাহূ ফী কিতাবিকা আও আ'ল্লামতাহূ আহাদাম্ মিন্ খলক্বিকা আবিস্‌তা' ছারাতা বিহী ফী ই'লমিল্ গাইবি ই'নদাকা; আন তাজয়া'লাল্ কুরআনাল আযীমা রাবীয়া' ক্বালবী ওয়া নূরা বাছারী ওয়া জিলা'আ হুয্‌নী ওয়া যাহাবা হাম্মী।

কোন অত্যাচারী হইতে ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া'

এই দোয়া তিনবার পাঠ করিতে হইবে ফুলানিন এর স্থানে যালেমের নাম পড়িতে হইবে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَعَزُّمِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا ـ اَللّٰهُ اَعَزُّمِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ ـ اَعُوْذُبِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ مِنْ شَرِّعَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُوْدِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ـ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّىْ جَارًامِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّجَارُكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আয়া'য্‌যু মিন্ খাল্‌ক্বিহী জামীয়া'ন্। আল্লাহু আয়া'য্‌যু মিম্মা আখাফু ওয়া আহ্‌যারু, আউ'যুবিল্লাহিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ মুম্‌সিকুস্ সামা-য়া আং তাক্বায়া' আ'লাল্ আরদ্বি ইল্লা বিইযনিহী, মিন্ শার্‌রি আ'বদিকা ফুলানিন্ ওয়া জুনুদিহী ওয়া আত্‌বায়ি'হী ওয়া আশ্‌ইয়া-য়িহী মিনাল জিন্নি ওয়াল্ ইন্‌সি. আল্লাহুম্মা কুল্লী জা-রাম্ মিন্ শাররিহিম্ জাল্লা ছানাউকা ওয়া আয্‌যা জা-রুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার দোয়া'

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন্ গদ্বাবিহী ওয়া শার্‌রি ই'বাদিহী-ওয়ামিন হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীনি ওয়া আইয়্যাহ্‌দ্বুরূন।

কোন কাজ দুঃসাধ্য হইলে পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ اِلَّا مَاجَعَلْتَهٗ سَهْلًا ـ وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا اِذَاشِئْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-সাহ্‌লা ইল্লা মা-জায়া'লতাহূ সাহ্‌লান্ ওয়া আংতা তাজ্‌য়া'লুল্ হুয্‌না সাহ্‌লান্ ইযা শি'তা।

দুর্ভিক্ষের সময় পড়িবার দোয়া

যদি দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়া যায় তখন সকলে ক্বেবলামুখী বসিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে। ইনশাআল্লাহ দুর্ভিক্ষ দূর হইয়া যাইবে।

يَارَبِّ يَارَبِّ ـ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ـ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ـ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ـ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া রব্বি, ইয়া রব্বি, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা, আল্লাহুম্মা আগিছ্‌না, আল্লাহুম্মা আগিছ্‌না, আল্লাহুম্মা আগিছ্‌না।

অথবা এই দোয়া' পড়িবে

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ رَّائِثٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা গাইছাম্ মুগীছাম্ মুরীআ'ন নাফিয়ান্ গাইরা যা-রিরিন্ আ'জিলান্ গাইরা আজিলির রা-য়িছিন্।

অথবা এই দোয়া পড়িবে

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زِيْنَتُهَا وَسَكَنَهَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমাস্‌কি ই'বাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়াং শুর রহ্‌মাতাকা ওয়া আহ্‌য়ি বালাদাকাল্ মাইয়্যিতা। আল্লাহুম্মা আংযালা আ'লা আরদিনা যীনাতুহা ওয়া সাকানাহা।

প্রবল বৃষ্টির সময় পড়িবার দোয়া'

অতিরিক্ত বৃষ্টি হইতে থাকিলে এবং উহাতে ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে এই দোয়া পাঠ করিবে। ইনশাআল্লাহ অতি বৃষ্টি কমিয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا ـ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়া লা-আ'লাইনা; আল্লাহুম্মা আ'লাল্ আ-কামি ওয়াল আ-জামি ওয়ায্‌যিরাবি ওয়াল্ আওদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ্ শাজারি।

প্রবল ঝড়-তুফানের সময় পড়িবার দোয়া

যে সময় প্রবল ঝড় তুফান হইতে থাকে, তখন উহার দিকে মুখ করিয়া নামাযের কায়দায় দুইজানু হইয়া বসিয়া হাটুর উপর হাত রাখিয়া এই দোয়া' পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَافِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খাইরহা- ওয়া খাইরা মা-উরসিলাত্‌বিহী-। ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা-ফী-হা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।

নতুন চাঁদ দেখিয়া পড়িবার দোয়া

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهٰذَاالْغَاسِقِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিং শাররি হাজাল্ গাসিক্বি।

ক্বদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّتُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুওবুন তুহিববুল্ আ'ফ্ওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহম্মা আন্তা হাস্সান্তা খাল্ক্বী ফাহাস্সিন্ খুলুক্বী।

মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সালামের জওয়াব দেওয়া

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাইকুমুস্ সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

হাঁচির দোয়া

কেহ হাঁচি দিলে বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহি)

হাঁচি শুনিয়া বলিবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহু)

মাল-সম্পদ বর্ধিত হইবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন আ'বদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া আ'লাল্ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল্ মুসলিমীনা ওয়াল্ মুস্লিমাতি।

ঋণ পরিশোধের দোয়া'

কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়া আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলে এই দোয়া' পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তা'আলা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহালা-লিকা আ'ন্ হারামিকা ওয়াআগ্‌নিনী বিফাদ্‌লিকা আ'ম্মান্ সিওয়াকা।

ক্রোধ সংবরণ করিবার দোয়া'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি কাহারো শরীরে অতিরিক্ত ক্রোধ আসিয়া যায়, তখন নিম্নের তায়া'উজ পাঠ করিলে, তাহার ক্রোধ দমন হইয়া যাইবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রযীম।

বাজারে যাইবার সময় পড়িবার দোয়া'

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ـ وَهُوَ حَىٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ـ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহু; লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়্যুল্লাইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

নতুন ফসল দেখিয়া পড়িবার দোয়া'

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا ـ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا ـ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী ছামারিনা ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, ওয়া বারিক লানা ফী ছ্বায়ি'না; ওয়া বারিক লানা ফী-মুদ্দিনা।

রোগাক্রান্ত দেখিলেপড়িবার দোয়া'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ ـ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ـ

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আ'ফানী মিম্মাব্ তালাকা বিহী; ওয়া ফাদ্দালানী আ'লা কাছীরিম্ মিম্মান খলাক্বা তাফ্‌দ্বী-লা।

ইন্তেকালের পূর্বে পড়িবার দোয়া'

মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া পড়িতে থাকিবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَ اَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়াল্‌হিক্বনী বির্‌রফীক্বিল্ আ'লা।

মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য দোয়া'

সম্ভব হইলে মৃত্যুপথ যাত্রী নিজে কিংবা অন্যেরা এই দোয়া' পড়িতে থাকিবে— اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়ি'ন্নী আ'লা গামারাতিল্ মাওতি ওয়া সাকারাতিল্ মাওতি।

অভিশপ্ত শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দোয়া'

নিচের দোয়া' সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, এই দোয়া সকালবেলা পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ـ

উচ্চারণ ঃ রাদ্বী-না বিল্লাহি রব্বাওঁ ওয়া বিল্ ইস্‌লামি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যান্।

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলাকে নিজেদের প্রভু এবং ইসলামকে নিজেদের দ্বীন (ধর্ম) এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে নিজেদের নবীরূপে মানিয়া লইলাম। এবং ইহার উপর রাজী ও সন্তুষ্ট হইলাম।

বিপদ মুক্তির একটি পরিক্ষিত দোয়া'

বর্ণিত আছে, বিপদ দেখা দিলে, তখন সিজদায় যাইয়া নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের যুদ্ধের সময় এই দোয়া' সিজদার মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন। এবং এই দোয়া'র বরকতে আল্লাহপাক তাঁহাকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন।

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ اَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া "ক্বাইয়্যূমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছু ; আছলিহ্ লী-শা'নী কুল্লাহূ ওয়ালা-তাকিলনী-ইলা-নাফসী-ত্বারফাতা আ'ইনিন্।

অর্থ ঃ "হে চির জীবন্ত! হে চির প্রতিষ্ঠিত! তোমার রহমতের ভিক্ষা চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার সকল অবস্থাকে ঠিক করিয়া দাও এবং সংশোধন করিয়া দাও। এবং মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নফসের নিকট সোপর্দ করিও না।"

বেহেশত লাভের দোয়া

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ফজর কিংবা মাগরিব নামাযের পরে এই দোয়া'টি পাঠ করিবে, অতঃপর যে ব্যক্তি ঐ দিবসে অথবা রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করিল, নিশ্চয়ই সে বেহেশত লাভ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আংতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্তানী ওয়া আনা-আ'বদুকা ওয়া আনা আ'লা আ'হ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মা-সতাত্বা'তু আউ'যুবিকা মিন্ শাররি মা-ছ্না'তু আবু-উ বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্বী ফাগ্ফির লী- ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূ-বা ইল্লা আন্তা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই, তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা এবং আমি তোমার বান্দা এবং আমি তোমার সহিত কৃত

অঙ্গীকারের প্রতি যথাসম্ভব অটল রহিয়াছি। আমি আমার সকল কৃত কু-কার্য্যের অনিষ্ট হইতে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তোমার দানকৃত সকল নেয়া'মতের আমি স্বীকারোক্তি করিতেছি এবং নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তিও করিতেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। যেহেতু তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমা করিবার কেহ নাই।"

দুনিয়া এবং আখেরাতে নাজাত প্রাপ্তির দোয়া

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—যে ব্যক্তি এই দোয়া ফজরে ও মাগরিবে ৭ বার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত দুশ্চিন্তা হইতে নাজাত দান করিবেন।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ ـ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ـ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাসবিয়া'ল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া আ'লাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুওয়া রব্বুল আ'রশিল্ আ'যী-ম।

অর্থ ঃ "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই এবং তাহার উপরই আমি ভরসা করিয়াছি; এবং তিনিই একমাত্র মহান আ'রশের মালিক।"

গুনাহ্ মাফ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া' সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার আ'মল নামায় ১০০ নেকী লিখিবেন, এবং ১০০ বদী মিটাইয়া দিবেন আর একটি গোলাম আযাদ করিবার পূণ্য লাভ করিবে। আর উক্ত দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ ; লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ; ওয়া হুওয়া আ'লা-কুল্লি শায়ই'ন্ ক্বাদী-র।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই, তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই ; সমস্ত রাজত্ব তাহারই জন্য এবং তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান।"

দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই দোয়া পাঠ করিলে, ২০ লক্ষ নেকী পাওয়া যাইবে।

ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, এই দোয়া' রীতিমত পাঠ করিলে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হইবার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করিয়া দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّـىْ اَعُـوْذُبِـكَ مِـنَ الْـهَـمِّ وَالْـحُـزْنِ ـ وَاَعُـوْذُبِـكَ مِـنَ الْعَـجْـزِ وَالْـكَـسَـلِ ـ وَاَعُـوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُـخْلِ وَ اَعُـوْذُبِـكَ مِـنْ غَـلَبَةِ الدَّيْـنِ وَقَـهْـرِ الرِّجَالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল হুয্নি ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল্ আ'জ্যি ওয়াল্ কাসালি, ওয়া আউযুবিকা মিলাল জুবনি ওয়াল বুখ্লি ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া কাহ্রির রিজা-লি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি সর্ব প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি ; এবং অক্ষমতা ও অলসতা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি ; এবং কাপুরুষতা ও বখিলী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (ইহা হইতে আমাকে রক্ষা কর)

বিশ লাখ নেকীর দোয়া

لَا اِلٰـهَ اِلَّاللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَـرِيْكَ لَـهٗ اَحَـدًا صَمَدًا لَّـمْ يَلِـدْ وَلَـمْ يُـوْلَدْ وَلَـمْ يَـكُـنْ لَّـهٗ كُـفُـوًا اَحَـدٌ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা-লাহু আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ও তাৎপর্য

❑ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, সূরা ইয়াসীন নিয়মিত পাঠকারীর জন্য বেহেশতের ৮টি দরজাই মুক্ত থাকিবে।

❑ নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সূরা ইয়াসীন রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পাঠ করিলে সম্পূর্ণ বে-গুনাহ্ অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিতে পারিবে।

❑ সূরা ইয়াসীন পাঠকারীকে এই সূরা-ই কেয়ামতে তাহার সুপারিশ করিবে।

❑ হাদীসে বর্ণিত আছে, সমস্ত কুরআন শরীফ খতম করিলে যে পূণ্য লাভ হয়, সূরা ইয়াসীন একবার পাঠ করিলে তদ্রুপ পূণ্য লাভ হয়।

❑ হযরত নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যত অভাবগ্রস্ত হউক না কেন, এই সূরা প্রত্যহ সূর্যোদয়কালে পাঠ করিলে ধনসম্পদের অধিকারী হইবে

❑ মনে কোন কামনা থাকিলে এই সূরা পাঠ করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

❑ রুগ্ন ব্যক্তির গলায় এই সূরা লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ রোগ মুক্ত হইবে।

❑ গোরস্থানে বসিয়া এই সূরা পাঠ করিলে কবরের সমস্ত শাস্তি মওকুফ হইবে।

❑ এই সূরা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে ভুত-প্রেত জ্বীন, দৈত্যের ও নানাবিধ রোগাক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

❑ উম্মাদ অথবা জ্বীনগ্রস্ত রোগীর শরীরে এই সূরা পাঠ করিয়া ফুঁক দিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ রোগ মুক্ত হইবে।

❑ কোন কাজ দুঃসাধ্য হইয়া গেলে এই সূরা পাঠ করিলে উহা দ্রুত সমাধান হইয়া যায়।

❑ মৃত্যু-পথ যাত্রীর জন্য এই সূরা পাঠ করিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব হয়।

❑ হাদীস শরীফে এই সূরাটিকে কোরআনের রূহ বলা হইয়াছে।

সূরা ইয়াসীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ
مُّقْمَحُوْنَ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ۔ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ
بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ع
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ اِذْ
اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ
مُّرْسَلُوْنَ۔ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ
شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ
وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۔ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ
مَّعَكُمْ ۔ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۔ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا
الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ اتَّبِعُوْا مَنْ

لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ وَمَالِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ
لَّاتُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ - اِنِّىْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنَ ۞ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۞ قَالَ
يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ۞ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ
وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَاكُنَّا
مُنْزِلِيْنَ - اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ خَامِدُوْنَ - يٰحَسْرَةً
عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَايَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ - اَلَمْ
يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُوْنَ وَاِنْ كُلٌّ
لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا
وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ - وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ
وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۞ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۞ وَمَا
عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۞ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ- سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ - وَاٰيَةٌ لَّهُمُ
الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ
لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۞ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ
حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۞ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ - وَاٰيَةٌ
لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ

مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْقَذُوْنَ ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا
مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ
اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ
اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ
لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً
تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ
يَرْجِعُوْنَ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ
يَنْسِلُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا
وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا
هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ
فٰكِهُوْنَ ۝ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ۝ لَهُمْ
فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۝ سَلٰمٌ ۝ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ
لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۭ هٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۭ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا
تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا

كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۔ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۔ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى
اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ وَلَوْنَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ
عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۞ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ
نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۔ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ وَمَاعَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ۔
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ
اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۔ وَذَلَّلّٰنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا
يَاْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۔ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ
وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۔ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ
اِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۔ اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ
نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ ۔
قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ۔ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ
مَرَّةٍ ۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ نِ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ
الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۔ اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۔ بَلٰى ۙ وَهُوَ الْخَلّٰقُ
الْعَلِيْمُ ۔ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔
فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ইয়াসীন

উচ্চারণ ঃ (১) ইয়াসীন (২) ওয়াল কুরআনিল হাকীম্ (৩) ইন্নাকা লামিনাল্ মুরছালীন (৪) আ'লা ছিরাত্বিম্ মুস্তাক্বীম্ (৫) তানযীলাল্ আযীযির্ রহীম্ (৬) লিতুংযিরা ক্বাওমাম্ মা উংযিরা আবাউহুম ফাহুম্ গাফিলূন (৭) লাক্বাদ্ হাক্কাল ক্বাওলু আ'লা আক্ছারিহিম্ ফাহুম লা ইউ'মিনূন (৮) ইন্না জাআ'লনা ফী আ'নাক্বিহিম্ আগ্লালান্ ফাহিয়া ইলাল আযক্বানি ফাহুম্ মুক্বমাহূন (৯) ওয়া জাআ'লনা মিম্ বাইনি আইদীহিম্ ছাদ্দাওঁ ওয়ামিন্ খাল্ফিহিম্ সদ্দাং ফাআগ্শাইনাহুম্ ফাহুম্ লা-ইয়ুব্ছিরূন (১০) ওয়া ছাওয়াউন্ আলাইহিম্ আয়াংযারতাহুম আম্ লাম্ তুনযিরহুম লা-ইয়ু'মিনূন (১১) ইন্নামা তুংযিরু মানিত্তাবাআ'য্ যিক্রা ওয়া খাশিয়ার রহ্মানা বিল্ গাইবি, ফাবাশ্শিরহু বিমাগ্ফিরাতিওঁ ওয়া আজ্রিন্ কারীম (১২) ইন্না নাহ্নু নূহ্য়িল মাওতা ওয়া নাক্তুবু মা ক্বাদ্দামূ ওয়া আছারাহুম, ওয়া কুল্লা শাইয়ি'ন্ আহ্ছাইনাহু ফী ইমামিম্ মুবীন (১৩) ওয়াদ্বরিব্ লাহুম মাছালান্ আছ্হাবাল্ ক্বারইয়াহ্, ইয্ জাআ'হাল্ মুরছালূন। (১৪) ইয্ আর্ছাল্না ইলাইহিমুছ্ নাইনি ফাকায্যাবূ হুমা ফাআ'য্যায্না বিছালিছিন্ ফাক্বালূ ইন্না ইলাইকুম্ মুরছালূন্ (১৫) ক্বালূ মা আংতুম্ ইল্লা বাশারুম্ মিছ্লুনা, ওয়ামা আংযালার্ রহমানু মিন্ শাইয়িন্ ইন্ আংতুম্ ইল্লা তাক্যিবূন্ (১৬) ক্বালূ রাব্বুনা ইয়াআ'লামু ইন্না ইলাইকুম্ লামুর্ছালূন্ (১৭) ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল্ বালাগুল্ মুবীন (১৮) ক্বালু ইন্না তাত্বইয়্যারনা বিকুম, লাইল্লাম্ তান্তাহু লানারজুমান্নাকুমওয়া লাইয়ামাচ্ছান্নাকুম্ মিন্না আযাবুন্ আলীম (১৯) ক্বালূ ত্বায়িরুকুম্ মাআ'কুম, আ'ইন্ যুক্কিরতুম, বাল্ আংতুম্ ক্বাওমুম্ মুস্রিফূন্ (২০) ওয়া জা-আ মিন আক্ছাল মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াছ্আ' ক্বালা ইয়া ক্বাওমিত্তাবিউ'ল মুরছালীন (২১) ইত্তাবিউ'মাল্লা ইয়াস্ আলুকুম্ আজরাওঁ ওয়াহুম্ মুহ্তাদূন্ (২২) ওয়া মা-লিয়া লা-আ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুরজাউ'ন্ (২৩) আ'আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী আলিহাতান্ ইয়ুঁরিদ্নির রহ্মানু বিদুর্রিল্ লা-তুগনি আ'ন্নী শাফাআ'তুহুম শাইয়া'ওঁ ওয়ালা ইয়ুংক্বিযূন্ (২৪) ইন্নী ইযাল্ লাফী দ্বালালিম্ মুবীন্ (২৫) ইন্নী আমাংতু বিরাব্বিকুম ফাছমাঊ'ন্ (২৬) ক্বীলাদ্ খুলিল জান্নাতা, ক্বালা ইয়া লাইতা

ক্বাওমীইঁ ইআ'লামূন্ (২৭) বিমা গফারালী রব্বী ওয়া জাআ'লানী মিনাল মুকরামীন্ (২৮) ওয়া মা-আংযাল্না আলা ক্বাওমিহী মীম্ বা'দিহী মিং জুংদিম্ মিনাছ্ ছামায়ি ওয়ামা কুন্না মুংযিলীন্ (২৯) ইন্ কানাত্ ইল্লা ছইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্ ফাইযাহুম্ খামিদূন্ (৩০) ইয়া হাস্রাতান্ আ'লাল ই'বাদ্, মা ইয়া'তীহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা কানূ বিহী ইয়াছ্তাহ্ঝিউ'ন্ (৩১) আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না ক্বাব্লাহুম্ মিনাল ক্বুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা ইয়ার্জিউ'ন্ (৩২) ওয়া ইন্ কুল্লুল্ লাম্মা জামীউ'ল্ লাদাইনা মুহ্দারূন্ (৩৩) ওয়া আয়াতুল্ লাহুমুল আরদুল্ মাইতাতু, আহ্ইয়াইনাহা ওয়া আখ্রাজ্না মিন্হা হাব্বাং ফামিন্হু ইয়া'কুলূন্ (৩৪) ওয়া জাআ'ল্না ফীহা জান্নাতিম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া আ'নাবিওঁ ওয়া ফাজ্জারনা ফীহা মিনাল উ'য়ূন (৩৫) লিইয়া'কুলূ মিন্ ছামারিহী, ওয়ামা আ'মিলাতহু আইদীহিম, আফালা ইয়াশ্কুরূন (৩৬) সুব্হানাল্লাযী খালাকাল আয্ওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বিতুল্ আরদু ওয়া মিন্ আংফুছিহিম্ ওয়া মিম্মা লা-ইয়া'লামূন্ (৩৭) ওয়া আয়াতুল্ লাহুমুল্ লাইলু, নাছ্লাখু মিনহুন্ নাহারা ফাইযাহুম্ মুয্লিমূন্ (৩৮) ওয়াশ্ শাম্ছু তাজ্রী লিমুছতাক্বার্রিল্লাহা, যালিকা তাক্বদীরুল্ আঝীঝিল্ আ'লীম্ (৩৯) ওয়াল ক্বমারা ক্বদ্দারনাহু মানাঝিলা হাত্তা আ'দা কাল্ উ'র্জূনিল ক্বাদীম্ (৪০) লাশ শাম্ছু ইয়াম্বাগী লাহা আং তুদ্রিকাল্ ক্বামারা ওয়ালাল্লাইলু ছাবিকুন্ নাহারা, ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিইঁ ইয়াছবাহুন (৪১) ওয়া আ-ইয়াতুল্ লাহুম্ আন্না হামাল্না যুররিই য়্যাতাহুম ফিল্ ফুলকিল্ মাশ্হূন্ (৪২) ওয়া খলাক্না লাহুম্ মিম্ মিছ্লিহী মা ইয়ারকাবুন্ (৪৩) ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্রিক্বুহুম্ ফালা ছারীখা লাহুম ওয়ালাহুম ইয়ুংক্বীযুন্ (৪৪) ইল্লা রহমাতাম্ মিন্না ওয়া মাতাআ'ন্ ইলাহীন্ (৪৫) ওয়া ইযা ক্বীলা লাহুমুত্ তাকু মা বাইনা আইদীকুম্ ওয়ামা খাল্ফাকুম্ লাআ'ল্লাকুম্ তুর্হামূন্ (৪৬) ওয়া মা- তা'তীহিম্ মিন্ আয়াতিম্ মিন্ আয়াতি রব্বিহিম ইল্লা কানূ আ'নহা মু'রিদ্বীন্ (৪৭) ওয়া ইযা ক্বীলা লাহুম্ আংফিক্বু মিম্মা রাঝাক্বাকুমুল্লাহু, ক্বলাল লাযীনা, কাফারু লিল্লাযীনা আমানূ আনুত্বই'মু মাল্ লাও ইয়াশাউল্লাহু আত্বাআ'মাহ্, ইন্ আংতুম্ ইল্লা ফী দ্বালালিম্ মুবীন (৪৮) ওয়া ইয়াকুলূনা মাতা হাযাল ওয়া'দু ইং কুংতুম্ ছাদিক্বীন্। (৪৯) মা ইয়ানযুরূনা ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতাং তা'খুযুহুম্ ওয়া হুম্ ইয়াখিচ্ছিমূন্ (৫০) ফালা ইয়াছ্তাত্বিউ'না তাওছিয়াতাওঁ ওয়ালা ইলা আহ্লিহিম্ ইয়ার্জিউ'ন্

(৫১) ওয়া নুফিখা ফীচ্ছুরি ফাইযাহুম্ মিনাল আজ্দাছি ইলা রব্বিহিম্ ইয়াংছিলূন্ (৫২) ক্বলূ ইয়া ওয়াইলানা মাম্ বাআ'ছানা মিন্ মার্ক্বাদিনা' হাযা মা ওয়া'দার্ রহ্মানু ওয়া ছাদাক্বাল্ মুর্ছালূন্ (৫৩) ইং কানাত্ ইল্লা ছাইহাতাঁওয়াহিদাতাং ফাইযাহুম্ জামীউ'ল লাদাইনা মুহ্দ্বারূন্ (৫৪) ফাল্ইয়াওমা লা তুয্লামু নাফ্সুং শাইয়াওঁ ওয়ালা তুজ্ঝাওনা-ইল্লা-মা-কুংতুম্ তা'মালূন্ (৫৫) ইন্না আছ্হাবাল্ জান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিন্ ফাকিহুন্ (৫৬) হুম্ ওয়া আঝ্ওয়া-জুহুম্ ফী যিলালিন্ আ'লাল্ আরায়ি'কি মুত্তাকিঊন্ (৫৭) লাহুম্ ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ালাহুম্ মা ইয়াদ্দাউ'ন্ (৫৮) সালামুন্, ক্বাওলাম্ মির্ রব্বির্ রহীম্ (৫৯) ওয়াম্তাঝুল্ ইয়াওমা আইয়্যুহাল্ মুজ্রিমূন্ (৬০) আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম ইয়া-বানী-আদামা আল্লা তা'বুদূশ্ শাইত্বানা, ইন্নাহু লাকুম্ আদুওয়ুম্ মুবীন্ (৬১) ওয়া আনি' বুদূনী, হাযা ছিরাতুম্ মুস্তাক্বীম্ (৬২) ওয়ালাক্বদ্ আদ্বাল্লা মিংকুম্ জিবিল্লান্ কাছীরা, আফালাম্ তাকুনূ তা'ক্বিলূন্ (৬৩) হাযিহী জাহান্নামুল্লাতী কুংতুম্ তূআ'দূন্ (৬৪) ইছ্লাও হাল্ ইয়াওমা বিমা কুংতুম্ তাক্ফুরূন (৬৫) আল্ইয়াওমা নাখ্তিমু আ'লা আফ্ওয়াহিহিম্ ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদীহিম্ ওয়া তাশ্হাদু আরজুলুহুম্ বিমা কানূ ইয়াক্ছিবূন্ (৬৬) ওয়া লাও নাশাউ, লাত্বামাছ্না আ'লা আ'ইউনিহিম্ ফাস্তাবাকুছ্ ছিরাত্বা ফাআ'ন্না ইয়ূবছিরূন্ (৬৭) ওয়ালাও নাশাউ লামাসাখ্নাহুম্ আ'লা মাকানাতিহিম্ ফামাস্ তাত্বাউ' মুদ্বিয়্যাওঁ ওয়ালা ইয়ার্জিউ'ন (৬৮) ওয়ামান্ নুআ'ম্মিরহু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খাল্ক্বি, আফালা ইআ'ক্বিলূন্ (৬৯) ওয়ামা আল্লাম্নাহুশ্ শি'রা ওয়া মা-ইয়াম্বাগী লাহু, ইন্ হুওয়া ইল্লা যিক্রুওঁ ওয়া ক্বুরআনুম্ মুবীন (৭০) লিইয়ুংযিরা মাং কানা হাইয়্যাওঁ ওয়া ইয়াহিক্কাল্ ক্বাওলু আলাল্ কাফিরীন্ (৭১) আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না খালাক্না লাহুম্ মিম্মা আ'মিলাত্ আইদীনা আন্আ'মাং ফাহুম্ লাহা মালিকূন (৭২) ওয়াযাল্লাল্নাহা লাহুম্ ফামিন্হা রাকূবুহুম্ ওয়া মিন্হা ইয়া'কুলূন্ (৭৩) ওয়া লাহুম্ ফীহা মানাফিউ' ওয়া মাশারিবু আফালা ইয়াশ্কুরূন্ (৭৪) ওয়াত্তাখাযূ মিং দূনিল্লাহি আলিহাতাল লাআ'ল্লাহুম্ ইউংছারূন (৭৫) লা ইয়াস্তাত্বীউ'না নাছ্রাহুম্ ওয়া হুম লাহুম্ জুংদুম্ মুহ্দ্বারূন্ (৭৬) ফালা ইয়াহ্যুনকা ক্বাওলুহুম্, ইন্না না'লামু মা ইউসিররূনা ওয়ামা ইউ'লিনূন্ (৭৭) আওয়া লাম্ ইয়ারাল্ ইন্সানু আন্না খালাক্নাহু মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা হুয়া খাছীমুম্ মুবীন্ (৭৮) ওয়া

দ্বারাবা লানা মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খাল্‌ক্বাহূ, ক্বুলা মাইয়্যুঁহ্‌য়িল্ ই'যামা ওয়া হিয়া রামীম্ (৭৯) ক্বুল ইয়ুহ্ ঈহাল্লাযী আংশাআহা আউওয়ালা মার্‌রাহ, ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খাল্‌ক্বিন্ আ'লীমু (৮০) নিল্লাযী জাআ'লা লাকুম্ মিনাশ্ শাজারিল্ আখ্‌দ্বারি নারাং ফাইযা-আংতুম্ মিনহু তূক্বিদূন (৮১) আওয়া লাইছাল্ লাযী খালাক্বাছ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বা বিক্বাদিরিন্ আ'লা আইঁ ইয়াখ্‌লুক্বা মিছ্‌লাহুম্, বালা, ওয়া হুওয়াল্ খাল্লাকূল্ আ'লীম (৮২) ইন্নামা আম্‌রুহূ ইযা আরাদা শাইয়ান্ আইঁয়্যাকূলা লাহূ কুং ফাইয়াকূন্ (৮৩) ফাছুব্‌হানাল্লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়ি'ওঁ ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন্।

সূরা আর-রহমানের ফযীলত

❑ যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে, স্থির মনে এই সূরা পাঠ করিবে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন তাহাকে দুনিয়ার বালা-মুসিবত ও দোযখের অগ্নি হইতে নিরাপদে রাখিবেন।

❑ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সূর্যোদয়কালে সূরা আর-রহমান পাঠ করিবে এবং প্রত্যেক "ফাবি আয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান' পাঠ করিবার সময়ে সূর্যের দিকে আঙ্গুল দ্বারা সংকেত করিবে তাহার কাছে সমস্ত মানব বাধ্য ও অনুগত থাকিবে।

❑ যে ব্যক্তি এই সূরা প্রত্যহ পাঠ করে এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিবে, সে নিঃসন্দেহে কবর আজাব হইতে রেহাই পাইবে।

❑ এই সূরা পাঠ করিয়া চক্ষু রোগী বা প্লীহা রোগীকে ফুঁক দিলে রোগ নিরাময় হইবে।

❑ রোগীর গলায় এই সূরা লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে রোগী আরোগ্য হয়।

❑ এই সূরা ১১ বার পাঠ করিলে সকল আশা পূর্ণ হইবে।

❑ এই সূরা যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করিবে, তাহার চেহারা উজ্জল হইবে এবং সে বেহেশতবাসী হইবে।

❑ এই সূরা প্রত্যহ পাঠ করিলে রিয্‌ক বৃদ্ধি হইবে।

সূরা আর-রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۔
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۖ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۔ وَالسَّمَآءَ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۔ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ فِيْهَا
فَاكِهَةٌ ۖ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۔ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ وَخَلَقَ
الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا
الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالدِّهَانِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ
اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ
بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۙ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
حَمِيْمٍ اٰنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
جَنَّتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ مُتَّكِـِٕيْنَ
عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۭ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ
وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا
الْاِحْسَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ
فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِمَا
فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ
حِسَانٌ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ـ
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ
حِسَانٍ ـ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ
وَالْاِكْرَامِ ع

বাংলা উচ্চারণ ঃ (১) আর্‌রাহ্‌মানু (২) আ'ল্লামাল্ ক্বুরআনা (৩) খালাক্বাল ইন্‌সানা (৪) আল্লামাহুল বায়ান (৫) আশ্‌শামসু ওয়াল ক্বামারু বিহুসবানিওঁ (৬) ওয়ান্নাজমু ওয়াশ্-শাজারু ইয়াসজুদান (৭) ওয়াস্ সামাআ' রাফাআ'হা ওয়া ওয়াদ্বাআ'ল মীযান (৮) আল্লা তাত্বগাও ফিল মীযান (৯) ওয়া আক্বীমুল্ ওয়াঝ্‌না বিলক্বিসত্বি ওয়ালা তুখ্‌ছিরুল্ মীযান (১০) ওয়াল আরদ্বা ওয়াদ্বাআ'হালিল্ আনাম (১১) ফী-হাফা কিহাতুওঁ ওয়ান্নাখ্‌লু যাতুল্ আকমাম (১২) ওয়াল হাব্বু যুল আ'ছফি ওয়ার রায়হান (১৩) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (১৪) খালাক্বাল ইন্‌সানা মিং সালসালিন্ কাল্ ফাখ্‌খার (১৫) ওয়া খালাক্বাল জা-ন্না মিম্ মারিজিম্ মিন্ নার (১৬) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (১৭) রব্বুল মাশ্‌রিক্বাইনি ওয়া রব্বুল মাগরিবাইন (১৮) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (১৯) মারাজাল বাহ্‌রাইনি ইয়ালতাক্বিয়ানি (২০) বাইনাহুমা বারঝাখুল্ লা ইয়াবগিয়ান (২১) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (২২) য়াখ্‌রুজু মিনহুমাল্-লু'লুউ' ওয়ালমারজান (২৩) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (২৪) ওয়া লাহুল্ জাওয়ারিল্ মুন্‌শাআতু ফীল বাহ্‌রি কাল্ আ'লাম (২৫) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (২৬) কুল্লুমান্ আ'লাইহা ফানিওঁ (২৭) ওয়া ইয়াবক্বা ওয়াজহু রব্বিকা যুল্ জালালি ওয়াল ইক্‌রাম (২৮) ফাবিআইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (২৯) ইয়াসআলুহূ মান ফিচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি কুল্লা ইয়াওমিন্ হুওয়া ফী শান্ (৩০) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান (৩১) সানাফ্‌রুগু লাকুম্ আইয়ুহাছ্ ছাক্বালান (৩২) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। (৩৩) ইয়ামা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইংসি ইনিস্তাত্বা' তুম আং তান্‌ফুযূ মিন আক্বত্বারিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ফাংফুযূ, লাতাং-ফুযূনা

ইল্লা বিসুলত্বানি (৩৪) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৩৫) ইয়ুরছালু আ'লাইকুমা শুয়াযুম্ মিন্নারিওঁ ওয়া নুহাসুন্ ফালা তান্তাছিরান (৩৬) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৩৭) ফাইযান্ শাক্কাতিস্ সামাউ' ফাকানাত ওয়ারদাতান্ কাদ্দিহান (৩৮) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৩৯) ফাইয়াওমাইযিল্ লায়ুস্আলু আ'ং যাম্বিহী ইন্সুওঁ ওয়ালা জা-ন্ন (৪০) ফাবি আইয়্যি আলাই- রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৪১) ইউ'রাফুল মুজরিমূনা বিসীমাহুম ফায়ুখাযু বিন্নাওয়াসী ওয়াল্ আক্বদাম (৪২) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৪৩) হাযিহী জাহান্নামুল্লাতী ইয়ুকাজ্জিবু বিহাল্ মুজরিমূন (৪৪) ইয়াত্বুফূনা বাইনাহা ওয়া বাইনা হামীমিন্ আন্ (৪৫) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান (৪৬) ওয়ালিমান্ খাফা মাক্বামা রব্বিহী জান্নাতান (৪৭) ফাবিআইয়্য আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৪৮) যাওয়াতা আফনান (৪৯) ফাবিআইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৫০) ফীহিমা আ'ইনানি তাজরিয়ান (৫১) ফাবিআইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৫২)ফীহিমা মিন্কুল্লি ফাকিহাতিং ঝাওজান (৫৩) ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৫৪) মুত্তাকিঈনা আ'লা ফুরুশিম্ বাত্বায়িনুহা মিন্ ইস্তাবরাক্বিন্ ওয়া জানাল জান্নাতাইনি দান (৫৫) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৫৬) ফীহিন্না ক্বাছিরাতুৎ ত্বারফি লাম্ ইয়াত্বমিছহুন্না ইংসুন ক্বলাহুম ওয়ালা জা-ন্ন (৫৭) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান (৫৮) কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়াকুতু ওয়াল মারজান (৫৯) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৬০) হাল জাঝাউল ইহ্সানি ইল্লাল্ ইহ্সান (৬১) ফাবি আইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৬২) ওয়ামিন দূনিহিমা জান্নাতান (৬৩) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৬৪) মুদহা-ম্মাতান (৬৫) ফাবিআইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৬৬) ফীহিমা আ'ইনানি নাদ্দাখাতান (৬৭) ফাবিআইয়্য আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৬৮) ফীহিমা ফাকিহাতুওঁ ওয়ান্নাখ্লুওঁ ওয়া রুম্মান (৬৯) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান (৭০) ফীহিন্না খাইরাতুন্ হিসান্ (৭১) ফাবিআইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৭২) হূরুম্ মাক্বছূরাতুং ফিল খিয়াম (৭৩) ফাবিআইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৭৪) লাম ইয়াত্বমিছহুন্না ইংসুং ক্বাব্লাহুম ওয়ালা জা-ন্ন (৭৫) ফাবিআইয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৭৬) মুত্তাকিঈনা আ'লা রফ্রফিন্ খুদ্বরিওঁ ওয়া আ'বক্কারিয়্যিন হিসান (৭৭) ফাবি আইয়্যি আলা-ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান (৭৮) তাবারাকাসমু রব্বিকা যিলজালালি ওয়াল ইকরাম।

নফল নামাযের ফযীলত

আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশিত ফরজ, ওয়াজিব এবং সূন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ব্যতীত যত নামাযই আছে উহা নফল। নফল নামায সমূহের কোন সংখ্যা বা সীমা নাই। যেই ব্যক্তি যত বেশী পরিমানে নফল নামায আদায় করিবে, সে তত বেশি পূণ্য লাভ করিবে। অতএব সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অধিক সওয়াবের আশায় বেশী বেশী নফল নামায আদায় করা উচিৎ। হযরত নবী করীম (সঃ) যে সকল নফল নামায আদায় করিতেন উহা ধারাবাহিকভাবে এই কেতাবে উল্লেখ করিতেছি।

❒ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ নেক আমল দ্বারা সগীরাহ্ গুনাহ্ সমূহ মাফ হইয়া যায়। অতএব গুনাহ মাফীর জন্য সদা সর্বদা বেশী বেশী নফল ইবাদত করা উচিৎ।

❒ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তখন আল্লাহ তাআ'লা সেই বান্দার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেন, তাহার একটি পাপ মোচন করিয়া দেন এবং একটি মর্যাদার আসন বৃদ্ধি করেন। (ইবনে মাজা)

❒ যে ব্যক্তি ফরজ নামায ব্যতীত দিন-রাত্রিতে ১২ রাকয়া'ত (নফল নামায) আদায় করিবে, তাহার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মিত হয়। (মুসলিম)

❒ ফজরের দুই রাকয়া'ত সুন্নাত নামায দুনিয়া ও উহার ভিতরে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে উত্তম। (মুসলিম)

❒ যেই লোক যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকয়া'ত নামায আদায় করিবে, তাহার প্রতি জাহান্নামের আগুন হারাম হইয়া যাইবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

❒ যেই লোক আছরের ফরজের পূর্বে চার রাকয়া'ত সুন্নাত নামায আদায় করিবে, তাহার জন্য বেহেশতে গৃহ নির্মাণ করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, নেক আ'মল সমূহের ভিতরে নফল নামাযই অত্যাধিক মর্যাদাশালী, অতএব নফল নামাযের মাধ্যমেই বেশী বেশী গুনাহ্ মাফ হইয়া থাকে। সুতরাং বেশী বেশী নফল নামায আদায় করা উচিৎ।

ত্যাহিয়্যাতুল অজু নামাযের বিবরণ

অজু করিবার পর দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করাকে 'তাহিয়্যাতুল অজুর' নামায বলা হয়।

❐ কোন ব্যক্তি গুনাহের কাজ করিবার পরে অজু করতঃ দুই রাকয়া'ত (নফল) নামায আদায় করতঃ তওবা করিলে, আল্লাহ তাআ'লা তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। (তিরমিযী)

তাহিয়্যাতুল অজু নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّحِيَّةُ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাক্য়া'তায় ছলাতিত তাহিয়্যাতুল উযুয়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত তাহিয়্যাতুল অজু নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

এশরাক নামাযের বিবরণ

এশরাক নামায সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

❐ যেই ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করতঃ সূর্য উদয় পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার যিকিরে মশগুল থাকিয়া সূর্যোদয়ের পরে দুই রাকয়া'ত নামায আদায় করিবে, সেই ব্যক্তি একটি হজ্জ ও একটি উমরার সওয়াব লাভ করিবে। (তিবরাণী)

❐ যেই ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করতঃ জায়নামাযে বসিয়া কথাবার্তা না বলিয়া যিকরে ইলাহীতে মশগুল থাকিবে এবং সূর্যোদয়ের পরে দুই রাকয়া'ত ইশরাক নামায আদায় করিবে। তাহার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে ; যদিও তাহার গুনাহ্ সমূদ্রের অসংখ্য বুদবুদের (ফেনার) তুল্য হইয়া থাকে। (আহমদ)

এই নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর হইতে বৃক্ষের মাথায় সূর্য উঠা পর্যন্ত থাকে। সূরা ফাতিহার পরে যেই কোন সূরা মিলাইয়া এই নামায আদায় করা যায়। এই নামায চার রাকয়া'ত তবে দুই রাকয়া'তও আদায় করা যায়।

এশরাক নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাক্য়া'তায় ছলাতিল ইশরাক্বি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত ইশরাকের নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

চাশ্ত নামাযের বিবরণ

চাশত নামায সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

❐ মানুষের শরীরের মধ্যে যতগুলি জোড়া আছে, উহার প্রত্যেকটির সদক্বা রহিয়াছে, "সুবহান আল্লাহ" বলা সদ্ক্বাহ্ ; "আল্হামদু লিল্লাহ" বলা সদ্ক্বাহ্ ; আর "আল্লাহু আকবার" বলা সদ্ক্বাহ্। আর সৎকার্যের উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করাও একটি সদ্ক্বাহ্। আর যদি কোন লোক চাশ্তের দুই রাকয়া'ত নামায আদায় করে, তবে তাহার সমস্ত অঙ্গ সমূহের সদ্ক্বাহ্ আদায় হইয়া যায়। (মুসলিম)

❐ আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করিয়াছেন ঃ হে আদম সন্তান ! যদি তোমরা দিনের প্রথম ভাগে চার রাকয়া'ত নামায আদায় কর, তবে আমি সমস্ত দিনের জন্য তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকি। (আহমদ)

এই নামায দুই, চার, আট বা ১২ রাকয়া'ত পর্যন্ত আদায় করা যায়। এই নামাযের প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাছ পড়া যায়। অথবা শুধু সূরা এখ্লাছ (কুলহু আল্লাহু) দ্বারাও আদায় করা যায় কিংবা যে কোন সূরা মিলাইয়া আদায় করা যায়। এই নামাযের ওয়াক্ত এক প্রহর হইতে আরম্ভ হইয়া বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এই নামাযকে " দ্বোহা" নামাযও বলা হয়।

চাশত্ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়া'তাই ছলাতিদ্ দ্বোহা সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল, কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত চাশতের নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

যাওয়াল নামাযের বিবরণ

যাওয়ালের নামায আদায়কারী অসংখ্য সওয়াব লাভ করিয়া থাকে। বর্ণিত আছে, এই নামায আদায়কারীর সহিত ৭০ হাজার ফেরেশতা শরীক হইয়া থাকে এবং তাহার জন্য রাত্র পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করিয়া থাকে। হযরত নবী করীম (সঃ) এই নামায আদায় করিতেন। তিনি বলেন ঃ

❐ যাওয়ালের নামাযের সময় আসমানের দরজা উম্মুক্ত হইয়া যায় এবং আমার ইচ্ছা এই যে, এখনই আমার আ'মল আসমানে পৌঁছিয়া যায়। এই নামাযের ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম দিকে গড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া আছরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এই নামায চার রাকয়া'ত এবং এক নিয়তে আদায় করিতে হয়। সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা মিলাইয়া এই নামায আদায় করা যায়।

যাওয়াল নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الزَّوَالِ سُنَّةَ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া' রাকয়াতি ছলাতিয্ যাওয়ালি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলা মুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাওয়ালের চার রাকয়া'ত নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

আউয়াবীন নামাযের ফযীলত

আউয়াবীনের নামাযের ফযলীত সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেনঃ

❐ যেই লোক মাগরিব নামাযের পর ৬ রাকয়া'ত (নফল) নামায আদায় করিবে এবং নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কথাবার্তা না বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ১২ বৎসর ইবাদত করিবার তুল্য সওয়াব লাভ করিবে। (ইবনে মাজা)

❐ মাগরিব নামাযের পর ২০ রাকয়া'ত নফল নামায আদায়কারীর জন্য বেহেশতে বালাখানা নির্মাণ করা হইবে। (তিরমিযী)

আউয়াবীন নামায আদায়ের নিয়ম এই যে, মাগরিব নামাযের ফরজ ও সুন্নাত আদায়ের পর দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে কমের পক্ষে ৬ রাকয়া'ত নামায এবং বেশির পক্ষে বিশ রাকয়াত' নামায আদায় করিতে হয়। এই নামাযকে আউয়াবীন নামায বলা হয়। এই নামাযের প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা এখলাছ পাঠ করিতে হয়। আয়াতুল কুরসী মুখস্ত না থাকিলে সূরা এখলাছ ৩ বার করিয়া পাঠ করিবে অথবা যে কোন সূরা মিলাইয়া আদায় করা যায়।

আউয়াবীন নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّبِيْنِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা, রাকআ'তাই ছলাতিল্ আউয়্যাবীনি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত আউয়াবীন নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া মিনাল্লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহী- না-ফিলাতাল্লাকা আ'সা-আইঁয়্যাব্ আ'ছাকা রব্বুকা মাক্বামাম্ মাহমূ-দা।

অর্থ ঃ (হে আল্লাহর নবী !) রাত্রির কিছু অংশ বাকী থাকিতে জাগিয়া আপনি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিবেন। অসম্ভব নয় যে, ইহার পরিবর্তে আপনার প্রভু রোজ কেয়ামতে আপনাকে 'মাক্বামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থানে) পৌছাইবেন। সকল নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদের ফযীলত বেশী।

❐ বেহেশতের মধ্যে এমন কতকগুলি মহল এমনি কৌশলে নির্মাণ করা হইয়াছে, যাহার বহির্ভাগ হইতে ভিতরে এবং ভিতর হইতে বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয় (অর্থাৎ অতিস্বচ্ছ)। এই মহলসমূহ মধ্য রাত্রিতে ইবাদতকারীগণের নছীব হইবে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযীদের জন্য। (ইবনে হাব্বান)

❐ আল্লাহ তাআ'লা শেষ রাত্রিতে বান্দার অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকেন। যদি তুমি সেই সময় তোমার নাম যিকির কারীদের অন্তর্ভুক্ত করিতে সক্ষম হও তবে অলস্য করিও না। (তিরমিযী)

❐ রাত্রে জাগরিত হইয়া নামায আদায় করা পূর্ববর্তী নেক্কারগণের নিয়ম। এই নিয়মে আল্লাহর নৈকট্যতা লাভ করা যায়। ইহার ফলে পূর্ববর্তী গুনাহ মাফী এবং পরবর্তী গুনাহ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (তিরমিযী)

তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত হইতেছে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে সুবহে কাযিব অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। এই নামায ১২ রাকয়াত তবে সামর্থানুযায়ী ৪ রাকয়া'ত বা ৮ রাকয়া'তও আদায় করা যায়। হযরত নবী করীম (সঃ) কোন কোন সময় এই নামায ৪ রাকয়া'ত, ৮ রাকয়া'ত বা ১২ রাকয়া'ত আদায় করিতেন। এই নামায দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে আদায় করিতে হয় এবং প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ৩ বার সূরা ইখলাছ মিলাইয়া পড়িতে হয়। নামায শেষে কিছু দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ বিতের নামায আদায় করিতে হয়।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়া'তাই ছলাতিত্ তাহাজ্জুদি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদের দুই রাকয়া'ত নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

সলাতুত্ তাস্‌বীহ্ এর বিবরণ

❐ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে ফরমাইয়াছেন ঃ হে চাচাজান ! আমি কি আপনাকে এমন নামাযের কথা বলিব না, যেই নামায আদায় করিলে সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। চাচাজান আপনি এই নামায এই নিয়মে চার রাকয়া'ত আদায় করিবেন। উহার প্রথম রাকয়া'তে সানা "সুব্‌হানাকা" পাঠ করিবার পরে নিম্নের দোয়াটি ১৫ বার পাঠ করিবেন। অতঃপর রুকুর পূর্বে ১০ বার, রুকুর তাসবীহ্ পরে ১০ বার, রুকু হইতে দাঁড়াইয়া ১০ বার, প্রথম সিজদার তাসবীহর পরে ১০ বার, দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সেজদার তাসবীহ শেষ করে বসা অবস্থায় ১০ বার এইভাবে এক রাকয়া'তে মোট ৭৫ বার হইল। এই রূপে চার রাকয়াতে মোট ৭৫X৪= ৩০০ বার তাসবীহ পাঠ করিতে হইবে। হে চাচাজান ! সম্ভব হইলে এই নামায প্রত্যহ একবার আদায় করিবেন, ইহা সম্ভব না হইলে সপ্তাহে শুক্রবার দিনে একবার, ইহা সম্ভব না হইলে প্রতি মাসে একবার, ইহা সম্ভব না হইলে বৎসরে একবার, ইহাও সম্ভব না হইলে জীবনে একবার আদায় করিবেন। (বায়হাকী, ইবনে মাযা ও আবু দাউদ)

দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

সালাতুত্ তাসবীহ্ এর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ۔ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবাআ' রাক্‌আ'তি ছলাতিত্ তাস্‌বীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে চার রাক্‌আ'ত তাসবীহের নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

তওবার নামাযের বিবরণ

কোন মু'মিন ব্যক্তি যদি ঘটনাচক্রে কোন গুনাহের কার্য বা কথাবার্তা বলিয়া থাকে কিংবা করিয়া বসে যাহা কবীরা গুনাহের মধ্যে শামিল হইয়া যায়, তখন বিলম্ব না করিয়া অজু করতঃ দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিবে। অতঃপর তওবা ও কান্নাকাটি করতঃ আল্লাহর দরবারে গুনাহ্ মাফীর জন্য দোয়া' প্রার্থনা করিবে। আর অন্তরে এইভাবে শপথ গ্রহণ করিবে যে, জীবনে এইরূপ কার্য করিব না বা বলিব না। এইভাবে দোয়া' প্রার্থনা করিলে আল্লাহ গাফূরুর রহীম বান্দার গুনাহখাতা মাফ করিয়া দিবেন, যেহেতু তিনি তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী। এই সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন ঃ

❐ কখনো কোন বান্দা যদি গুনাহের কার্য করিয়া ফেলে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গে অজু করতঃ দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিবে এবং তওবা করিবে, হয়তঃ আল্লাহ তাআ'লা গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

তওবার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাক্য়া'তাই ছালতিত্তাওবাতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলা মুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাক্য়া'ত তওবার নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

সালাতুল হাযাতের ফযীলত

যদি কোন বান্দাহর জরুরী কোন হাযত দেখা দেয়, তখন উহা পূর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে খালেছ দিলে দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিবে। নামায শেষে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতঃ কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়িয়া এস্তেগফার করিয়া আল্লাহ তাআ'লার দরবারে দুই হাত তুলিয়া কান্নাকাটি সহকারে স্বীয় হাযত পূরা হইবার জন্য দোয়া' প্রার্থনা করিবে।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারকাস্‌মুকা ওয়া তাআ'লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।

সালাতুল হাযতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْحَاجَاتِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়াতাই ছলাতিল হাযাতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ অমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়াত ছলাতিল হাযত আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

কুসূফ নামাযের বিবরণ

সূর্য গ্রহণকালে যেই দুই রাকয়াত নামায আদায় করা হইয়া থাকে, তাহাকে ছলাতুল কুসূফ বলা হয়। ইহা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্। এই নামায একা একা আদায় করা যায় এবং জামায়া'তের সহিতও আদায় করা যায়। তবে ইহাতে আযান ও এক্বামতের প্রয়োজন নাই। এই নামায মসজিদে যাইয়া আদায় করিবে আর মহিলারা নিজ নিজ গৃহে থাকিয়া আদায় করিবে। এই নামাযের ইমামতি করিবে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা মহল্লার ইমাম সাহেব। এই নামাযে চুপে চুপে লম্বা কেরায়াত পড়িতে হয়, ইহা সুন্নাত। এই নামায দুই রাকয়া'ত আদায় করিতে হয়।

নামায শেষ হইলে ইমাম সাহেব কেবলামুখী অথবা মুক্তাদীগণের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সকলে আল্লাহর দরবারে হাত তুলিয়া কান্নাকাটি সহকারে যতক্ষণ সূর্য গ্রহন থাকিবে ততক্ষণ দোয়া' মুনাজাত করিতে থাকিবে। সূর্যগ্রহণ ছাড়িয়া গেলে মুনাজাত শেষ করিবে।

কুসূফ্ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়া'তাই ছলাতিল কুসূফি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ইমামের পিছনে দুই রাকয়া'ত কুসূফের নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

খুসূফ নামাযের বিবরণ

চন্দ্র গ্রহণকালে যেই দুই রাকয়া'ত নামায আদায় করা হয়, তাহাকে খুসূফের নামায বলা হয়, ইহা সুন্নাত। এই নামায একাকী গৃহে বসিয়া আদায় করিবার নিয়ম। মহিলারাও এই নামায নিজ গৃহে থাকিয়া আদায় করিতে পারে। এই নামাযের প্রতি রাকয়া'তে সূরা কেরায়াত চুপে চুপে পড়িতে হয়। নামায শেষ করতঃ চন্দ্র গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত তুলিয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া' প্রার্থনা করিতে হয়।

কোন দুর্ঘটনা বা বালা মুসীবত দেখা দিলে এই নামায আদায় করা যায়, যেমন- যান বাহনে দুর্ঘটনা, বজ্রপাত, ঝড়-তুফান, অতি-বৃষ্টিপাত, শীলাবৃষ্টি, বরফ পড়া, কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি। এই নামাযও সুন্নাত।

খুসূফ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়া'তাই ছলাতিল খুসূফি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত খুসূফের সুন্নাত নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

শুকূর গুজারী নামাযের বিবরণ

মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লা তাঁহার বান্দাগণকে যে, অসংখ্য নিয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, এই জন্য আল্লাহ পাকের শুকূর আদায় করা

কর্তব্য যেমন ঃ আল্লাহ তাআ'লা বান্দাগণকে বেশুমার ধন-সম্পদ, গাড়ী-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আরাম আয়েশের বস্তুসমূহ ইত্যাদি দিয়াছেন। যখন মানুষ কোন নেয়ামতের অধিকারী হইয়া থাকে কিংবা বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে কিংবা কোন মুসীবত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের মুনীবের শুকূর গুজারী করা একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অজু করতঃ দুই রাকয়াত শুকূরানা নামায আদায় করা উচিৎ। এই নামায মাকরূহ ওয়াক্ত বাদে যে কোন সময় যে কোন দিবসে আদায় করা যায় এবং সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা মিলাইয়া পড়া যায়।

শুকূরানা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الشُّكْرِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকায়া'তাই ছলাতিশ্ শুক্‌রি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর জন্য দুই রাকয়া'ত শুকূরানা নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

ভ্রমণে বাহির হইবার সময় নফল নামাযের নিয়মাবলী

সফরের নিয়তে বিদেশে রওনা করিবার পূর্বে দুই রাকয়াত নফল নামায আদায় করতঃ রওনা করা এবং বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৃহে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে গমন করতঃ দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিয়া গৃহে প্রবেশ করা নবীর সুন্নাত। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ

❐ যেই বান্দা সফরে বাহির হইবার পূর্বে দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করতঃ গৃহে রাখিয়া যায়, ইহার চেয়ে উত্তম পুঁজি অন্যটি নাই।

❐ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ মসজিদে গমণ করিয়া দুই রাকয়া'ত নামায আদায় করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেন।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাক্‌য়াতাই ছলাতিন নফলি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এস্তেস্কা নামাযের নিয়ম

দেশ-দেশান্তরে অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষেত-খামার বিপদের সম্মুখীন হইলে এলাকার সমস্ত লোক একযোগে মাঠে গমন করতঃ আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে বৃষ্টির আকাংখায় জামায়া'তের সহিত দুই রাক্‌াত নামায আদায় করাকে এস্তেস্কার নামায বলা হয়। ইহা সুন্নাতে নববী। এই নামায আদায়ের নিয়ম এই যে, এলাকার সকল মুসলমান প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকজন দলবদ্ধভাবে পদব্রজে মাঠে গমন করতঃ খালেছ দিলে তওবা করিয়া দুই রাকয়াত নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে। আর কাহারো কোন দেনা-পাওনা থাকিলে উহা পরিশোধ করিয়া লইবে অথবা মাফ করাইয়া লইতে হইবে।

অতঃপর একজন ধার্মিক বুজুর্গ আলেম ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন করতঃ সকলে তাহার পিছনে দুই রাকয়াত "ছলাতুল এস্তেস্কা" আদায় করিবে। এই নামাযে আযান ও একামতের দরকার হয় না, তবে ইমাম সাহেব সূরা-কেরায়াত শব্দ করিয়া পাঠ করিবেন। নামায শেষে ইমাম সাহেব মাটিতে দাঁড়াইয়া দুইটি খুৎবা পাঠ করিবেন। অতঃপর ইমাম সাহেব ক্বেবলামুখী দাড়াইয়া এবং মুক্তাদীরা বসিয়া হস্তসমূহ মস্তক পর্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহ তাআ'লার দরবারে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের জন্য কান্নাকাটি করতঃ দোয়া' করিবে। বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তিন দিন যাবৎ এই প্রকারে নামায আদায় করিতে হইবে। ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। এই তিন দিবস্ রোজা রাখা মুস্তাহাব।

এস্তেস্কা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়া'তাই ছলাতিল্ ইস্তিস্কায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর জন্য দুই রাকয়া'ত এস্তেস্কার নামায এই ইমামের পিছনে আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

এস্তেস্কা নামাযের দোয়া'

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ رَائِثٍ مُّمَرِّعًا النَّبَاتِ ـ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَ بَهَائِمَكَ وَانْزِلْ رَحْمَتَكَ اَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসক্বিনা গাইছাম্ মুগীছাম্ মারীয়ান্ না-ফিয়া'ন্ গায়রা দ্বা-ররিন্ আ'জিলান্ গায়রা আজলিন্ রা-য়িছিম্ মুমাররিআ'ন্ নাবা-তি। আল্লাহুম্মা আস্‌ক্বি ই'বাদাকা ওয়া বাহা-য়িমাকা ওয়া আংযিল রহ্‌মাতাকা আহ্‌য়ি বালাদাকাল্ মাইয়্যিতা।

মৃত্যুর পূর্বে নফল নামাযের বিবরণ

কোন মু'মিন বান্দা যদি তাহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, তবে সেই বান্দা জীবনের শেষ সময় খাছ নিয়তে জীবনের গুনাহ্‌সমূহ মার্জনার নিয়তে দুই রাকয়া'ত নামায আদায় করিবে এবং নামায শেষে জীবনের সমস্ত গুনাহ মার্জনার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিবে।

বর্ণিত আছে, মক্কার কাফেররা হযরত খোবায়েব (রাঃ)-কে মহা খুশির সহিত শহীদ করিয়াছিল। হযরত খোবায়েব (রাঃ) কাফেরদের আয়োজন দেখিয়া তিনি তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থা স্মরণ করতঃ কাফেরদের নিকট নামাযের অনুমতি নিয়া দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিয়া ছিলেন। তৎসময় হইতে এই নামায মুস্তাহাবরূপে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। এই নামায জীবনের শেষ প্রহরে সকল মু'মিন মুসলমানের আদায় করা উচিৎ। এই নামায যে কোন সময় আদায় করা যায় এবং যে কোন সূরা মিলাইয়া পড়া যায়। এই নামায নফলের নিয়তে আদায় করিতে হয়।

মান্নত নামাযের বিবরণ

যদি কোন বান্দা নামায মান্নত করিয়া থাকে, তবে মান্নতের শর্ত পূরা হইলে এই নামায আদায় করা ওয়াজিব হইয়া যায়। আর এই নামায আদায় না করিলে ওয়াজিব তরকের গুনাহে লিপ্ত হইবে। অতএব মান্নত পূরা হইলে এই নামায আদায় করিতেই হইবে। এই নামায যে কোন সময় যে কোন সূরা মিলাইয়া

আদায় করা যায়। ইহার নিয়ত এইরূপে করিতে হইবে আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর জন্য দুই বা চার রাকয়া'ত মান্নতের নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

এস্তেখারা নামাযের বিবরণ

কোন মু'মিন বান্দা যখন কোন নূতন কার্যাদি আরম্ভ করিবার নিয়ত করে, তখন আল্লাহ্ তাআ'লার রহমত ও বরকত লাভের জন্য দোয়া' ও মোনাজাত করিয়া লইতে হয়। অতঃপর নূতন কাজ আরম্ভ করিতে হয়। এই প্রকার দোয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় এস্তেখারা বলা হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক কাজের শুরুতে এস্তেখারা করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

❐ বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

আল্লাহ্ তাআ'লার নিকট কল্যাণ ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কামনা না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

মাসয়ালা ঃ ফরজ, ওয়াজিব ও নাযায়েয কার্যাদীর জন্য এস্তেখারা করা জায়েয নাই। বিবাহ, শাদী, সফরে গমন, ক্রয়-বিক্রয়, বাড়ী-ঘর নির্মাণ ইত্যাদির ব্যাপারে এস্তেখারা করা জায়েয আছে। এই সকল বিষয় এস্তেখারা করিয়া লইলে আল্লাহর রহমতে মঙ্গলজনক হইবে, অকল্যাণের কোন কারণ হইবে না।

এস্তেখারা করিবার নিয়ম

রাত্রিবেলা নিদ্রা যাইবার পূর্বে অজু করতঃ পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করিয়া খালেছ দিলে দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিবে। অতঃপর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া ক্বেবলামুখী কাত হইয়া নিদ্রা যাইবে। আল্লাহ্ তাআ'লার অসীম রহমতে কার্যের ফলাফল স্বপ্নের মাধ্যমে জানিতে পারিবে। এক রাত্রিতে কাংখিত বিষয়ের ফলাফল জানিতে না পারিলে তিন রাত্রি পর্যন্ত এস্তেখারা করিতে হইবে।

দোয়াটির মধ্যে "হাযাল আমরা" কালামটি উচ্চারণকালে যেই কার্যের জন্য এস্তেখারা করিতেছে সেই বিষয় খেয়াল করিতে হইবে। দোয়াটি পাঠ করিবার পরে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করিয়া দোয়া প্রার্থনা করিয়া নিদ্রা যাইবে।

দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ **هٰذَا الْاَمْرَ**

خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ ـ فَقَدِّرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ ـ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিই'লমিকা ওয়াআস্তাক্বদিরুকা বিক্বদরাতিকা ওয়া-আ্যালুকা মিন্ ফাদ্বলিকাল্ আ'যীম। ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু ওয়া আংতা আ'ল্লামুল্ গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইং কুংতা তা'লামু আন্না **হাযাল্ আম্‌রা** খাইরুল্লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতু আম্‌রী; ফাক্বাদ্দিরহু লী ওয়া ইয়াচ্ছিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইং কুংতা তা'লামু আন্না **হাযাল আম্‌রা** শাররুল্লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতু আম্‌রী; ফাস্‌রিফ্‌হু আ'ন্নী ওয়াস্‌রিফ্‌নী আ'নহু,। ওয়া-আকদির লিয়াল খাইরা হাইছু কা না ছুম্মা আরদ্বিনী বিহী।

শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনা

ফারসীতে বলা হয় নামাজ আর আরবীতে সালাত। ইহার শব্দগত অর্থ হইতেছে ঃ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর উর্দু ভাষায় সালাতকে নামায বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় এমনি একটি নির্দিষ্ট উপাসনা বা ইবাদতকে বলা হয় যাহা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট নিয়মে মুসলমানগণ আদায় করিয়া থাকে।

ইসলামের পঞ্চ বেনা বা পাঁচটি মূল ভিত্তির দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে নামায। ইহা ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার মাধ্যম হইতেছে এই নামায। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (আচ্ছালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন)

অর্থ ঃ নামায হইতেছে মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةَ ـ (আচ্ছালাতু মিফ্তাহুল জান্নাহ্)

অর্থ ঃ নামায হইতেছে বেহেশতের চাবিকাঠি।

নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ ـ مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ ـ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ "আচ্ছালাতু ই'মাদুদ্দীন, মান্ আক্বামাহা ফাকাদ্ আক্বামাদ্দীনা, ওয়া মান তারাকাহা ফাকাদ হাদামাদ্দীন।

অর্থ ঃ "নামায ইসলাম ধর্মের ভিত্তি বা স্তম্ভ। যে ব্যক্তি নামাযকে কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) করিল সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিল। আর যে ব্যক্তি নামাযকে ত্যাগ করিল সে ধর্মকেই নষ্ট করিয়া দিল"।

বান্দার জন্য কায়িক, মানসিক, মৌখিক ও আর্থিক যত প্রকার ইবাদত রহিয়াছে, উহার মধ্যে নামাযই হইতেছে আল্লাহ তা'আ'লার নিকট অত্যাধিক পছন্দনীয় ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের ভিতরে নামায সম্পর্কে যত বেশি বার আদেশ করিয়াছেন অন্য কোন ইবাদতের জন্য উহা করেন নাই। তিনি কুরআন শরীফে ৮২ জায়গায় নামায কায়েম করিবার জন্য তাক্বীদ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

নামায সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারার তৃতীয় আয়াতে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা ইয়ু'মিনূনা বিল্ গাইবি ওয়া ইয়ুক্বীমূনাচ্ছালাতা ওয়া মিম্মা রাযাক্বনাহুম্ ইয়ুংফিক্বূন।

অর্থ ঃ "যাহারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করিয়াছে (ঈমান লইয়াছে) এবং নামায কায়েম করিয়াছে এবং আমি যে রিযিক তাহাদিগকে দান করি তাহা হইতে খরচ করে।"

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনয়া'ম-এর ৭২ তম আয়াতে বলেন ঃ

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ـ وَهُوَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্ আক্বীমুচ্ছালাতা ওয়াত্তাক্বূহু ; ওয়া হুওয়াল্লাযী ইলাইহি তুহ্শারূন।

অর্থ ঃ "আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁহাকে (আল্লাহকে) ভয় করিয়া চল ; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে"।

আল্লাহ তা'আলা নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে সূরা হুদ-এর ১১৪তম আয়াতে আরও বলেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আক্বিমিচ্ছালাতা ত্বারাফায়িন্ নাহা-রি ওয়া যুলাফাম্ মিনাল্ লাইলি ইন্নাল্ হাসানা-তি ইয়ুযহিব্নাস্ সাইয়্যিআ-তি যা-লিকা যিক্রা লিয্যা-কিরীন।

অর্থ ঃ "তোমরা দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রজনীর প্রথমাংশে নামায কায়েম করিবে। নিশ্চয়ই নেক কাজ গুনাহ সমূহকে দূর করিয়া দেয়। যাহারা উপদেশ মানিয়া চলে, ইহা তাহাদের জন্য মূল্যবান উপদেশ।"

আল্লাহ তা'আলা জামায়াতের সহিত নামায আদায় করিবার জন্য সূরা বাক্বারার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আক্বীমুচ্ছালা-তা ওয়া আ-তুয্যাকা-তা ওয়ারকাঊ' মায়া'র রা-কিয়ী'ন।

অর্থ ঃ "তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।" (অর্থাৎ জামায়াতের সহিত নামায কায়েম কর)।

নামাযের ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায আদায় করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসা-এর ১০৩ নম্বর আয়াতে নির্দেশ করিতেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাচ্ছালা-তা কা-নাত আ'লাল্ মু'মিনীনা কিতা-বাম্ মাওকূ-তা।

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময় মু'মিনদের জন্য নামায (পড়া) ফরজ করা হইয়াছে।"

মহান রব্বুল আলামীন তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে সফর ও যুদ্ধের ময়দানে কষ্ট লাঘবের জন্য ফরজ চার রাকআত নামাযকে দুই রাকআত কছর পড়িবার জন্য কুরআন শরীফের সূরা নিসা-এর ১০১ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ق اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা দ্বারাব্তুম্ ফিল্ আরদ্বি ফালাইসা আ'লাইকুম্ জুনাহুন্ আন্ তাকছুরূ মিনাচ্ছালাতি ; ইন্ খিফতুম্ আইঁয়্যাফতিনাকুমুল্ লাযীনা কাফারূ ইন্নাল কাফিরীনা কানূ লাকুম্ আ'দুওয়্যাম্ মুবীনা।

অর্থ ঃ "এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ কর তখন যদি তোমাদের আংশকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফেৎনা সৃষ্টি করিবে, তবে (তখন) নামায সংক্ষিপ্ত (কছর) করিলে তোমাদের জন্য কোন গুনাহ্ হইবে না। কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

নামায আদায় করিলে উহাতে কি উপকার সাধিত হয় সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্কাবুত-এর ৪৫ তম আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ উত্লু মা-উহিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি ওয়া আকিমিছ্ ছালা-তা; ইন্নাচ্ছালা-তা তান্হা আ'নিল্ ফাহ্শা-য়ি ওয়াল্ মুন্কার। ওয়ালা যিকরুল্লা-হি আকবার। ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা-তাছ্নাউ'ন।

অর্থ ঃ"(হে আল্লার রাসূল !) আপনি পাঠ করুন কুরআন হইতে যাহা আপনার প্রতি নাযিল করা হইয়াছে। আর নামায ক্বায়েম করুন, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হইতে বিরত রাখে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির সর্বোত্তম। আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা অবগত আছেন।"

আল্লাহ তা'আলা নামায পড়িবারকালে উত্তম পোশাক পরিধানের বিষয় ও সুসজ্জিত হইবার প্রসঙ্গে সূরা আ'রাফের ৩১ তম আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া-বানী আ-দামা খুযূ যীনাতাকুম্ ই'ন্দা কুল্লি মাসাজিদিওঁ ওয়া কুলূ ওয়াশ্‌রাবু ওয়ালা- তুস্‌রিফূ, ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল মুস্‌রিফীন।

অর্থ ঃ "হে আদম সন্তানগণ ! তোমরা নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করিবে। আর তোমরা আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপব্যয় করিবে না যেহেতু আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।"

নামাযের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাচ্ছালা-তা তান্‌হা আ'নিল ফাহ্‌শা-য়ি ওয়াল্ মুংকার।

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় কার্য হইতে ফিরাইয়া রাখে।"

আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

قَدْاَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ক্বদ্ আফলাহাল্ মু'মিনূনাল্ লাযীনা হুম্ ফী ছ্বলা-তিহিম্ খা-শিউঁন।

অর্থ ঃ যে সকল মুমিনগণ ভয় ও নম্রতার সহিত নামায আদায় করে তাহারাই মুক্তি লাভ করিবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আর এক আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ اُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা হুম্ আ'লা- ছ্বালা-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিযূন। উলা-য়িকা ফী জান্না-তিম্ মুকরামূন।

অর্থ ঃ "যাহারা স্বযত্নে নামায আদায় করিবে, তাহারাই বেহেশতে মর্যাদার অধিকারী হইবে।"

কুনূতে নাযেলা

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শত্রুর আক্রমণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ফজর, মাগরিব অথবা এশার নামাজের শেষ রাকাআতের রূকুর পর কুনূতে নাযেলা পড়িতে হয়। কুনূতে নাযেলার দুইটি দোয়া এই খানে দেওয়া হইলঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَنْ اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা-ওয়া'আ-ফিনী ফীমান'আ-ফাইতা-ওয়াতাওয়াল্লিনী ফীমান-তাওয়াল্লাইতা, ওয়াবারিকলী ফীমান আ'তাইতা, ওয়াকিনী শাররা মা কাযাইতা- ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউকদা আলাইকা- ওয়া-ইন্নাহু লা-ইয়াযিল্লু মান ওয়াল্লাইতা-ওয়ালা ইয়াইয্যূ মান আদা-ইতা- তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতা'আলাইতা-নাসতাগফিরুকা ওয়ানাতুবু ইলাইকা ওয়াসাল্লাল্লাহু আলান্নাবি-ই।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার প্রদর্শিত পথে যাহারা চলিয়াছে আমাকে তাহাদের পথে পরিচালিত কর।

তুমি যাহাদের সুখ-শান্তি দিয়াছ আমাকে তাহাদের একজন কর। যাহাদের তুমি অভিভাকত্ব দিয়াছ আমাকেও তাহাদের দলে স্থান দাও। আমাকে যাহা তুমি দান করিয়াছ তাহাতে তুমি বরকত দান কর। যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে সবই তোমার হুকুমে ঘটিয়া থাকে। অতঃএব কোন অনিষ্ট হইতে কেবল তুমিই রক্ষা করিতে পার।

হে প্রভু! তুমি যাহার অভিভাবক তাহার অপদস্থ হওয়ার কোন আশংকা নাই। আর যাহাকে তুমি শত্রু মনে কর তাহার মর্যাদা পাওয়ার কোন উপায় নাই। হে প্রভু! তুমি আমাদের বরকত দাও। আমাদের যিম্মাদার তুমি হয়ে যাও। আমরা তোমার কাছে ক্ষা প্রার্থনা করছি এবং তোমর কাছে তাওবা করছি। আয় আল্লাহ! নবীর উপর রহমত ও অনুগ্রহ কর।

(দুই)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّهِمْ - اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ- اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির লানা ওয়ালিল মু'আমিনীনা ওয়াল মু'আমিনাত। ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত, ওয়-আল্লিফ বাইনা কুলু বিহিম, ওয়াআসলিহ-যাতা বাইনিহিম, ওয়ানসুরহুম আলা আদুয়িকা আদুয়িহিম। আল্লাহুম্মাল আনিল কুফ্‌রা-তাল্লাযিনা ইয়াসুদ্দুনা আন সাবিলিকা- ওয়াইউ কায্যিবুনা রুসুলুকা ওয়া ইউকাতিলুনা আউলিয়া উকা- আল্লাহুম্মা খালিফ বাইনা কালিমাতি-হিম, ওয়াযাল যিল আকদামাহুম, ওয়া আনযিল বিহিম বাসাকাল্লাযি লা তারুদ্দুহু আনিল কাউমিল মুজরিমীন

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকল মুসলমান নর-নারীকে ক্ষমা কর এবং সকলের মধ্যে একটা সৎ সম্পর্ক গড়িয়া দাও। নিজেদের আপোসে বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইয়া দাও। হে আল্লাহ! দুশমনদের মোকাবেলায় মুসলমানদের সাহায্য কর। তোমার প্রদর্শিত পথে চলায় যাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা তোমার রাসূল (সঃ)কে মিথ্যা বলিয়াছে এবং যাহারা তোমার অনুসারীদিগকে হত্যা করিয়াছে তুমি তাহাদের অভিশম্পাত কর।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার অবাধ্যদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দাও। তাহাদের দৃঢ়তায় ভাঙ্গন ধরাইয়া দাও। তোমার অবধ্যদের মাঝে এমন আযাব প্রদান কর যাহা তাহাদের জন্য অপ্রতিরোধ্য হইয়া যায়।

সপ্তাহের নফল নামাযসমূহ

শুক্রবার রাত্রির নফল নামায

সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রিতে মাগরিব ও এশার ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময় ১২ রাকআত নফল নামায আদায় করিতে হয়। এই নামায সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা মিলাইয়া পড়া যায়। যে ব্যক্তি এই নামায আদায় করিবে, তাহার জন্য আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতের ভিতরে একটি উঁচু বালাখানা তৈয়ার করিবেন। সে যেন সমস্ত মুসলমানের পক্ষে সদকা দিল। আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।

শুক্রবার দিবসের নফল নামায

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, জুময়া'র দিবসে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময় দুই রাকআ'ত নফল নামায পড়া যায়। উহার প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও ২৫ বার সূরা ফালাক্ব দ্বিতীয় রাকআতে একবার সূরা এখলাস ও ২০ বার সূরা ফালাক এবং নামায শেষে নিম্নের দোয়া ৫০ বার পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি এই নামায আদায় করিবে সে আল্লাহকে স্বপ্নে এবং বেহেশতে স্বীয় স্থান না দেখিয়া মৃত্যু বরণ করিবে না। **দোয়া'টি এই ঃ**

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

শনিবার রাত্রির নফল নামায

হযরত আনাস্ ইবনে মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই রাত্রিতে যে কোন সময় ২০ রাকআত নামায পড়া যায়। ইহার প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ৫০ বার সূরা এখলাস এবং একবার করিয়া সূরা ফালাক ও নাস এবং নামাযের পর ১০০ বার করিয়া ইস্তিগফার ও দরূদ শরীফ পড়িতে হয়। অতঃপর নিম্নের দোয়া দুইটির প্রতিটি ১০০ বার করিয়া পড়িতে হয়। **প্রথম**

দোয়াটি এই ঃ ـ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়া লা- কুওয়া ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আযীম।

দ্বিতীয় দোয়াটি এই ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اٰدَمُ صَفِيُّ اللّٰهِ وَفِطْرَتُهٗ وَاِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ ـ وَمُحَمَّدُ حَبِيْبُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না আদামু সফীউল্লাহি ওয়া ফিত্‌রাতুহু; ওয়া ইব্রাহীমু খলীলুল্লাহি আ'য্‌যা ওয়া জাল্লা ; ওয়া মূসা কালীমুল্লাহি তা'আলা; ওয়া ঈ'সা রুহুল্লাহি সুব্‌হানাহু; ওয়া মুহাম্মাদু হাবীবুল্লাহি আয্‌যা ওয়া জাল্লা।

শনিবার দিনের নফল নামায

হযরত সাঈদ (রঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শনিবার দিবসের ভিতরে যে কোন সময় চারি রাকআ'ত নামায পড়া যায়। এই নামায এক সালামে পড়িতে হয়। ইহার প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ৩ বার সূরা কাফিরূন মিলাইয়া পড়িবে। নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পড়িতে হইবে। এই নামাযি ব্যক্তি এক বৎসর রোজা রাখার এবং একটি হজ্জ ও ওমরার সমান সওয়াব পাইবে আর কেয়ামতের দিবসে আরশের ছায়ায় নবী ও শহীদগণের সঙ্গে স্থান লাভ করিবে। নামায শেষে নিজের ও পিতা-মাতার গুনাহ্ মার্জনার জন্য দোয়া' করিবে।

রবিবার রাত্রির নফল নামায

হযরত আমস (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রবিবার রাত্রের মধ্যে যে কোন সময় এক নিয়তে চারি রাকআত নামায পড়িতে হইবে। এই নামাযের প্রথম রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার সূরা এখলাস দ্বিতীয় রাকআতে ২০ বার, তৃতীয় রাকআতে ৩০ বার এবং চতুর্থ রাকআতে ৪০ বার পড়িতে হইবে। নামাযের পর সূরা এখলাস ৭৫ বার ইস্তিগ্‌ফার ৭৫ বার এবং

দরূদ শরীফ ৭৫ বার পড়িতে হইবে। অতঃপর পরে আল্লাহর নিকট গুনাহ মার্জনার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। তিনি তাহার দিলের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

রবিবার দিবসের নফল নামায

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রবিবার দিবসে যে কোন সময় এক নিয়তে চারি রাকআত নামায আদায় করা যায়। ইহার প্রতি রাকআ'তে সূরা ফাতিহার পরে সূরা বাকারার **"আমানার রাসূলু"** হইতে **"আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন"** পর্যন্ত পড়িতে হয়। এই নামাযির আমল নামায় খৃষ্টানদের তাঁহাদের নবীর সংখ্যার তুল্য এবং একটি হজ্জ একটি ওমরার তুল্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহা ব্যতীত প্রতি রাকয়াতের বদলে এক হাজার রাকয়াতের সওয়াব লিখা হইবে এবং বেহেশতের ভিতরে ইহার প্রত্যেকটি অক্ষরের বদলে মেশকের শহর লাভ করিবে। নামাযের পরে নিজের ও পিতা-মাতার গুনাহ্ মার্জনার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া' প্রার্থনা করিবে।

সোমবার রাত্রি বেলার নফল নামায

বর্ণিত আছে, এই রাত্রির যে কোন সময় ১২ রাকআত নামায পড়া যায়। ইহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ৫ বার করিয়া সূরা 'নসর' (ইযাজাআ) পড়িতে হইবে। এই নামায আদায়কারীকে আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতের মধ্যে পৃথিবীর সমান ৭টি মহল দান করিবেন।

সোমবার দিবসের নফল নামায

হযরত আবু জোবায়ের (রঃ) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এই দিবসে চাশ্তের ওয়াক্তে দুই রাকআত নামায পড়া যায়। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে একবার করিয়া আয়াতুল কুরসী, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এবং নামাযের পরে ১০ বার ইস্তিগফার ও ১০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হয়। আল্লাহ পাক এই ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন ইনশাআল্লাহ্।

মঙ্গলবার রাত্রিবেলার নফল নামায

বর্ণিত আছে, মঙ্গলবার রাত্রিবেলা যে কোন সময় ২ রাকআত নামায পড়া যায়। এই নামাযের প্রথম রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার সূরা ফালাক্ব এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ১০ বার সূরা নাস পাঠ করিতে হয়। এই ব্যক্তির জন্য ৭০

সহস্র ফেরেশতা দুনিয়ায় অবতীর্ণ হইয়া কেয়ামত পর্যন্ত তাহার আমলনামায় সওয়াব লিখিতে থাকিবে।

মঙ্গলবার দিবসের নফল নামায

হযরত ইয়াজীদ রুফায়ী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এই দিবসে চাশ্‌তের ওয়াক্তে ১০ রাকআত নামায আদায় করা যায়। এই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা এখলাস পড়িতে হয়। এই ব্যক্তির আমল নামায় সত্তর দিবস পর্যন্ত কোন গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হইবে না। আর ঐ ব্যক্তি এই দিবসে মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে আল্লাহ তা'আলা শহীদী দরজা প্রদান করিবেন এবং তাহার ৭০ বৎসরের পাপ মোচন করিয়া দিবেন।

বুধবার রাত্রি বেলার নফল নামায

হযরত আবু সালেহ (রঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এই রাত্রিতে মাগরিব ও এশার ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময় দুই রাকআত নামায পড়া যায়। এই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর ৫ বার করিয়া আয়াতুল কুরসী, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়িতে হইবে। ১৫ বার ইস্তিগফার পড়িয়া ইহার সওয়াব মাতা-পিতার রূহের প্রতি বখশিশ করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা মাতা-পিতার হক আদায় হইয়া যাইবে। আল্লাহ তাআ'লা এই ব্যক্তিকে সিদ্দীকীন ও শহীদানের তুল্য সওয়াব প্রদান করিবেন ইনশা-আল্লাহ্‌।

বুধবার দিবসের নফল নামায

হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই দিবসে চাশ্‌তের ওয়াক্তে ১২ রাকআত নফল নামায আদায় করা যায়। ইহার প্রতি রাকআ'তে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিন বার করিয়া সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব, ও সূরা নাস পড়িতে হয়। আসমানের ফেরেশতাগণ এই নামাযিকে ডাকিয়া বলে, আপনি নূতনভাবে ইবাদত আরম্ভ করুন। আপনার পূর্ববর্তী গুনাহ্‌ আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাঁহার কবর আজাব ও কবরের সংকীর্ণতা এবং অন্ধকার দূর করিয়া দিবেন। তাহার অমলনামা নবীদের আমলনামার ন্যায় দেখা যাইবে। আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাহার আজাব মাফ করিয়া দিবেন।

বৃহস্পতিবার রাত্রের নফল নামায

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই রাত্রিতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় ১২ রাকআত নফল নামায পড়া যায়। ইহার প্রতি রাকআ'তে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার করিয়া সূরা এখলাস মিলাইয়া পড়িতে হয়। এই নামাযি ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআ'লা ১২ বৎসরের রোজার এবং ১২ বৎসরের রাত্রি বেলার ইবাদতের তুল্য সওয়াব দান করিবেন।

বৃহস্পতিবার দিবসের নফল নামায

বৃহস্পতিবার যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময় দুই রাকআত নফল নামায আদায় করা যায়। এই নামাযের প্রথম রাকআতে ১০০ বার আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাকআতে ১০০ বার সূরা এখলাস পড়িতে হয়। নামাযের পর ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়িতে হয়। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআ'লা রজব, শাবান ও রমজান মাসের রোজার এবং কা'বা শরীফ তওয়াফকারী হাজীদের মু'মীনগণের সংখ্যাতুল্য সওয়াব দান করিবেন। হে আল্লাহ ! আমাদিগকে উক্তরূপ নফল ইবাদত করিবার তওফীক দান করুন।

বার চান্দের ফযীলত ও ইবাদতের বিবরণ

মহররম মাসের ইবাদতের বিবরণ

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহঃ) বলিয়াছেন, মহররম মাসের চাঁদ দেখার রাত্রিতে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করা যায়। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা এখলাস পড়িতে হয়। নামাযের পরে নিম্নের দোয়াটি ৩ বার পড়িতে হইবে।

দোয়াটি এই ঃ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্বূহুন্ কুদ্দূসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল্ মালায়িকাতি ওয়াররূহ্।

মহররমের ১লা তারিখের নফল নামায

"জাওয়াহিরে গায়বী ও রাহাতুল কুলূব" কিতাবে বর্ণিত আছে, মহররমের ১লা তারিখ্ দিনের বেলা যে কোন সময় দুই রাকআ'ত নফল নামায পড়া যায়।

ইহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস ৩ বার করিয়া পড়িতে হয়। আর নামাযের পরে হাত উঠাইয়া নিম্নের দোয়াটি ৩ বার পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি এই নামায পড়িবে তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন, তাঁহারা নামাযি ব্যক্তির কাজেকর্মে সাহায্য করিবে এবং শয়তান যাহাতে তাহাকে ধোঁকা দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিবে। **দোয়াটি এই ঃ**

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَبَدُ الْقَدِيْمُ ـ هٰذِهٖ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ اَسْئَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ وَالْاَمَانَ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَابِرِ ـ وَمِنْ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ وَّ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْاٰفَاتِ ـ وَاَسْئَلُكَ الْعَوْنَ وَالْعَدْلَ عَلٰى هٰذِهِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَالْاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْكَ يَا بَرُّ يَا رَؤُفُ ـ يَارَحِيْمُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহুল্ আবাদুল্ ক্বাদীমু হাজিহী সানাতুন জাদীদাতুন্ আস্য়ালুকা ফীহাল ই'ছমাতা মিনাশ্ শায়ত্বানির্ রাযীমি ; ওয়াল্ আমানা মিনাস সুলত্বানিল্ জাবিরি ওয়া মিন্ কুল্লি যী শাররিওঁ ওয়া মিনাল বালায়ি ওয়াল্ আফাতি ওয়া আস্য়ালুকাল্ আ'ওনা ওয়াল্ আ'দ্লা আ'লা হাযিহিন্ নাফ্সিল্ আম্মারাতি বিচ্ছুয়ি ওয়াল্ ইশ্তিগালা বিমা ইয়ুক্বার্রিবুনী ইলাইকা ইয়া বাররু ইয়া রউ'ফু ইয়া রহীমু ইয়া যাল্ জালালি ওয়াল্ ইক্রামি।

আর এক বর্ণনায় আছে, মহররম মাসের প্রথম রত্রিতে যদি কোন ব্যক্তি আট রাকআত নামায এইরূপে আদায় করে যে, উহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার সূরা এখলাস পাঠ করিবে দুই দুই রাকআ'তের নিয়তে চারি রাকাআত নামায পড়িবে। যদি নামাযি ব্যক্তি ও তাহার পরিবার পরিজন শিরক বিদআ'তে শরীক না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গের জন্য রোজ কেয়ামতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবশ্যই শাফায়া'ত করিবেন।

আশুরার রাত্রি বেলার নফল নামায

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে লোক মহররম মাসের দশ তারিখ রাত্রিতে দুই রাকআত করিয়া মোট আট রাকআ'ত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার করিয়া সূরা

এখলাস পাঠ করিবে আল্লাহ তাআ'লা তাঁহার মাল-আসবাব ও সন্তান সন্ততিদিগকে সমস্ত বৎসর হেফাজত করিবেন এবং নিজের সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করিবেন। আর নামাযি ব্যক্তির পূর্বের এক বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

আশুরার দিনের বেলার নফল ইবাদত

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জন্য জাহান্নামের আজাব হারাম করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন মহররম মাসে আশুরার দিন (নফল) রোজা রাখে।

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মহররম মাসের প্রথম ১০ দিন রোজা রাখিবে, সে যেন ১০ হাজার বৎসর যাবত দিনের বেলা রোজা রাখিল এবং রাত্রিবেলা ইবাদতে জাগরিত থাকিল।

হাদীস ঃ হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তাআ'লার পছন্দনীয় মাস মহররমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও। যে ব্যক্তি মহররম মাসের সম্মান করিবে, আল্লাহ তাআ'লা তাহাকে জান্নাতের মধ্যে সম্মানিত করিবেন এবং জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ রমজানের রোজার পরে মহররমের ১০ তারিখের রোজা অন্যান্য সমস্ত রোজা হইতে উত্তম।

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ মহররমের ১০ তারিখে রোজা রাখা হযরত আদম (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের উপর ফরজ ছিল। এই দিবসে ২০০০ নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ২০০০ নবীর দোয়া কবুল করা হইয়াছে। (রযীন)

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আশুরার রোজা রাখিল, সে যেন ৬০ বৎসর দিনে রোজা ও রাত্রিতে ইবাদত করিবার সওয়াব লাভ করিল।

হাদীস ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন এক সময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আশুরার দিবসে রোজা রাখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণকেও রোজা রাখিতে বলিলেন। অতঃপর সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (সঃ)! এই দিবসে ইহুদীগণ রোজা রাখিয়া থাকে, তবে কি আমরা তাহাদের অনুকরণ

করিব ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিলেন, আমি জীবিত থাকিলে আগামী বৎসর আশুরার পূর্বের দিনও রোজা রাখিব।

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আশুরার দিবসে নিজ পরিবারবর্গের খাওয়া পরার জন্য বেশী অর্থ খরচ করিবে, আল্লাহ তাআ'লা তাহাকে সে বৎসরের রিযিক কামাইতে ততধিক বরকত দান করিবেন।

সফর মাসের ইবাদতের বিবরণ

সফর মাসের ১লা তারিখে মাগরিবের পরে এশার নামাযের পূর্বে দুই রাকআতের নিয়তে মোট চারি রাকআত নামায কেহ প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ এবং নামাযের পর নিম্নের দুইটি দরূদ শরীফ হইতে যে কোন একটি দরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করিলে, আল্লাহ তাআ'লা তাহার পূর্বকৃত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং হযরত নবী করীম (সঃ)এর স্বপ্নের মাধ্যমে তাহার যেয়ারত নসীব করিবে।

প্রথম দরূদ শরীফ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ وَسَلِّمْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

দ্বিতীয় দরূদ শরীফ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ আ'বদিকা ওয়া হাবীবিকান্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া সাল্লিম।

বর্ণিত আছে, সফর মাসের প্রথম সপ্তাহ অত্যধিক ফযীলতপূর্ণ ও বরকতময়। কেহ যদি প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনগত জুমআর রাত্রিতে এশার নামাযের পরে চারি রাকআত নামায আদায় করতঃ হস্তদ্বয় তুলিয়া স্বীয় মকসুদ পূর্ণের জন্য দোয়া' করে, তবে আল্লাহ তাআ'লা তাহার প্রার্থনা কবুল করিবেন ও তাহাকে নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করিবেন।

আখেরী চাহার শোম্বার ফযীলত

আখেরী চাহার শোম্বার অর্থ সফর মাসের শেষ বুধবার। এই দিনটি মুসলিম জাহানে খুশীর দিন হিসাবে পালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ, হযরত নবী করীম (সঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় নিবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে রোগে অক্রান্ত হন, অতঃপর তিনি এই মাসের শেষ বুধবার দিন সুস্থ হইয়া গোসল করতঃ কিছু খানা খাইয়া মসজিদে নববীতে হাযির হইয়া নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যধিক আনন্দিত হন। আর খুশীর কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) খুশীতে ৭ সহস্র দীনার, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ৫ সহস্র দীনার, হযরত ওসমান (রাঃ) ১০ সহস্র দীনার। হযরত আলী (রাঃ) ৩ সহস্র দীনার এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ১০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য পৃথিবীময় এই আখেরী চাহার শোম্বা দিবসটি প্রতি বৎসর উদযাপন করিয়া আসিতেছে। হযরত নবী করীম (সঃ) এর এই দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি জীবিতকালে গোসল করেন নাই। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে অজু-গোসল করতঃ ইবাদত বন্দেগী করা উচিত এবং হযরত নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সওয়াব রেছানী করা কর্তব্য। আর নিম্নে লিখিত নিয়মে নফল নামায পড়া উচিত। ইহাতে অনেক সওয়াব লাভ হইবে।

"জাওয়াহেরে গায়েবী" কেতাবে বর্ণিত আছে, সফর মাসের শেষ বুধবারে চাশ্‌তের ওয়াক্তে দুই রাকআত নামায নিম্ন নিয়মে আদায় করিলে, আল্লাহ তাআ'লা নামাযি ব্যক্তির অন্তর প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং রুজি রোজগার বাড়াইয়া দিবেন। নিয়ম এই যে, প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে। আর নামাযের পরে সূরা আলাম নাশরাহ্, সূরা ওয়াত্বীনি, সূরা ইযাজাআ ও সূরা এখলাস ৮০ বার করিয়া পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনা করিবে।

আর এক বর্ণনায় আছে এই দিবসে প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পরে নিম্নোক্ত সাত সালাম পড়িয়া শরীরে দম করিতে হয় এবং এই সাত সালাম একটি পানের উপর লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানি পান করিলে আল্লাহর রহমতে

সে ব্যক্তি সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিবে, এবং তাহার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইবে। **সাত সালাম এই ঃ**

(١) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ـ (٢) سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ـ (٣) سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ (٤) سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ـ (٥) سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ ـ (٦) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ـ (٧) سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ (১) সালামুন্ ক্বাওলাম্ মির রাব্বির রাহীম। (২) সালামুন আ'লা নূহিন ফিল্ আ'লামীন, (৩) সালামুন আ'লা ইব্রাহীম, (৪) সালামুন আ'লা মূসা ওয়া হারুন, (৫) সালামুন আ'লা ইলইয়াসীন, (৬) সালামুন আ'লাইকুম ত্বিবতুম ফাদ্খুলুহা খালিদ্বীন, (৭) সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলায়ি'ল ফাজরি।

রবিউল আউয়াল মাসের ইবাদতের বিবরণ

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রহমাতুল্লিল্ আ'লামীন, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীর মাঝে তাশরীফ আনিয়াছিলেন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে এই মাসে এই তারিখেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতঃ আল্লাহ পাকের দরবারে গমন করিয়া ছিলেন। তাই এই বরকতময় দিবসটির গুরুত্ব অত্যধিক।

সারা জাহানের মুসলমানদের নিকট এই দিনটি খুশীর দিন হিসাবে পালিত হইয়া আসিতেছে। যেহেতু আল্লাহ তাঁহার প্রিয় হাবীবকে তিনি এই দিন ধরায় রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দিনে পৃথিবীর মুসলিম সমাজ হযরতের জীবন চরিত আলোচনা করিয়া থাকে, অনেকে দরূদ শরীফ, মীলাদ শরীফ, কোরআন খতম, তসবীহ্-তাহলীল ইত্যাদি নফল ইবাদত করতঃ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি সওয়াব রেছানী করিয়া থাকেন। তবে এই মাসের প্রত্যেক দিবসেই উপরোক্ত ইবাদতসমূহ করা যায় এবং উহার কিছু কিছু নিয়ম এখানে উল্লেখ করিলাম।

বর্ণিত আছে, এই মাসের ১২ তারিখে বুজুর্গ তাবেয়ী'গণ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)এর রূহের মাগ্ফিরাতের জন্য ২০ রাকআ'ত নফল নামায দুই দুই

রাকআ'তের নিয়তে আদায় করিতেন এবং প্রত্যেক রাকআ'তে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা এখলাস পড়িতেন। নামায শেষে আল্লাহর হাবীবের প্রতি সওয়াব রেছানী করিতেন। তাহারা ইহার বরকতে স্বপ্নে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দর্শন এবং দোজাহানের খায়ের ও বরকত লাভ করিতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি নিম্নের দরূদ শরীফ এই মাসের যে কোন তারিখে এশার নামাযের পরে ১১২৫ বার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে সে হযরত নবী করীম (সঃ)এর স্বপ্নে দর্শন লাভ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

রবিউস-সানী মাসের ইবাদতের বিবরণ

"জাওয়াহেরে গায়েবী" কিতাবে বর্ণিত আছে, রবিউস-সানী মাসের প্রথম তারিখে রাত্রিবেলা চারি রাকআত নফল নামায আদায় করিতে হয়। প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস পড়িতে হয়। এই নামায আদায়কারীর আমলনামায় ৯০ হাজার বৎসরের সওয়াব লিখা হইবে এবং ৯০ হাজার বৎসরের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

আর এক বর্ণনায় আছে, এই মাসের শেষ রাত্রে দুই রাকআ'তের নিয়তে চারি রাকআত নফল নামায প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস পড়িতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নামাযীর কবর আজাব মাফ করিয়া দিবেন এবং দুনিয়ার জিন্দেগীতে সুখ-শান্তি লাভ করিবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, কোন ব্যক্তি যদি এই মাসের প্রথম সপ্তাহে যে কোন দিন দুই রাকআতের নিয়তে মোট চারি রাকআত প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার সূরা এখলাস দ্বারা পাঠ করিবে এবং নামাযের পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০০ বার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআ'লা নামাযি ব্যক্তির শত্রু দমন করিয়া দিবেন এবং তাহার ধনসম্পদ বাড়াইয়া সৌভাগ্যশালী করিবেন।

দ রূদ শরীফ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিচ্ছাদিক্বিল্ আমীনি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

জমাদিউল আউয়াল মাসের ইবাদতের বিবরণ

বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি যদি এই মাসের প্রথম তারিখে দিনের বেলা দুই রাকআ'তের নিয়তে মোট ৮ রাকআত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রত্যেক রাকআ'তে সূরা ফাতিহা ১১ বার করিয়া সূরা এখলাস দ্বারা আদায় করিবে, আল্লাহ তাআ'লা উক্ত নামাযিকে অসংখ্য সাওয়াব দান করিবেন এবং তাঁহার দিলের নেক নিয়ত পূর্ণ করিয়া দিবেন।

আরও বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ)এর সাহাবীগণ এই মাসের প্রথম তারিখে দুই রাকআতের নিয়তে মোট ২০ রাকআ'ত নামায আদায় করিতেন এবং ইহার প্রত্যেক রাকআ'তে সূরা ফাতিহার পরে একবার করিয়া সূরা এখলাস এবং নামাযের পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিতেন। এই নামায়ীর আমলনামায় অসংখ্য নেকী লিখা হইবে এবং তাহার সমস্ত নেক নিয়ত পূর্ণ করা হইবে। **দরূদ শরীফ এই ঃ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

জমাদিউস সানী মাসের ইবাদতের বিবরণ

জমাদিউস-সানী মাসের নফল ইবাদত সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হইল। বর্ণিত আছে, জমাদিউস-সানী মাসের পহেলা তারিখে হযরত আদ্

বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট ১২ রাকআত নামায আদায় করিতেন। ইহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা এখলাস পড়িতেন। কেহ কেহ সূরা এখলাসের পরে ৩বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করিতেন। এই নামাযে অসংখ্য নেকী লাভ হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যদি কোন ব্যক্তির সংসার জীবনে অশান্তি বিশৃংখলা লাগিয়া থাকে, শান্তির কোন আলামত দেখা না যায়, তবে সে এই মাসে দৈনিক ফজর ও মাগরিব নামাযের পরে নিম্নোক্ত তসবীহ্ দুইটি ১০০ বার করিয়া পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে তাহার সর্বপ্রকার সাংসরিক অশান্তি বিশৃংখলা দূর হইয়া শান্তি বিরাজ করিবে এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হইতে থাকিবে। **তসবীহ দুইটি এই ঃ**

(১) هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ (হুওয়াল হাইউল কাইয়ূমু)

(২) هُوَ الْغَنِىُّ الْمَتِيْنُ ـ (হুওয়াল গানিয়ুল মাতীনু)

আরও বর্ণিত আছে, এই মাসের ১৩/১৪ ও ১৫ তারিখে রাত্রিবেলা দুই রাকআতের নিয়তে চারি রাকআত নামায আদায় করিলে প্রত্যেক রাকআ'তে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাছ ১৫ বার করিয়া পাঠ করিবে। আল্লাহ্ তাআলা তাহার আমলনামায় অশেষ সওয়াব প্রদান করিবেন।

রজব মাসের ইবাদতের বিবরণ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন রজব মাসের চাঁদ দেখিতেন, তখন হস্ত মোবারকদ্বয় তুলিয়া এই দোয়া পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا اِلٰى شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগ্না ইলা শাহরি রামাদ্বান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! রজব ও শা'বান মাসে আমাদেরকে বরকত দান করুন এবং আমাদিগকে রমজান মাস নসীব করুন।

"খোলাছাতুল আখবার" কিতাবে উল্লেখ আছে, রজব মাসের প্রথম, পনর ও

শেষ তারিখ যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে এবং উক্ত দিবসে গোসল করিবে, সে ব্যক্তি তাহার সকল গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে। সেই ব্যক্তি ঐ দিবসের ন্যায় পবিত্র হইয়া যাইবে, যেই দিবসে সে তাহার মায়ের উদর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

হযরত ওয়ায়েছ ক্বরনী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রজব মাসের দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ১৪ ১৫ ও ১৭ তারিখে এবং ২৩ , ২৪ ও ২৫ শা তারিখে রোজা রাখিবে। এবং উক্ত দিনসমূহে রোজাবস্থায় চাশতের ওয়াক্তে গোসল করতঃ কাহারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়া চারি রাকআ'তের নিয়তে মোট ১২ রাকআ'ত নামায প্রথম চারি রাকায়া'তে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর তিনবার এবং নামায শেষে নিম্নোক্ত দোয়া' ৭০ বার পাঠ করিবে। **দোয়াটি এই ঃ**

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ মালিকুল্ হাক্কুল্ মুবীন।

অতঃপর দ্বিতীয় চারি রাকয়াতের নিয়ত করতঃ সূরা ফাতিহার পরে সূরা নসর তিনবার এবং নামায শেষে নিম্নোক্ত দোয়া'টি ৭০ বার পাঠ করিবে।

দোয়া'টি এই ঃ

اِنَّكَ قَوِىٌّ مُّعِيْنٌ وَّاحِدِىٌّ دَلِيْلٌ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাকা ক্বাবিয়্যুম্ মুঈ'নুওঁ ওয়াহিদিয়্যুন্ দলীলুন্ বিহাক্কি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ী'ন।

তারপর তৃতীয় চারি রাকআতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করিয়া সূরা এখলাস এবং নামায শেষে বুকের উপর হাত রাখিয়া সূরা "আলাম্ নাশ্‌রাহ্ লাকা" ৭০ বার পাঠ করিবে, অতঃপর হাত তুলিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে যাহাই প্রার্থনা করিবে, তিনি তাহা কুবল করিবেন ইনশা আল্লাহ্।

লাইলাতুর্ রাগায়িবের বিবরণ

মশহুর মাশায়েখগণ রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের রাত্রিকে "লাইলাতুর রাগায়িব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই রাত্রিতে মাগরিব নামাযের পরে দুই

রাকআতের নিয়তে মোট ১২ রাকআত নামায আদায় করিবে। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ক্বদর তিনবার এবং সূরা এখলাস দশবার এবং নামায শেষে নিম্নের দরূদ শরীফ ৭০ বার পড়িবে। **দরূদ এই ঃ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সেজদায় যাইবে এবং নিম্নের দোয়া' ৭০ বার পড়িবে। **দোয়া'টি এই ঃ**

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ۔

উচ্চারণ ঃ সুব্বুহুন্ কুদ্দূসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহ্।

তৎপর সেজদা হইতে উঠিয়া নিম্নের দোয়া' ৭০ বার পড়িবে।

দোয়া'টি এই ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্ফির্ ওয়ারহাম্ ওয়া তাজাওয়ায্ আ'ম্মা তা'লামু ফাইন্নাকা আন্তাল্ আ'লিয়ূল্ আ'যীম।

অতঃপর পুনরায় সেজদায় যাইয়া দ্বিতীয় দোয়া'টি ৭০ বার। সেজদা হইতে উঠিয়া তৃতীয় দোয়া'টি ৭০ বার পড়িবে। এখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলিয়া যাহাই প্রার্থনা করিবে, তিনি তাহাই কবুল করিবেন।

শবে এস্তেফ্তাহ্ এর বিবরণ

রজব মাসের ১৫ তারিখের রাত্রকে আওলিয়া মাশায়েখগণ "শবে এসতেফ্তাহ্" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মহান রাত্রের নফল ইবাদতে অনেক মুমিন বান্দার মনের আকাঙখা পূর্ণ হয় এবং ভাগ্য খুলিয়া যায়। এই রাত্রির নফল ইবাদতের কতিপয় নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

১। রজব মাসের ১৫ তারিখ রাত্রিতে অজু গোসল করতঃ পাক পবিত্র পোশাক পরিধান করতঃ দুই দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট আট রাকআ'ত নামায প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস দ্বারা আদায় করিবে। এই নামাযি ব্যক্তি অসংখ্য সওয়াবের এবং দুনিয়াবী জীবনে সৌভাগ্যশালী ও মান-সম্মানের অধিকারী হইবে।

২। বর্ণিত আছে, এই রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পরে দুই দুই রাকআতের নিয়তে মোট ৫০ রাকআত নামায আদায় করিবে। ইহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে অথবা অন্য যে কোন সূরা মিলাইয়া পড়িবে। এই নামাযের বরকত ও ফজীলত অত্যধিক, যথা ঃ (১) এই নামাযি ব্যক্তি নামায শেষে আল্লাহর দরবারে যাহাই প্রার্থনা করিবে তিনি তাহাই কবুল করিবেন। (২) এই নামাযির সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। (৩) এই নামাযির কবর অত্যধিক উজ্জল হইবে (৪) এই নামাযি ব্যক্তি রোজ কেয়ামতে মুত্তাকী, নেকবখ্ত ও শহীদানের শামিল হইবে এবং আম্বিয়াগণের সঙ্গে জান্নাতে দাখিল হইবে।

৩। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ রজব মাসের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট সময় (তারিখ) রহিয়াছে, সেই তারিখে নফল নামায পড়িলে তাহার তকদীরে ১০০ বৎসরের নফল নামাযের সওয়াব লাভ হইবে। তবে বুজুর্গ ব্যক্তিগণ ধারণা করিয়াছেন, এই সৌভাগ্য শীল রাত্রটি হইতেছে ১৫ই রজবের রাত্র, যাহা "শবে এস্তেফ্তাহ্" নামে আখ্যায়িত।

৪। বর্ণিত আছে, ১৫ রজবের রাত্রিবেলা দুই দুই রাকআতের নিয়তে মোট ৭০ রাকআত নফল নামায আদায় করিবে। ইহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা চারিবার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে। এই নামাযি ব্যক্তির আমলনামায় দুনিয়ার বৃক্ষসমূহের সংখ্যানুযায়ী সওয়াব লিখা হইবে।

শবে মি'রাজ-এর বিবরণ

রজব মাসের সাতাইশ তারিখের রাত্রটি শবে মি'রাজ নামে বিখ্যাত। এই রাত্রিতে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) মর্তলোক হইতে বোরাকে চড়িয়া ঊর্ধ্বলোকে গমন করতঃ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করিয়া সপ্ত আসমানসহ ঊর্ধ্বলোকে মহা শূন্যের বহু অলৌকিক ঘটনা ও বস্তু সমূহ দর্শন করতঃ সর্বোত্তম ইবাদত

নামাযকে উপঢৌকন হিসাবে লাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এই রাত্রটি বহুত বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ রাত্র। এই রাত্রের নফল ইবাদত ও নামায অত্যাধিক সওয়াবের বিষয়। এই সম্পর্কে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হইল ঃ

জলীলুল ক্বদর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ রজব মাস প্রাপ্ত হইলে তোমরা এই মাসে বেশী পরিমাণে নফল ইবাদত করিও। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) নিম্নের দোয়াটি অনেকবার পাঠ করিতেন। **দোয়া'টি এই ঃ**

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا اِلٰى شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগ্‌না ইলা শাহ্‌রি রমাদ্বান।

আর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, শবে মি'রাজের রাত্রিতে দুই রাকয়া'তের নিয়তে চার রাকআত নফল নামায আদায় করিবে। ইহার প্রত্যেক রাক্‌য়াতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে। এবং দুই রাকয়াতের পর ২০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং হাত তুলিয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিবে। এই নামাযি ব্যক্তি অসংখ্য সওয়াব লাভ করিবে, তাহার ঈমান মজবুত হইবে এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইতে থাকিবে।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে, শবে মি'রাজের রজনীতে দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট চার রাকআত নামায আদায় করিবে। এই নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা মিলাইয়া পাঠ করিবে। নামায শেষ করতঃ কালেমায়ে তামজীদ, দরূদ শরীফ ও তওবায়ে ইস্তিগ্‌ফার প্রত্যেকটি ১০০ বার করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর সেজদায় যাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যেই সমস্ত বিষয় নেক আকাঙ্খা করিবে, তিনি তাহা কবুল করিবেন।

শা'বান মাসের ইবাদতের বিবরণ

বৎসরের বার মাসের মধ্যে অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসের মর্যাদা ও ফযীলত অত্যধিক বেশী। এই মাসের মধ্যে "শবে বরাত" নামে একটি রাত্র আছে, যাহার ফযীলত সম্পর্কে কুরআন শরীফে ও হাদীস শরীফে বর্ণিত

হইয়াছে। এই রজনীভর জাগরিত থাকিয়া নফল ইবাদত বন্দেগী করিলে অসংখ্য সওয়াব লাভ হয়। এই ইবাদত সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

"ফাজায়েলে শুহুর" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, এই মাসের পহেলা রজনীতে দুই রাকয়া'তের নিয়তে মোট ১২ রাকআ'ত নামায আদায় করিবে। ইহার প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১৫ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে। এই নামাযির আমলনামায় অশেষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে।

আর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবুল কাসেম সফ্ফার (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই রজনীতে এক নিয়তে ৮ রাকআ'ত নামায আদায় করিবে। এই নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে। নামায শেষে ইহার সওয়াব হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) এর রুহ্ মোবারকের প্রতি বখশিশ করিবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিয়াছেন, এই নামাযি ব্যক্তির শাফায়া'ত না করিয়া আমি বেহেশতে গমন করিব না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, শাবান মাসের যে কোন জুমুআ'র দিবসে দুই রাকয়া'তের নিয়াতে মোট চার রাকয়াত নামায আদায় করিবে। এই নামাযের প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ৩০ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে। নামাযের পরে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। এই নামাযি ব্যক্তি একটি হজ্জ ও একটি ওমরার তুল্য সওয়াব লাভ করিবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি শা'বান মাসে খুলুছিয়াতের সহিত ৩০০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাহার শাফায়া'তের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাইবে। দরূদ শরীফের মধ্যে এই দরূদ শরীফটি অন্যতম। দরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

শবে বরাতের মর্যাদা ও ফজীলত

শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ يَّعْمَلُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْراً ـ

উচ্চারণ ঃ তূবা লিমাইয়্যা'মালু ফী লাইলাতিন্ নিছ্ফি মিন্ শা'বানা খাইরান।

অর্থ ঃ যাহারা শা'বান মাসের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ইবাদত করিবে, তাহাদের জন্যই সৌভাগ্য ও আনন্দ।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ صَامَ خَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ اَبَداً ـ

উচ্চারণ ঃ মান ছ্বামা খামিসা আ'শারা মিন্ শা'বানা লাম্ তামাচ্ছাহুন্ নারু আবাদা।

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি শা'বান মাসের ১৫ই তারিখে রোজা রাখিবে, তাহাকে জাহান্নামের আগুন কখনও স্পর্শ করিবে না।

আর এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَرْحَمُ عُصَاةَ اُمَّتِىْ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِعَدَدِ شُعُوْرِ اَنْعَامِ بَنِىْ كَلْبٍ وَبَنِىْ رَبِيْعَ وَمُضَرَ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ইয়ারহামু উ'ছাতা উম্মাতী ফী লাইলাতিন্ নিছ্ফি মিন্ শা'বানা বিআ'দাদি শুউ'রি আন্য়া'মি বনী কিলাবিওঁ ওয়া বনী রবীআ' ওয়া মুদ্বার।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে বনী কেলাব, বনী রবী' ও বনী মুদ্বার কওমের ভেড়া ও বকরীর পশমের সংখ্যা পরিমাণ গুনাহগার উম্মতগণকে ক্ষমা করিয়া দেন।

আর এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قُوْمُوْا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَاِنَّهَا لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ فَاِنَّ اللّٰهَ يُنَادِىْ فِيْهَا هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আ'ন্ আবী বাক্‌রিনিছ্ ছিদ্দীক্ব রাদ্বী আল্লাহু তাআলা ক্বালা, ক্বালা রাসূলুল্লাহি ছল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা, ক্বুমূ লাইলাতান্ নিছ্‌ফি মিন্ শা'বানা ফাইন্নাহা লাইলাতুম্ মুবারকাতুন্ ফাইন্নাল্লাহা ইয়ুনাদী ফীহা হাল্ মিম্ মুস্‌তাগ্‌ফিরিন্ ফাগ্‌ফিরহু।

অর্থ ঃ হযরত অবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা শা'বান মাসের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া ইবাদতে মগ্ন হও। যেহেতু ঐ রাত্রটি বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ। ঐ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা ডাকিয়া বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেহ ক্ষমা প্রার্থী আছে কি ? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেনঃ বরাতের রাত্রিতে ইবাদতের নিয়তে সন্ধ্যার পরে যেই ব্যক্তি ভালভাবে গোসল করিবে, তাহার গোসলের পানির প্রত্যেকটি ফোটার পরিবর্তে ৭০০ রাকআত নামাযের তুল্য সওয়াব লাভ হইবে।

শবে বরাতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَاٰتِ النَّفْلِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআ'তাই ছলাতি লাইলাতিল বারায়াতিন্ নাফ্‌লি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে শবে বরাতের দুই রাকআত নফল নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

শবে বরাতের রাত্রিতে দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে যত বেশী সম্ভব নামায আদায় করিবে। এই নামাযের প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস তিন বার, ১০ বার, ২১ বার, ২৭ বার, ৩৩ বার কিংবা ৫০ বার পর্যন্ত পড়া যায়। তবে কম সূরা পড়িয়া বেশী নামায আদায় করিবার চেষ্টা করিবে। এই পবিত্র রজনীতে নামায ব্যতীত অন্যান্য ইবাদত করিলেও অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। যেমন ঃ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, তসবীহ্-তাহ্লীল, যিকির আয্কার, দোয়া ও দরূদ শরীফ, তওবায়ে ইস্তেগ্ফার ইত্যাদি পাঠ করা। ইহা ব্যতীত গরীবদিগকে দান খয়রাত করা, খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ করায় বহুত সওয়াব পাওয়া যাইবে। সমস্ত রাত্র ব্যাপী ইবাদত বন্দেগীতে কাটাইয়া ফজরের নামায আদায় করতঃ নিদ্রা যাওয়া উচিৎ। আর নফল ইবাদত করতঃ যাহাতে ফজরের নামায কাজা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।

শবে বরাত উপলক্ষে বেদয়াতী রুসম-রেওয়াজ পরিহার করিতে হইবে। যেমন ঃ পটকা ফুটানো, আঁতশবাজি করা, বেহুদা কবর স্থানে মোমবাতি জ্বালানো ইত্যাদি বর্জন করা কর্তব্য। ইহাতে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হইবে। খবরদার এই সমস্ত বেদয়াতী কার্যাদি হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

রমজান মাসের ইবাদতের বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা পুরা রমজান মাসব্যাপী মুসলমানদের প্রতি রোজা রাখা ফরজ করিয়া দিয়াছেন। এই রোজা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া- আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ কুতিবা আ'লাইকুমুছ্ ছিয়া-মু কামা- কুতিবা আ'লাল্লাযী-না মিন্ ক্বাব্লিকুম্ লাআ'ল্লাকুম্ তাত্তাকু-ন।

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইয়াছে, যেমন উহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরও ফরজ করা হইয়াছিল। যাহাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

এই রোজার মধ্যে দুইটি ফরজ আদায় হইয়া থাকে, একটি আল্লাহর হুকুম ফরজ রোজা রাখা এবং দ্বিতীয়টি রোজার নিয়ত করা। অতএব প্রত্যেক আকেল বালেগ সুস্থ মুমিনবান্দাকে রোজা রাখিবার জন্য সচেতন থাকিতে হইবে।

রোজা সম্পর্কে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اَوَّلَهٗ اِلٰى اٰخِرِهٖ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ মান্ ছ্বামা রামাদ্বানা ঈমানাওঁ ওয়া ইহ্তিসাবান্ খারাজা মিন্ যুনূবিহী কাইয়াওমিওঁ ওয়ালাদাত্হু উম্মুহূ। ওয়া ফী রিওয়াইয়াতিন্ মান্ ছ্বামা রামাদ্বানা আউয়্যালাহু ই'লা আখিরিহী খারাজা মিন যুনূবিহী কাইয়ামিওঁ ওয়ালাদাত্হু উম্মুহূ।

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খায় রমজান মাসে রোজা রাখিবে, সেই ব্যক্তি গুনাহ হইতে এমনিভাবে নিষ্পাপ হইয়া যাইবে, যেমনিভাবে মাতৃউদর হইতে জন্ম হইবার পর নিষ্পাপ ছিল। আর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, যেই ব্যক্তি রমজান মাসের রোজা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে পালন করিবে, সেই ব্যক্তি গুনাহ হইতে এমনিভাবে নিষ্পাপ হইয়া যাইবে, যেমনিভাবে সে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার দিন নিষ্পাপ ছিল।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيٰطِيْنُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইযা জায়া রামাদ্বানু ফুতিহাত্ আব্ওয়াবুল জান্নাতি ওয়া গুল্লিক্বাত আব্ওয়াবুন্ নারি ওয়া ছুফ্ফি দ্বতিশ্ শাইয়াত্বীন।

অর্থ ঃ যখন রমজান মাস আগমন করিয়া থাকে, তখন জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর শয়তানকে বাঁধিয়া রাখা হয়।

অন্য আরও এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَاَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفْتَحُ الاوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلاَتُغْلَقُ اِلاَّ اٰخِرِلَيْلَةٍ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আব্ওয়াবাল্ জান্নাতি ওয়া আব্ওয়াবাস্ সামায়ি লাতুফ্তাহুল্ আউয়্যালি লাইলাতিম্ মিন্ শাহ্রি রমাদ্বানা ওয়া লা-তুগ্লাকু ইল্লা আখিরি লাইলাতিন্।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই রমজান মাসের প্রথম রাত্রিতেই জান্নাত ও আসমান সমূহের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হইয়া থাকে এবং উহা মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করা হইবে না। আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ مَرْحَبًا بِشَهْرٍ خَيْرِ كُلِّهِ صِيَامِ نَهَارِهِ وَقِيَامِ لَيَالِهِ وَالنَّفْقَةَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ ،

উচ্চারণ ঃ ইযা দাখালা শাহ্রু রামাদ্বানা মার্হাবান্ বিশাহ্রিন্ খাইরি কুল্লিহী সিয়ামী নাহারিহী ওয়া ক্বিয়ামী লাইয়ালিহী ওয়ান্ নাফ্ক্বাতা ফী সাবীলিল্লাহ্।

অর্থ ঃ যখন রমজান মাস আগমন করিয়া থাকে, তখন আনন্দ খুশী ও উৎফুল্লতাও আগমন করিয়া থাকে। এই মাস সম্পূর্ণই পুণ্যময়। রাত্রিবেলা নামায ও ইবাদতে জাগরিত থাকা এবং দিনের বেলা রোজা রাখা আর পরিবারবর্গের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা ; ইহা সমস্তই আল্লাহর রাস্তায় দানের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِذَا كَانَ مِنْ اَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَاللّٰهُ اِلٰى خَلْقِهِ وَاِذَا نَظَرَ اِلٰى عَبْدٍ لَّمْ يُعَذِّبْهُ اَبَدًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইযা কানা মিন্ আউয়্যালি লাইলাতিম্ মিন্ শাহ্রি রামাদ্বানা নাযারাল্লাহু ইলা খালাক্বিহী ওয়া ইযা নাযারা ইলা আ'বদিন লাম্ ইয়ু'আজ্জিবহু আবাদা।

অর্থ ঃ যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুকাতের প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করেন, আর আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, সে কোন সময় শাস্তি ভোগ করিবে না।

অন্য এক হাদীসে আরও বর্ণিত আছে ঃ

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ ـ

উচ্চারণ ঃ আস-সওমু নিস্‌ফুস্ সুব্‌রি ওয়াছ্ সব্‌রু নিসফুল ঈমান।

অর্থ ঃ রোজা হইতেছে ধৈর্যের অর্ধাংশ এবং ধৈর্য হইতেছে ঈমানের অর্ধাংশ স্বরূপ।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আস-সওমু লী ওয়া আনা আজ্‌যী বিহী।

অর্থ ঃ রোজা শুধুমাত্র আমারই সন্তুষ্টির জন্য এবং আমি নিজেই উহার প্রতিদান প্রদান করিব।

রোজার প্রকারভেদ

রোজা চার প্রকার, যথা ঃ (১) ফরজ রোজা, (২) ওয়াজিব রোজা, (৩) নফল রোজা, (৪) মাকরূহ্ রোজা।

(১) ফরজ রোজা ঃ রমজান মাসের রোজা এবং উহার কাজা ও কাফ্‌ফারার রোজা। যে ব্যক্তি এই রোজাকে অস্বীকার করিবে, সে কাফের হইবে।

(২) ওয়াজিব রোজা ঃ নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট মান্নত রোজা।

(৩) নফল রোজা ঃ উপরোক্ত রোজা ব্যতীত অন্যান্য রোজা, যথা শাওয়াল মাসের ৬ রোজা, আইয়্যাম বিজের রোজা। প্রতি মাসের ১৩/১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা, জিলহজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিনের রোজা, মহররম মাসের আশুরার রোজা। শবে বরাতের রোজা, প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোজা ইত্যাদি।

(৪) মাকরূহ রোজা ঃ দুই ঈদের দিনে রোজা রাখা এবং কুরবানী ঈদের পরের তিন দিন রোজা রাখা হারাম।

যে সব কারণে রোজার কাজা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হয়

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করিলে বা করাইয়া লইলে, (২) সিঙ্গা লাগাইয়া রোজা ভঙ্গ হইয়াছে ধারণা করতঃ স্বেচ্ছায় পানাহার করিলে, (৩) স্বেচ্ছায় বীর্য বাহির করিলে, (৪) সুস্থ অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক রোজা না রাখিলে।

বৎসরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম

ঈদুল ফিতেরের দিন, কোরবানীর দিন ও তাহার পরের তিন দিন।

রোজার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আছূমা গাদাম্ মিন শাহ্রি রামাদ্বানাল মুবারাকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাস্ সামীউ'ল আ'লীম।

ইফতারির ফযীলত

সারাদিন রোজা রাখিবার পরে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা অনেক সওয়াবের বিষয়। ইফতার দ্বারা যেভাবে সমস্ত দিবসের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ অসংখ্য সওয়াব লাভ হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مَنْ اَفْطَرَ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِ وَعِتْقًا مِّنَ النَّارِ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ۔

উচ্চারণ ঃ মান্ আফ্তারা ছায়িমান কানা মাগ্ফিরাতাল্ লিজ্জুনূবি ওয়া ই'ত্বক্বাম্ মিনান্নারি বিরাহ্মাতিম্মিনাল্লাহি।

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তি যদি রমজানে কোন রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করায়, তবে তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। আর সেই ব্যক্তি জাহান্নামের অগ্নি হইতে আল্লাহর রহমতে নাজাত পাইবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, রমজান মাসে কোন ব্যক্তি যদি কোন রোজাদারকে খেজুর কিংবা মিষ্টি, শরবত অথবা অল্প পরিমাণ দুধ দ্বারাও ইফতারী করায়, তবে তাহার জন্য রমজান মাসের প্রথম অংশে আল্লাহর রহমত ও করুণা, দ্বিতীয় অংশে ক্ষমা এবং তৃতীয় অংশে জাহান্নামের আজাব হইতে নাজাতের সুসংবাদ রহিয়াছে।

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুম্‌তু ওয়া তাওয়াক্কালতু আ'লা রিয্‌ক্বিকা ওয়া আফ্‌তারতু বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার জন্য রোজা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া রুজীর উপর ভরসা করিয়াছি এবং তোমার রহমতের উপর ইফতার করিতেছি। হে সর্বোচ্চ দয়ালু ও দয়াময়।

তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

রমজান মাসে এশার নামাযের পরে বেতের নামাযের পূর্বে বিশ রাকআত তারাবীর নামায একাকী অথবা জামায়াতের সহিত আদায় করিতে হয়। এই নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। ইহা দুই দুই রাকয়াতের নিয়তে আদায় করিতে হয়।

তারাবীহ্ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوتِ التَّرَابِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্‌আতাই ছালাতিত তারাবীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ অমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকআত তারাবীহ্‌র সুন্নত নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

জামায়াতের সহিত আদায় করিলে ঃ "এই ইমামের পিছনে একতেদা করিলাম" বলিতে হইবে। দুই দুই রাকয়াতের পরে যে কোন একটি দরূদ শরীফ পড়িতে হয়। আর চার রাকয়া'তের পরে দোয়া পড়িতে হয়।

তারাবীহর দোয়া'

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ ـ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِى لَايَنَامُ وَلَايَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ـ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা যিল্ মুলকি ওয়াল মালিকূতি, সুব্হানা যিল্ ইজ্জাতি ওয়াল্ আ'যমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল্ কুদরাতি ওয়াল্ কিব্রিয়ায়ি ওয়াল্ জাবারূতি, সুবহানাল্ মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা-ইয়ানামু ওয়া লা-ইয়ামূতু আবাদান আবাদা। সুব্বুহুন্ কুদ্দূসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার্রূহ্।

তারাবীহ্ নামাযের মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ـ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَا بَارُّ ـ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ـ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসয়ালুকাল্ জান্নাতা ওয়া নাউ'যুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খালিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্নারি। বিরাহমাতিকা ইয়া আ'যীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া ছাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিক্বু ইয়া বাররু। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি। ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

শবে কদরের ফযীলত ও নামাযের বিবরণ

পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে সর্বোত্তম একটি রাত্র রহিয়াছে বিধায় এই মাসের ফযীলত অনেক বেশী। কিন্তু এই দিন কোন্ তারিখে ইহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ মুহাক্কিক ওলামা ও ইমামগণের ধারণা এই যে, রমজান মাসের ২৭ তারিখের রাত্রটিই ক্বদরের রাত্রি। এই ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পাক কালামে মজীদে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করিয়াছেন, যাহার নাম সূরা ক্বদর। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ ـ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি, ওয়ামা আদ্‌রাকা মা-লাইলাতুল ক্বাদরি। লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি খাইরুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌র, তানাযযালুল্ মালায়িকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আম্‌রিন্ সালাম; হিয়া হাত্তা মাত্বলাঈ'ল্ ফাজ্‌রি।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্বদরের রাত্রিতে কুরআনকে নাযিল করিয়াছি। আপনি (হে রাসূল) জানেন কি ক্বদরের রাত্রটি কি ? ক্বদরের রাত্রটি হাজার মাস হইতেও উত্তম। এই রাত্রে ফেরেশতাগণ ও রূহ্‌সমূহ আল্লাহর হুকুমে দুনিয়ার সর্বত্র অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রভাত হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা শান্তি ও সালামতির সহিত বিরাজিত থাকে।

অর্থাৎ কোন মুমিন ব্যক্তি যদি এই ক্বদরের রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া নফল ইবাদত করে, তবে সে হাজার মাস নফল ইবাদতের সওয়াব হইতেও বেশী সওয়াব লাভ করিবে। আর আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা মণ্ডলী তাঁহার অশেষ রহমত নিয়া দুনিয়ায় অবতীর্ণ হইয়া ইবাদতকারী নেক বান্দাগণের মাঝে উহা বিতরণ করিয়া থাকেন এবং ঐ রাত্রিতে প্রভাত পর্যন্ত আল্লাহর রহমত ও শান্তি দুনিয়ার বুকে বিরাজ করিয়া থাকে আর ইবাদতকারী মু'মিন বান্দাগণ জাহান্নামের আজাব হইতে নাজাত পাইয়া থাকে। এই বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَيَّنَ الَّيَالِىَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা তা'আলা যাইয়্যানাল্ লাইয়ালিয়া বিলাইলাতিল্ ক্বাদ্‌রি।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার রাত্রসমূহকে ক্বদরের রাত্রি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ رَفَعَ اللّٰهُ قَدْرَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ মান আদ্‌রকা লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি রাফাআ'ল্লাহু ক্বাদ্‌রাহু ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি।

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রি পাইবে (এবং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিবে) মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে তাহার মর্যাদা অত্যাধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিবেন। অন্য আর এক হাদীসে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَفْضَلُ اللَّيَالِىْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আফ্‌দ্বালুল্ লাইয়ালী - লাইলাতুল ক্বাদ্‌রি।

অর্থ ঃ সমস্ত রাত্রির ভিতরে ক্বদরের রাত্রই সর্বোত্তম।"

যেহেতু এই রাত্রির ইবাদতে যেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় অন্য যে কোন রাত্রির ইবাদতে সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় না, তাই এই রাত্রটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি।

আর এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস ও এ'তেকাফের সহিত ক্বদরের রাত্রিতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ইবাদত করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রি পাইবার পর ঐ রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগী করিবে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি জাহান্নামের অগ্নি হারাম করিয়া দিবেন।

ক্বদরের নামায আদায়ের নিয়ম

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি চার রাকয়াত নামায ক্বদরের রাত্রিতে আদায় করিবে এবং উক্ত নামাযের প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে ২১ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করিয়া দিবেন এবং বেহেশতের মধ্যে এক সহস্র মনোমুগ্ধকর মহল তৈয়ার করিয়া দিবেন।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ক্বদরের রজনীতে চার রাকআত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ক্বদর ও সূরা এখলাস তিনবার করিয়া পাঠ করিবে। নামায শেষে সেজদায় যাইয়া নিম্নের দোয়া'টি কিছু সময় পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে যাহাই প্রার্থনা করিবে তিনি তাহাই কবুল করিবেন এবং তাহার প্রতি অসংখ্য রহমত বর্ষিত করিবেন। **দোয়াটি এই ঃ**

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি রমজান মাসের ২৭ তারিখের রজনীকে জীবিত রাখিবে, (অর্থাৎ সমস্ত রজনী ইবাদতে কাটাইয়া দিবে) তাহার আমলনামায় আল্লাহ তা'আলা ২৭ হাজার বৎসরের ইবাদতের তুল্য সওয়াব প্রদান করিবেন এবং বেহেশতের মধ্যে অসংখ্য মনোরম বালাখানা নির্মাণ করিবেন যাহার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নন।

ক্বদরের রাত্রিতে নামায আদায়ের নিয়ম এই যে, এশার নামাযের পরে তারাবীহ নামায আদায় করতঃ বেতের নামায বাদ রাখিয়া দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে যত বেশী সম্ভব নামায আদায় করিবে। সেহ্রীর পূর্বে বিতের নামায আদায় করিয়া সেহরী খাইয়া কিছু সময় তসবীহ-তাহলীল ও যিকির করিবে। তৎপর ফজরের নামায আদায় করিবে।

এই রাত্রিতে প্রতি চার রাকআত অন্তর নিম্নের দোয়া'টি ১০০ বার করিয়া পাঠ করিবে। **দোয়া'টি এই ঃ**

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুয়্যুন্ তুহিব্বুল আ'ফ্ওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

আর এক বর্ণনায় আছে যে, ক্বদরের রজনীতে প্রতি চার রাকআত নামাযের পরে নিম্নের দোয়া'টিও ১০০ বার পাঠ করিলে অসংখ্য সওয়াব লাভ হইবে। **দোয়া'টি এই ঃ**

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ ـ فَاعْفُوْا عَنِّىْ يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা আ'ফুয়্যুন্ তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফূ আ'ন্নী ইয়া গাফূরু ইয়া গাফূরু।

সমস্ত রাত্রি নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল ইবাদতেও অসংখ্য সওয়াব লাভ হইবে। যেমন কুরআন শরীফ তিলওয়াত করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং যিকির-আযকার ও তাওবায়ে ইস্তিগফার পাঠ করা।

ক্বদরের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাক্আ'তাই ছালাতি লাইলাতিল কাদরি, মুতাওয়াজ্জিহান ইল' জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকআত ক্বদরের নফল নামায আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার।

এ'তেকাফের বিবরণ

রমজান মাসের শেষ দশদিনে এ'তেকাফে বসা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। এ'তেকাফ তিন প্রকার, যথা ঃ (১) ওয়াজিব এ'তেকাফ, (২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ এ'তেকাফ, এবং (৩) মুস্তাহাব এ'তেকাফ।

ওয়াজিব এ'তেকাফ হইতেছে, যদি কোন ব্যক্তি এ'তেকাফে বসিবার জন্য মান্নত করিলে, ইহা আদায় করা মান্নতকারীর উপর ওয়াজিব হইয়া যায়।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ এ'তেকাফ হইতেছে, ইবাদতের নিয়তে নির্জন স্থানে মসজিদের মধ্যে রমজানের শেষ দশ দিনে এ'তেকাফে বসা।

আর এই প্রকার এ'তেকাফ ব্যতীত (রমজান মাসের শেষ দশ দিন বাদে) বৎসরের অন্য যে কোন সময় এ'তেকাফে বসাকে মুস্তাহাব (নফল) এ'তেকাফ বলা হয়। এ'তেকাফের জন্য তিনটি বিষয়ের দরকার হয়, প্রথম– মসজিদ হইতে হইবে, দ্বিতীয়– এ'তেকাফের নিয়ত করিতে হইবে, তৃতীয় জানাবাত ও হায়েজ নেফাস হইতে পাক হইতে হইবে।

মহিলারা এ'তেকাফে বসিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাদের মসজিদে যাইতে হইবে না, তাহারা নিজ নিজ গৃহের নির্জন স্থানে এ'তেকাফে বসিবে। মহিলারা এ'তেকাফ করিতে হইলে স্বামীর এজাযত লইতে হইবে। এ'তেকাফের কিছু মাসয়ালা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

মাসয়ালা ঃ এ'তেকাফে বসিবার জন্য ইফতারীর পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করিতে হইবে এবং এ'তেকাফের দিন-ক্ষণ শেষে ইফতারীর পরে মসজিদ হইতে বাহির হইতে হইবে।

মাসয়ালা ঃ এ'তেকাফে বসিবার সময় হইতেছে রমজানের শেষ দশ দিনে কমের পক্ষে একদিন এক রাত্রি এবং বেশীর পক্ষে দশ দিন দশ রাত্রি। তবে ৩ দিন, ৫ দিন বা ৭ দিনও এ'তেকাফে বসা জায়েয আছে। কমের পক্ষে তিন দিন তিন রাত্রি এ'তেকাফে বসা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

মাসয়ালা ঃ এ'তেকাফের সময় দুনিয়াবী কোন কথা-বার্তা বলিতে পারিবে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিতে হইবে। এ'তেকাফের সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ঠিক নয়।

মাসয়ালা ঃ এ'তেকাফের সময় নফল নামায আদায় করা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, মাসলা মাসায়িল সম্পর্কে আলোচনা করা বা কিতাব পড়া, যিকির-আযকার করা, তসবীহ-তাহ্লীল পাঠ করা এবং দোয়া' ও দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি ইবাদতে সর্বদা রত থাকিতে হইবে।

মাসয়ালা ঃ এ'তেকাফ হইতে দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য মসজিদ হইতে

বাহির হইতে পারিবে না, তবে প্রস্রাব-পায়খানা ও অজু গোসলের জন্য বাহির হওয়া দুরুস্ত আছে। দরকারী সময়টুকুর চাইতে অযথা বেশী সময় বাহিরে থাকিলে এ'তেকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে।

শাওয়াল মাসের ইবাদতের বিবরণ

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে নিজেকে গুনাহের কার্য হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতের মধ্যে মনোরম বালাখানা দান করিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসের প্রথম রাত্রিতে বা দিনে দুই রাকয়াতের নিয়তে চার রাকয়াত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর ২১ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে ; করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জাহান্নামের ৭টি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং জান্নাতের ৮টি দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আর মৃত্যুর পূর্বে সে তাহার বেহেশতের নির্দিষ্ট স্থান দর্শন করিয়া লইবে।

ছয় রোজা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাস্তির শৃংখল এবং কঠোর জিঞ্জিরের আবেষ্টনী হইতে নাজাত দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা রাখিবে, তাহার আমলনামায় প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সহস্র রোজার সওয়াব লিখা হইবে।

অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করিবে সেই ব্যক্তি শহীদানের মর্যদায় ভূষিত হইবে।

ঈদুল ফিতরের নামাযের বিবরণ

এক মাস ব্যাপী পবিত্র রোজা পালন করিবার পর পহেলা শাওয়াল বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অন্তরে নামিয়া আসে এক অনাবিল আনন্দের মহাসমারোহ "ঈদুল

ফিতর"। মুসলিম জাহানের সর্ববৃহৎ আনন্দোৎসবের মহামিলনের দিন এই 'ঈদুল ফিতর'। পবিত্র রমজান মাসের কঠোর সাধনা ও আত্মোৎসর্গের পরে এই দিবসে ধনী-গরীব, আমীর ও ফকীর নির্বিশেষে সকলের গৃহে দেখা যায় আনন্দের মেলা। এই দিনে সকালবেলা ঈদের নামাযের পূর্বে ধনী ব্যক্তিরা গরীবের মাঝে 'সদ্‌কাতুল ফিতর' বন্টন করিয়া থাকেন বিধায় এই দিবসের নাম 'ঈদল ফিতর' হিসাবে আখ্যায়িত হইয়াছে।

পহেলা শাওয়াল দুপুরের পূর্বে মুসলমানগণ মসজিদে বা ময়দানে হাযির হইয়া জামায়াতের সহিত ছয় তাকবীরের সাথে দুই রাকআত নামায আদায় করিয়া থাকেন। এই নামায ওয়াজিব। নামাযের পরে ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা পাঠ করিয়া মুসল্লীদেরকে নিয়া আল্লাহর দরবারে হাত তুলিয়া কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজারী করতঃ মুসলিম জাহানের নাজাত ও উন্নতিকল্পে এবং গুনাহ্ রাশি মার্জনার উদ্দেশ্যে দোয়া ও মুনাজাত করিয়া থাকেন। এই দিবসে রোজা রাখা হারাম। বরং এই দিবসের খানা পিনা ও দান খয়রাতের মধ্যে অশেষ রহমত বরকত রহিয়াছে।

ঈদুল ফিতরের দিন সকালবেলা অজু গোসল করতঃ পাক পবিত্র হইয়া নতুন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতঃ নিজেরা মিষ্টান্ন খাইয়া এবং অপরকে খাওয়াইয়া অবসর হইয়া নিম্নের তাকবীরে তাশরীক পাঠ করিতে করিতে ঈদগাহে যাইবে। অতঃপর নামায শেষে খুশীর মিলন ভাইয়ে ভাইয়ে বুকে বুক মিলাইয়া মোয়া'নাকা করতঃ একে অপরকে ক্ষমা করতঃ 'তাকবীর' পাঠ করিতে করিতে অন্য পথ দিয়া গৃহে গমন করিবে। **তাকবীর এই ঃ** اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى ۔ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ ۔ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআ'তাই ছালাতিল্ ঈ'দিল্ ফিত্‌রে, মাআ'ছিত্তাতি তাক্‌বীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তাআ'লা, মুতাদাইতু বিহাযাল্ ইমামি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি, আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি কেব্‌লামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সহিত এই ইমামের পিছনে আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার।

যিলক্বদ মাসের ইবাদতের বিবরণ

যিলক্বদ মাসের ইহতিরাম সম্পর্কে হযরত রাসূলল্লাহ (সঃ) ফরমান ঃ

اَكْرِمُوْا ذِى الْقَعْدَةِ فَاِنَّهٗ اَوَّلُ مِنْ شُهُوْرِالْحَرَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ আকরিমূ যিল্ ক্বা'দাতি ফাইন্নাহূ আউয়ালু মিন্ শুহুরিল হারাম।

অর্থ ঃ তোমরা যিলক্বদ মাসকে সম্মান করিবে, যেহেতু ইহা মর্যাদাবান মাস সমূহের মধ্যে প্রথম মাস।

এই মাসের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি যুদ্ধ বিগ্রহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় কার্যাদি বর্জন করতঃ এই মাসে তাহার ইবাদত করাই প্রধান কাজ। এই মাসের ইবাদতের বদলা অসংখ্য।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ سَاعَةٍ مِّنْهُ ثَوَابُ الْحَجِّ ـ

উচ্চারণ ঃ মান ছুমা ইওমান্ ফী যিল্ ক্বা'দাতি কাতাবাল্লাহু লাহূ বিকুল্লি সাআ'তিম্ মিন্হু সাওয়াবুল হাজ্জি।

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের ভিতরে একদিন রোজা রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতি ঘন্টার পরিবর্তে একটি হজ্জের সওয়াব তাহাকে দান করিবেন।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি এই মাসের যে কোন জুময়ার দিবসে দুই দুই রাকয়াতের নিয়তে চার রাকআত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব দান করিবেন।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের প্রত্যেক রজনীতে দুই রাকআত করিয়া নামায আদায় করিবে এবং ইহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা এখলাস তিনবার করিয়া পাঠ করিবে। আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির আমলনামায় একজন হাজী ও একজন শহীদের পুণ্যের তুল্য সওয়াব দান করিবেন এবং রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করিবে।

অতএব, হেলায় সময় অতিবাহিত না করিয়া আমাদের কর্তব্য হইতেছে এই যিলক্বদ মাসে বেশী বেশী ইবাদত করা এবং আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করা। আল্লাহ আমাদিগকে এই মাসে বেশি বেশি ইবাদত করিবার তাওফিক দান করুন।

যিলহজ্জ মাসের ইবাদতের বিবরণ

যিলহজ্জ মাসের ফযীলত সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

سَيِّدُ الشُّهُوْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ ـ وَاَعْظَمُهَا كُرْمَةً ذِى الْحَجَّةِ

উচ্চারণ ঃ সায়্যিদুশ্ শুহূরে শাহ্রু রামাদ্বানা, ওয়া আ'যামুহা কুরমাতুন্ যিল্ হাজ্জাহ্।

অর্থ ঃ মাস সমূহের সর্দার হইতেছে রমজান মাস এবং উহার মধ্যে যিলহজ্জ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান সবচাইতে বেশী।

যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও মর্যদা অন্যান্য মাস হইতে অত্যধিক বেশী। যেহেতু এই মাসে ইসলামের পঞ্চবেনার অন্যতম বেনা হজ্জ পর্ব আদায় হইয়া থাকে। এই মাসের মধ্যে তিনটি দিবস অত্যধিক মর্যাদাশালী ও ফযীলতপূর্ণ রহিয়াছে। যথা ঃ (১) ইয়াওমে তারাবিয়াহ্ অর্থাৎ যেই দিনে হযরত ইব্রাহীম

(আঃ) আল্লাহর নিকট হইতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (২) ইয়াওমুন্ নহর, অর্থাৎ কুরবানীর দিন এবং (৩) ইয়াওমে আরাফাহ্ অর্থাৎ হজ্জের দিন। ইহা ব্যতীত আইয়্যামে তাশরীফের তিন দিন অর্থাৎ কুরবানীর পরের তিন দিনও অতি ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাশালী।

যিলহজ্জ মাসের নফল রোজা

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ (১) যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন রোজা রাখিবে, সেই ব্যক্তি যেন বিরামহীনভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া দুই সহস্র বৎসর যাবত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করিল। (২) আর যেই ব্যক্তি এই মাসের তৃতীয় দিন রোজা রাখিল, সে যেন বনী ইসরাঈল কাওমের তিন সহস্র গোলাম আজাদ করিয়া দিল। (৩) আর যেই ব্যক্তি এই মাসের চতুর্থ দিনে রোজা রাখিল, সে যেন ৪০০ বৎসর আল্লাহর ইবাদতের সওয়াব লাভ করিল। (৪) আর যে ব্যক্তি এই মাসের পঞ্চম দিনে রোজা রাখিল, সেই যেন পাঁচ সহস্র বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিবার সওয়াব লাভ করিল। (৫) আর যেই ব্যক্তি ষষ্ঠ দিবসে রোজা রাখিল, সে যেন ৬ সহস্র শহীদানের সওয়াব লাভ করিল। (৬) আর সপ্তম দিনের রোজা দ্বারা ব্যক্তির জন্য সাত জাহান্নামের দরজা হারাম হইয়া গেল। (৭) আর অষ্টম দিনের রোজাদারের জন্য আটটি জান্নাতের দরজা খুলিয়া গেল।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন রোজা রাখিবে, সেই ব্যক্তি ৬৬ হাজার বার কুরআন খতমের সওয়াব লাভ করিবে। আর যেই ব্যক্তি এই মাসে ৪টি রোজা রাখিবে, সেই ব্যক্তি তাহার সমস্ত গুনাহ হইতে পাক হইয়া যাইবে। আর যেই ব্যক্তি এই মাসে ৫টি রোজা রাখিবে, তাহার আমলনামায় ৫০ বৎসরের ইবাদতের সওয়াব লিখা হইবে। আর যেই ব্যক্তি ৬টি রোজা রাখিবে, তাহার আমলনামায় ৬ হাজার আম্বিয়াদের সওয়ার্ব লিখা হইবে। আর যেই ব্যক্তি ৭টি রোজা রাখিবে, তাহার আমল নামায় ৭০ সহস্র ফেরেশতার তুল্য সওয়াব লিখা হইবে। আর যেই ব্যক্তি এই মাসের মধ্যে ১০ দিন দান-খয়রাত করিবে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আজাব হইতে নাজাত দিবেন।

যিলহজ্জ মাসের নফল নামায

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন হইতে দশম দিন পর্যন্ত প্রত্যহ বেতের নামাযের পরে দুই রাকআত করিয়া নফল নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা কাওছার ও সূরা এখলাস পাঠ করিবে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে 'ইল্লিন' নামক শান্তিময় বেহেশত দান করিবেন। এবং তাহার আমলনামায় মস্তকের চুলের সংখ্যার সহস্র গুণ বেশী সওয়াব ও সমপরিমাণ দান-খয়রাতের সওয়াব লিখিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের জুময়ার দিবসে দুই দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট ছয় রাকআত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস ১৫ বার করিয়া পাঠ করিবে এবং নামাযের পরে নিম্নের দোয়া'টি ১৫ বার পাঠ করিয়া তৎপরবর্তী দরূদ শরীফ ১০ বার পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিবে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন এবং আখেরাতে তাহার মর্যাদা বহুগুণে বাড়াইয়া দিবেন।

দোয়াটি এই ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

উচ্চারণ ঃ লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ মালিকুল্ হাক্কুল্ মুবীন।

দরূদ শরীফ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

শবে তারাবিয়ার ফযীলত

শবে তারাবিয়াহ ঐ রাত্রিকে বলা হয়, যেই রাত্রিতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করিবার হুকুম লাভ

করিয়াছিলেন। এই রাত্রটি ছিল যিলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখের রাত্র। এই রাত্রটির অত্যধিক ফযীলত ও মর্তবা রহিয়াছে। এই সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সঃ) এর কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের তারাবিয়াহের দিবসে রোজা রাখিবে এবং ইহা কাহাকেও প্রকাশ না করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশতে প্রবেশ হওয়া ওয়াজিব করিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের তারাবিয়াহের রজনীতে ইবাদত বন্দেগীতে কাটাইয়া দিবে, সেই ব্যক্তি শবে ক্বদরের ইবাদতের ফযীলত লাভ করিবে এবং এই ব্যক্তি শহীদের সমসংখ্যক পুণ্য লাভ করিবে আর তাহার জন্য বেহেশতের দরজা চিরদিনের জন্য উম্মুক্ত হইয়া যাইবে।

অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শবে তারাবিয়াহকে জীবিত রাখিবে (অর্থাৎ সারা রাত্রি ইবাদত করিবে) তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

আরাফার দিবসের ফযীলত

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ আরাফার দিবসে যে কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে, তিনি তাহা কবুল করিবেন এবং প্রার্থনাকারীর জন্য ৭০টি রহমতের দরজা খুলিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আরাফার দিবসে সূর্যাস্তের সময় নিম্নের এই দোয়া'টি পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে হুকুম দিবেন, ঐ ব্যক্তিকে যেন আদর-যত্ন সহকারে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়। **দোয়াটি এই ঃ**

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মা-শা-য়াল্লাহু লা- হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আ'লিয়্যিল আ'যীম।

আরাফার রাত্রির ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আরাফার রাত্রিতে ১০০ রাকয়াত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে, তবে তাহার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য বেহেশতে লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের একটি বালাখানা নির্মাণ করিয়া দিবেন।

অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি আরাফার রাত্রিতে দুই রাকআ'ত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রথম রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১০০ বার সূরা এখলাস পাঠ করিবে এবং দ্বিতীয় রাকয়া'তে ৫০ বার পাঠ করিবে, তবে আল্লাহ তা'আলা এই নামাযির সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহার পরিবারের ৭০ জন লোকের গুণাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।

শবে নাহারের ফজীলত

শবে নাহার কুরবানীর দিনের পূর্ব রাত্রিকে বলা হয়। এই রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শবে নাহারে দুই দুই রাকয়া'তের নিয়াতে ১২ রাকআ'ত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে ১৫ বার করিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার সমস্ত গুনাহ্ মা'ফ করিয়া দিবেন এবং তাহার আমল নামায় ৭০ বৎসরের ইবাদতের পুণ্য লিখিয়া দিবেন।

ইয়াওমে নাহার বা কুরবানীর দিনের ফযীলত

ইয়াওমে নাহার বলা হয় কুরবানীর দিনকে। এই দিনের ফযীলত অপরীসীম। এই দিনে দুই রাকআত ঈদের ওয়াজিব নামায ব্যতীত আরও অনেক নফল নামায রহিয়াছে। এই সম্পর্কে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এর কিছু হাদীস উল্লেখ করা হইল ঃ

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসলূল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর দুই রাকআত ওয়াজিব নামায আদায় করিবার পরে চার

রাকআত নামায আদায় করে, যাহার প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা "ছাব্বিহিস্‌মা রব্বিকা" এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা "ওয়াশ্‌শামছি" এবং তৃতীয় রাকআ'তে সূরা "ওয়াল্লাইলি" এবং চতুর্থ রাকআ'তে সূরা "ওয়াদ্দোহা" পাঠ করিবে, তবে তাহার আমল নামায় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আসমানী কিতাব তেলাওয়াতের সওয়াব প্রদান করিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ ঈদুল আযহা নামাযের পরে মসজিদে অথবা গৃহে বসিয়া যদি কেহ দুই রাকআত নামায আদায় করে যাহার প্রত্যেক রাকআতে সূরা "ওয়াশ শামছি" পাঁচ বার করিয়া পাঠ করে, তবে তাহার আমল নামায় অসংখ্য হাজীদের সমতুল্য সওয়াব লিখা হইবে এবং কুরবানীর পশুর পশমের সমপরিমাণ সওয়াবও লিখা হইবে। ইহা শ্রবণ করতঃ সাহাবীগণ আরজ পেশ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যাহার কুরবানী করিবার সঙ্গতি নাই, তাঁহার কি হইবে ? তখন হযরত (সঃ) ইরশাদ করিলেন ঃ সেই ব্যক্তি ঈদের নামায আদায় করতঃ গৃহে ফিরিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার করিয়া সূরা "কাওছার" পাঠ করিবে। তবে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য উট কুরবানী করিবার সওয়াব তাহার আমলনামায় লিখিয়া দিবেন।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ যেই লোক ঈদুল আযহার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে নতুন পোষাক পরিধান করিবে এবং পুরাতন পোশাক গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কেয়ামতের দিবসে ৭০ প্রকার নূরের পোশাকে সজ্জিত করিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ঝাণ্ডার নীচে স্থান নসীব হইবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "যেই ব্যক্তি কুরবানীর নামাযের পূর্বে গোসল করিবে, সে যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে গোসল করিল।"

তাকবীরে তাশ্‌রীক পড়িবার নিয়ম

যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ অর্থাৎ হজ্জের দিন ফজরের নামাযের পর হইতে ১৩ ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। ঈদুল আযহার দিবসে জোরে জোরে শব্দ করতঃ তাকবীরে তাশরীক পড়িতে পড়িতে এক পথ দিয়া ঈদের ময়দানে যাইবে এবং নামায শেষে অন্য পথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। ঈদুল আযহার দিবসে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নত।

বরং কুরবানী করতঃ উহার গোশ্‌ত দ্বারা খানা খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল ফিত্‌রের দিবসে নামাযের পূর্বে মিষ্টান্ন খাওয়া সুন্নত।

তাকবীরে তাশরীক এই ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্‌।

কুরবানীর দিন দেরী না করিয়া সকাল সকাল ঈদুল আদ্‌হা নামায আদায় করা উচিৎ। যেহেতু নামাযের পরে কুরবানী দিয়া উহার গোশ্‌ত গরীব মিসকীনদিগকে দান করিতে হয় এবং আত্মীয়গণকে হাদিয়া দিতে হয়। এবং নামাযের পূর্বে কিছু না খাইয়া কুরবানীর গোশত দ্বারা খাওয়া সুন্নত। তাই কুরবানীর নামায যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করা উচিৎ।

ঈদুল আযহা নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআ'তাই ছালাতি ঈদিল আদ্‌হা মায়া' ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তা'আলা, ইক্‌তাদাইতু বিহাজাল ইমামি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

নিয়ত বাঁধিয়া সুব্‌হানাকা পড়িবার পরে ইমাম সাহেব অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলিবেন, মুক্তাদীগণও ইমামের সহিত হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠাইয়া তাকবীর বলিবে। অতঃপর ইমাম সাহেব সূরা কেরায়াত পড়িয়া যথারীতি রুকু সেজদা করতঃ প্রথম রাকআত শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া সূরা কেরায়াত শেষ করতঃ পুনঃ তিনটি তাকবীর বলিবেন, মুক্তাদীগণও সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয় তুলিয়া তিন

তাকবীর বলিবে। ইমাম সাহেব চতুর্থ তাকবীর বলিয়া রুকুতে যাইবে। রুকুর পরে সেজদা করতঃ বৈঠকে বসিয়া, তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়িয়া নামায শেষ করিয়া দুইটি খুতবা পাঠ করিবেন। অতঃপর সমাগত মুসল্লীদেরকে নিয়া মুনাজাত করিবেন। তারপর মুসল্লিরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ নিজ নিজ কুরবানী করিবেন।

কুরবানীর নিয়ত ও দোয়া

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ـ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মিন্‌কা ওয়া ইলাইকা ইন্না ছলাতী ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী, লিল্লাহি রাব্বিল্ আ'লামীন। লাশারীকালাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়্যালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্ ফুলানিবনি ফুলানিন্। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

কুরবানীর অংশ ও গোশত বন্টন

ভেড়া, বকরী ও দুম্বা এক নামে একটি দিতে হইবে। আর উট, গরু ও মহিষ একটিতে সাত নামে কুরবানী করা দুরুস্ত আছে। তবে সাত নামের কম অংশেও ইহা কুরবানী করা দুরুস্ত হইবে। কুরবানীর অংশের সহিত আক্বীক্বার অংশ দেওয়াও দুরুস্ত আছে।

কুরবানীর গোশতের তিনের এক অংশ গরীবদিগকে দান করিবে। আর তিনের এক অংশ আত্মীয়স্বজনকে দিবে, বাকী এক অংশ নিজের জন্য রাখিবে, তবে প্রয়োজনে ইহার ব্যতিক্রম করা দুরুস্ত আছে।

কুরবানীর পশুর চামড়া পাকা করিয়া জায়নামায স্বরূপ ব্যবহার করা জায়েয আছে, তবে উহা বিক্রি করিয়া গরীবদিগকে দান করিয়া দেওয়া উত্তম। আর মান্নত কুরবানীর গোশত নিজেরা খাইবে না। উহা গরীবদিগকে বন্টন করিয়া দিবে অথবা রান্না করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিবে। কোন ধনী লোককে দিবে না, ইহা জায়েয নাই।

আক্বীক্বার বিবরণ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সপ্তম দিনে, অথবা চৌদ্দ দিনে কিংবা একুশ দিনের দিন সন্তানের মস্তক মুণ্ডাইয়া চুলের পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য গরীবের মাঝে দান করিয়া দেওয়া উত্তম। আর পুত্র সন্তান হইলে দুইটি এবং কন্যা সন্তান হইলে একটি বকরী বা ভেড়া কিংবা দুম্বা জবেহ করিয়া আক্বীক্বা করা উচিৎ, ইহা মুস্তাহাব। মাথা মুণ্ডণ করতঃ সন্তানের মাথায় জাফরান মাখাইয়া দেওয়া উচিৎ। আক্বীক্বার দ্বারা সন্তানের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত দূর হইয়া যায়। আক্বীক্বার গোশত পিতা-মাতা, গরীব-ধনী সকলেই খাইতে পারে।

আক্বীক্বার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযিহী আক্বীক্বাতুব্‌নী ফুলানিন্ দামুহা বিদামিহী ওয়া লাহ্‌মুহা বিলাহ্‌মিহী ওয়া আয্‌মুহা বিআয্‌মিহী ওয়া জিল্‌দুহা বিজিল্‌দিহী ওয়া শা'রুহা বিশা'রিহী। আল্লাহুম্মাজআ'লহা ফিদায়াল্ লিইব্‌নী মিনান্নারি। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

মৃত্যুর বিবরণ

মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল্লু নাফ্‌সিন্ যায়িক্বাতুল মাওত।

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত যায়েদ ইব্‌নে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ মৃত্যুর সময় নেককার মুমিন বান্দার নিকট একদল ফেরেশতা হাজির হইয়া মুমূর্ষ তাহাকে চির শান্তিময়

বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং বলেন, চল! যেই স্থান হইতে আসিয়াছ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহকাল ও উহার অধিবাসীদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া পরকালে যাইবার জন্য দুঃখ করিও না।

মৃত্যুকালে করণীয় কাজ

হযরত ওমর ইব্নে খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ আমি এমন একটি কালেমা জানি যাহা মুমূর্ষ বান্দা পাঠ করিলে তাহার জান কবজ আল্লাহর রহমতে অতি আসানীর সহিত হইবে।

কালেমাটি এই ঃ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

জান কবজের পরে কর্তব্য কাজ

কাহারো জান কবজের পরে তাহার চক্ষুদ্বয় ও ঠোঁট খোলা থাকিলে বুজাইয়া দিতে হইবে। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সোজা করিয়া দিতে হইবে। মুর্দারের হাত-পায়ের অঙ্গুলী বাঁকা থাকিলে উহা সোজা করিয়া দিবে এবং উত্তর শিয়রী করিয়া চাদর দ্বারা সর্বশরীর ঢাকিয়া দিবে। শব্দ করিয়া কান্নাকাটি করিবে না, ইহাতে মুর্দারের কষ্ট হয়। আর আগরবাতি ও লোবান জ্বালাইবে।

মুর্দারকে গোসল করাইবার নিয়ম

মুর্দারকে গোসল দেওয়া ফরজে কেফায়া। ইহা দুই-চারি জন লোকে সমাধা করিলে সকলের পক্ষ হইতে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। মুর্দারকে ঘর হইতে বাহির করিবার সময় মাথার দিক আগে বাহির করিবে। গোসলের স্থানে মশারী কিংবা চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া লইতে হইবে। গোসলের খাটের উপর মুর্দারকে রাখিয়া চাদর দ্বারা ঢাকিয়া মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিক করিয়া রাখিবে। পূর্বেই বরই পাতা দিয়া পানি গরম করিয়া লইবে। পুরুষের গোসল পুরুষে, স্ত্রীলোকের গোসল স্ত্রীলোকে দিবে। গোসলদাতা ও তাহার সাহায্যকারী ২/৩ জন বাদে অতিরিক্ত লোক থাকিবে না। গোসল শুরু করিবার পূর্বে মুর্দারের কান ও নাকের ছিদ্রে এবং মলদ্বারে কাপড়ের টুকরা দিয়া লইবে যাহাতে ভিতরে পানি প্রবেশ করিতে না পারে।

অতঃপর সর্বাগ্রে গোসলদাতা ডান হাতে নেকড়া জড়াইয়া মুর্দারের প্রস্রাব পায়খানার স্থানে সাবান লাগাইয়া ডলিয়া পানি দ্বারা পরিষ্কার করিবে। তারপর মুর্দারকে অজু করাইবে, কিন্তু নাকে মুখে পানি দিবার পরিবর্তে ভিজা নেকড়া দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবে। অতঃপর মুর্দারের সর্বশরীরে সাবান লাগাইয়া আস্তে আস্তে ঢলিয়া পানি ঢালিয়া পরিষ্কার করিবে। ইহার পর মুর্দারকে বসাইয়া পেটে চাপ দিবে, ইহাতে ময়লা বাহির হইলে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। তারপর মুর্দারকে প্রথমে ডানে ও পরে বামে কাত করিয়া পানি ঢালিয়া পরিষ্কার করতঃ চিৎ করিয়া সর্বশরীরে পানি দিয়া গোসলের কাজ সমাধা করিবে। তারপর কাপড় দ্বারা সর্বশরীর মুছিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার পাক কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। মহিলা মুর্দারের স্বামী কোন অবস্থায়ই স্ত্রীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু ঠেকাবশতঃ স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাইতে পারিবে এবং দেখিতেও পারিবে। গোসলদাতাও পরে গোসল করিতে হইবে।

মুর্দারকে কাফন পরাইবার নিয়ম

গোসলের পরে মুর্দারকে কাফন পরাইতে হয়। পুরুষের জন্য তিন খানা এবং স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা সুন্নত।

পুরুষের জন্য কাফন তিনখানা, যথা ঃ (১) পিরহান, ইহা গলা হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত হইতে হইবে। (২) ইজার বা পায়জামা, ইহা দ্বারা মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঢাকিতে হইবে। (৩) লেফাফা বা চাদর, ইহা ইজার হইতে একটু লম্বা হইবে। ইহা দ্বারা ইজারের ন্যায় সর্বশরীর মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঢাকিয়া দিবে। এইভাবে ইজার ও লেফাফা দ্বারা কাফন দুরুস্ত আছে।

স্ত্রীলোক মুর্দারের জন্য পাঁচখানা কাফন যথা ঃ (১) পিরহান, পুরুষের ন্যায়, (২) ইজার, ইহাও পুরুষের ন্যায়, (৩) লেফাফা চাদর, ইহাও পুরুষ মুর্দারের ন্যায় হইতে হইবে। (৪) ছেরবন্ধ বা ওড়না, ইহা দুই ভাগ করিয়া পেঁচাইয়া দুই কাঁধের উপর দিয়া শরীরের উপর রাখিযা দিতে হয়। ইহা লম্বায় তিন হাত এবং চওড়ায় এক হাত হইতে হইবে। (৫) সিনাবন্দ বা দামানী, ইহা দ্বারা মহিলা মুর্দারের সিনা বাঁধিয়া দিতে হয়। অভাবের জন্য ইজার, লেফাফা ও সিনাবন্দ দ্বারা কাফন দেওয়া জায়েয হইবে।

পুরুষের কাফন দিতে খাটের উপর প্রথমে চাদর বিছাইবে, তারপর ইজার বিছাইবে, তারপর পিরহান রাখিবে। অতঃপর তাহার উপর পর্দার সহিত মুর্দারকে রাখিয়া সর্বাগ্রে পিরহান পরাইবে; তারপর ইজার, তারপর লেফাফা পরাইবে।

স্ত্রীলোকের কাফন দিতে প্রথমে খাটের উপর সিনাবন্দ রাখিবে, তারপর লেফাফা, তারপর ইজার, তারপর পিরহান, তারপর ছেরবন্ধ রাখিবে। প্রথমে পিরহান পরাইয়া তারপর ছেরবন্দ দুই ভাগ করিয়া পেঁচাইয়া দুই কাঁধের উপর দিয়া শরীরের উপর রাখিয়া দিবে, তারপর ইজার লেপটাইবে, তারপর লেফাফা বা চাদর লেপটাইয়া সর্বশেষে সিনাবন্দ লেপটাইয়া কাফনের কাজ শেষ করিবে। কাফন পরাইবার পূর্বে মুর্দারের শরীরে কর্পুর এবং কাফনের পরে আতর লাগাইয়া দেওয়া যায়, ইহা উত্তম।

জানাযার নামাযের বিবরণ

জানাযা নামাযের ফযীলত সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

হাদীস ঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে শরীক হয়, তাহার এক 'কেরাত' পরিমাণ সওয়াব হয় এবং জানাযার পরে যে ব্যক্তি দাফন কার্যে শরীক হয় তাহার দুই 'কেরাত' সওয়াব লাভ হয়। জনৈক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! "দুই কেরাত" পরিমাণে কত হইবে ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ দুইটি বৃহৎ পাহাড়ের ন্যায়। (বুখারী)

হাদীস ঃ যেই মুর্দারের জানাযায় তিন কাতার মুসলমান হাজির হয়, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

জানাযার নামায ফরজে কেফায়া, ইহা চারি তাকবীরের সহিত আদায় করিতে হয়। এই নামাযে রুকু, সেজদা ও বৈঠক নাই এবং স্ত্রীলোক জানাযার নামায পড়া দুরুস্ত নাই।

জানাযার নামাযের কয়েকটি শর্ত ঃ

(১) জানাযা নামায আদায়কারী মুসলমান হইতে হইবে, (২) পাক পবিত্র হইতে হইবে, (৩) সতর ঢাকা থাকিতে হইবে, (৪) ইমাম প্রাপ্ত বয়স্ক হইতে হইবে, (৫) কাফন পাক হইতে হইবে, (৬) কেবলামুখী হইয়া নামায পড়িতে হইবে, (৭) মুর্দারের খাট মাটির উপর রাখিতে হইবে, (৮) মুর্দারের নামাযিদের

সম্মুখে খাট রাখিতে হইবে, (৯) মুর্দার পুরুষ না মহিলা উহা নামাযের পূর্বে লোকদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে।

জানাযা নামাযের মধ্যে ফরজ ২টি ঃ (১) দাঁড়াইয়া নামায পড়া এবং (২) চারিটি তাকবীর বলা।

জানাযা নামাযে ওয়াজিব ১টি ঃ (১) মাইয়্যেতের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা। **জানাযার সুন্নত ৩টি, যথা ঃ** (১) সানা (সুবহানাকা) পড়া, (২) দরূদ পড়া এবং (৩) দোয়া পাঠ করা।

জানাযার নামায পড়িবার নিয়ম

মেয়েলোকের জানাযা হইলে খাটের উপর পর্দা করিতে হইবে। জানাযা উত্তর শিয়রী রাখিয়া ইমাম সাহেব মাইয়্যেতের সিনা বরাবর কেবলা মুখী দাড়াইয়া নিয়ত করিয়া উচ্চঃআওয়াজে তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া হাত বাধিয়া সানা পড়িবে। মুক্তাদীরাও নিয়ত করিয়া ইমামের সহিত চুপে চুপে তাকবীর বলিয়া সানা পাঠ করিবে। অতঃপর ইমাম শব্দ করিয়া মুক্তাদিরা চুপে চুপে দ্বিতীয় তাকবীর বলিয়া দোয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ইমাম উচ্চ শব্দে এবং মুক্তাদীরা চুপ করিয়া তৃতীয় তাকবীর বলিয়া দরূদ পাঠ করিবে। অতঃপর মুক্তাদীরা নিঃশব্দে এবং ইমাম শব্দ করিয়া চতুর্থ তাকবীর বলিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হয়। পরবর্তী তাকবীরে উঠাইতে হয় না।

জানাযার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া আরবাআ তাকবীরাতি সালাতিল জানাযাত ফারদ্বিল কিফাইয়াতি আচ্ছানাউ লিল্লাহি তায়ালা ওয়াস সালাতু আলান্ নাবিইয়্যি ওয়াদ দুয়া'উ লিহাজাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বিঃদ্রঃ যদি মুর্দার মহিলা হয় তবে لِهٰذَا الْمَيِّتِ-এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ পড়িতে হইবে।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া এই ইমামের পিছনে ফরজে কেফায়া জানাযার নামায চারি তাকবীরের সহিত আল্লাহর প্রশংসা, নবীর প্রতি দরূদ ও এই মুর্দারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করিয়া আরম্ভ করিলাম, আল্লাহু আকবার।

জানাযার সানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা. ওয়াতাবা-রাকাছমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লাইলাহা গাইরুক্।

জানাযা নামাযের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা ওয়াছাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওয়া রাহিমতা ওয়া তারাহামতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ্।

জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وصغِيرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ওয়ামাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আ'লাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমানী, বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন্।

নাবালেগ বালকের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজআ'লহু লানা ফারতাওঁ ওয়াজ আলহু লানা আজরাওঁ ওয়া জুখরাওঁ ওয়াজ আলহু লানা শাফিআওঁ ওয়া মুশাফ্ফাআ।

নাবালেগা বালিকার জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আলহা লানা ফারতাওঁ ওয়াজ আলহা লানা আজরাওঁ ওয়া জুখরাওঁ ওয়াজ আলহা লানা শাফিআতাওঁ ওয়া মুশাফ্ফাআ।

মুর্দার দাফন করিবার নিয়ম

জানাযার পরে মুর্দারের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় খাট ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া কবরস্থানের দিকে রওয়ানা করিবে। খাটের চারি কোণায় চারিজন নির্দিষ্ট আত্মীয় থাকিবে, কিছু দূর যাইবার পর ডান দিক হইতে লোক বদল করিবে। এই প্রকারে তিনবার বদল করিবে। পথিমধ্যে সকলে কালেমা তাইয়্যেবা ও কালেমা শাহাদত পাঠ করিতে থাকিবে। মুর্দার শিশু হইলে হাতে করিয়া নিয়া যাইবে। কবরস্থানে পৌছিয়া মুর্দারের খাট উত্তর শিয়রী করিয়া কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রাখিবে।

অতঃপর মুর্দারের পুত্র সন্তান, ভাই বা নিকট আত্মীয়েরা লাশ ধরাধরি করিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া কবরের মধ্যে রাখিবে এবং চেহারা কেবলামুখী করিয়া দিবে। কাফনের উভয় দিকে বাঁধা থাকিলে খুলিয়া দিবে। মহিলার লাশ

হইলে মোহরেম আত্মীয়েরা পর্দার সহিত লাশ কবরে নামাইবে। কবরে লাশ ইবার সময় সকলেই এই দোয়া'টি পাঠ করিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্।

মুর্দার কবরে রাখিবার পরে যাহারা কবরে নামিয়াছিল, তাহারা উপরে উঠিয়া আসিবে। তৎপর কবরের উপরে বাঁশ বিছাইয়া চাটাই ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিবে, তারপর উপস্থিত সকলে তিন মুষ্টি করিয়া মাটি দিবে। প্রথম মুষ্টি দিবার সময় বলিবে مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ (মিনহা খালাক্বনাকুম) অর্থাৎ এই মাটি দ্বারাই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। দ্বিতীয় মুষ্টি দিবার সময় পাঠ করিবে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (ওয়াফীহা নুয়ী'দুকুম) অর্থাৎ আবার এই মাটির মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তৃতীয় মুষ্টি দিবার সময় পাঠ করিবে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (ওয়া মিন্‌হা নুখ্‌রিজুকুম্ তারাতান্ উখরা) অর্থাৎ পুনরায় এই মাটি হইতেই তোমাদিগকে উত্থিত করিব।

মাটি দিবার পরে কবরের মাঝখান উচুঁ করিয়া চতুর্দিকে ঢালু রাখিয়া সুন্দরভাবে মাছের পিঠের ন্যায় করিয়া কবরের কাজ শেষ করতঃ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তাজা বৃক্ষের দুইখানা ডাল মাঝ বরাবর পুঁতিয়া রাখিবে। তারপর সকলে তাহারা কুল ও দোয়া' দরূদ পাঠ করিয়া মুর্দারের মাগফিরাত কামনা করতঃ কবরস্থান হইতে চলিয়া আসিবে।

কবর যিয়ারতের ফযীলত

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আবুযর (রাঃ)-কে ফরমাইলেন, কবর যিয়ারত করিও, ইহাতে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। মুর্দারকে গোসল করাইও, একটি বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় এবং জানাযার নামায পড়াইবে, ইহাতে হয়ত তোমার অন্তরে ভাবনার উদ্রেক হইবে। এই প্রকার বান্দা আল্লাহর রহমতের ছায়া লাভ করিবে। (হাকেম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (সঃ) মুর্দার দাফনের পর তাহার জন্য মাগফিরাত কামনা করিয়া দোয়া' করিতেন এবং অন্যকেও করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন এই সময়টা হিসাব নিকাশের সময়, তোমার ভাইয়ের দৃঢ় ঈমানের জন্য দোয়া কর এবং তাহার মাগফিরাত প্রার্থনা কর। (আবু দাউদ)

আর এক হাদীসে আছে, একদা সাহবীরা এক মৃত লোকের সম্পর্কে ভাল বলিল এবং তাহার প্রশংসা করিল, ইহা শ্রবণ করতঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন ঃ তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। হে লোকসকল ! তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে (সব কিছুর) সাক্ষী। তোমরা যাহার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাইতেছে, দুনিয়ায় থাকিয়া মু'মিন ব্যক্তিরা যদি মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করে, তবে ইহা তাহার মুক্তি ও নাজাতের উসিলা হইয়া থাকে।

কবর যিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَّاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ইয়া আহ্লাল্ কুবূরি মিনাল্ মুস্লিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি, আন্তুম্ লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবাউ'ন্ ওয়া ইন্না ইন্ শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকূন।

অর্থ ঃ হে কবরবাসী মুসলমান নর-নারী ও মুমিন নর-নারীগণ। তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা পরকালে আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের অনুগামী। ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

এই দোয়া পাঠ করিবার পরে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন, আয়াতুল কুরসী একবার করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ইহার সওয়াব কবরস্থানের মুর্দারগণের রূহের প্রতি পৌঁছাইবে।

আর এইরূপে মুনাজাত করিবে– হে আল্লাহ ! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, মু'মিন মুসলমান নর-নারীদিগকে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে এবং যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সকলকে ক্ষমা করিয়া দাও। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া-প্রার্থনা কবুলকারী। হে দয়াময় প্রভু ! তুমি আমার পিতা-মাতাকে রহম কর, যেইরূপে তাহারা আমাকে শিশুকালে স্নেহের সহিত লালন-পালন করিয়াছেন। হে আল্লাহ ! সৃষ্টির সেরা সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার বংশধরগণ এবং সাহাবীগণের প্রতি রহম করুন। সমস্ত প্রশংসা হে আল্লাহ! তোমার জন্য। সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতিপালক, উহাদিগকে ও আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমীন।

তওবার বিবরণ

মানুষের দ্বারা গুনাহের কাজ সংঘটিত খুবই সম্ভব, যেহেতু ইবলিস শয়তান সর্বদা মানুষকে বিপথে পরিচালনার জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা করিতেছে। তাই মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা গুনাহের কাজ হওয়া কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। তবে বার বার গুনাহের কাজ করা মু'মিনের পক্ষে শোভা পায় না। যদি কোন সময় শয়তানের চক্রান্তে পতিত হইয়া গুনাহের কাজ করিয়া ফেলে, তবে অতি শীঘ্র আল্লাহর দরবারে তওবা করা উচিত। কোন প্রকারেই দাম্ভিকতা হঠকারিতা করা ঠিক নয়। যেহেতু ইহাতে মানুষ ধ্বংস হইয়া যায়। তাই গুনাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা কর্তব্য। এই সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষই গুনাহ্গার ও অপরাধী। উত্তম গুনাহগার লোক তাহারা যাহারা খুব বেশী পরিমাণে তওবা করিয়া থাকে।

তওবা বা এস্তেগ্ফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ্ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতূ-বু ইলাইহি, লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আ'লিয়্যিল্ আ'যীম।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের সূরা নিসা এর ৪৩তম আয়াতে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বরাবূ-ছ্ ছ্বলা-তা ওয়া আংতুম্ সুকা-রা-হাত্তা- তাঅ'লামূ- মা-তাক্বূ-লূনা ওয়া লা জুনুবান্ ইল্লা আ'বিরী-সাবী-লিন্ হাত্তা-তাগ্তাসিলূ ; ওয়া ইং কুংতুম্ মারদ্বা- আও আ'লা সাফারিন্ আও জা-য়া আহাদুম্ মিংকুম্ মিনাল্ গ্বায়িত্বি আও লা-মাস্তুমুন্ নিসা-য়া ফালাম্ তাজিদূ মা-য়ান্ ফাতাইয়াম্মামূ ছ্বয়ী-দান্ ত্বয়্যিবান্ ফাম্সাহ্ বিউজূহিকুম্ ওয়া আইদীকুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না আ'ফুয়্যান্ গাফূ-রা।

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটেও যাইবেনা, যতক্ষণ না বুঝিতে পারিবে তোমরা যাহা বলিতেছ এবং নাপাক অবস্থায়ও। তবে সফরের সময়ের কথা আলাদা-গোসল না করা পর্যন্ত। আর যদি তোমরা অসুস্থ কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য হইতে কেহ বাহ্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদিগকে সম্ভোগ করিয়া থাক, তখন যদি পানি না পাও তাহা হইলে পাক মাটি দ্বারা তাইয়্যাম্মুম করিয়া লইবে। উহাতে নিজেদের চেহারা ও হস্ত মুসেহ্ করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী।"

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা সম্পর্কে সূরা মুদ্দাচ্ছির এর চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে বলেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া ছিয়া-বাকা ফাত্বাহ্হির। ওয়াররুজ্যা ফাহ্জুর।

অর্থ ঃ "তোমার কাপড় (পরিচ্ছদ) পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক।"

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআন শরীফের সূরা 'শাম্ছ' -এর মধ্যে নবম ও দশম আয়াতে এরশাদ করেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔

উচ্চারণ ঃ ক্বাদ্ আফ্লাহা মান্ যাক্কাহা-। ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান্ দাছ্ছাহা-।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে। আর যে উহাকে অপরিচ্ছন্ন (অপবিত্র) করিয়াছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের পবিত্রতা লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। পাক পবিত্রতা হাছিল না করিলে আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হইবে না সুতরাং সর্বদা পাক পবিত্র অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং পবিত্রতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

অযু সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীস

অযু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদাহ-এর ৬ষ্ঠ আয়াতে বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ- ইযা কুম্তুম্ ইলাচ্ছালা-তি ফাগসিলূ-উজূ-হাকুম্ ওয়া আইদিয়াকুম্ ইলাল মারা-ফিক্বি ওয়াম্সাহূ

বিরুউ-সিকুম ওয়া আরজুলাকুম্ ইলাল কাআ'বাইন। ওয়া ইং কুংতুম্ জুনুবান্ ফাত্তাহ্হারূ- ওয়া ইং কুংতুম্ মারদ্বা- আও আ'লা সাফারিন আও জা-আ আহাদুম্ মিন্কুম্ মিনাল গা-য়িতি আওলা মাস্তুমুন্ নিসা-আ ফালাম তাজিদূ মা-য়ান্ ফাতাইয়াম্মামূ-ছ্বায়ী'দান্ ত্বয়্যিবান্ ফামসাহূ বিউজূ-হিকুম্ওয়া আইদীকুম্ মিনহু; মা-ইয়ুরীদুল্লাহু লিইয়াজ আ'লা আ'লাইকুম্ মিন্ হারাজিওঁ ওয়া লাকিইঁ ইয়ূরী-দু লিইয়ুত্বাহ্হিরাকুম্ ওয়া-লিইয়ুতিম্মা নি'মাতাহূ-আ'লাইকুম্ লাআ'ল্লাকুম্ তাশ্কুরূ-ন।

অর্থ ঃ "হে ঈমানদার বান্দাগণ ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখ মণ্ডল, হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধুইয়া লও এবং মাথা মুছিয়া লও আর পদদ্বয় ধুইয়া লও। এবং গোসলের প্রয়োজন হইলে (গোসল করিয়া) পবিত্র হইয়া লও। আর যদি তোমরা অসুস্থ কিংবা সফরে থাক, কিংবা তোমাদের মধ্যে কেহ মূত্র ত্যাগ করিয়া থাক অথবা স্ত্রীদেরকে কেহ স্পর্শ করিয়া থাক, আর পানি পাওয়া না যায়, তবে পাক মাটি দ্বারা তাইয়্যাম্মুম করিয়া লও। উহা দিয়া তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মুছিয়া লও। আল্লাহ ইচ্ছা করেন না, যাহাতে তোমাদের কোন প্রকার অসুবিধা হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইহাই চাহেন যে, তোমাদেরকে পাক পবিত্র করুন তোমাদের জন্য তাঁহার নেয়ামত পরিপূর্ণ ভাবে দান করুন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার।

হাদীস ঃ হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করিবে, তাহার পাপ সমূহ ঝরিয়া পড়িবে। এমন কি তাহার (অঙ্গুলীর) নখের নীচ হইতেও পাপ ঝরিয়া পড়িবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মিসওয়াক করিবার তাকীদ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِى وَ مُسْلِمٌ)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টের আশংকা না করিতাম, তাহা ইহলে তাহাদেরকে ইশার নামায (রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত) দেরি করিয়া আদায় করিতে এবং প্রত্যেক নামাযের (ওযূর) সময় মিসওয়াক করিয়া লইতে (ওয়াজিব পর্যায়ের) নির্দেশ দিয়া দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি এই দুইটি কাজকে ওয়াজিব পর্যায়ে রাখিলেন না। কিন্তু সুন্নত অবশ্যই রহিয়া গিয়াছে।

নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করিবার ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفَضَّلَ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَا يَسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ)

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করিয়া লওয়া হয় সেই নামায বিনা মিসওয়াকে আদায়কৃত নামাযের উপর সত্তর গুণ মর্যাদা রাখে। (বায়হাকী)

মানুষের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় সময়ই খোলা ও অনাবৃত থাকে, সেই গুলিতে ধুলা-বালি এবং অনেক সময় রোগ জীবানু প্রবেশের আশংকা থাকে। যেমন, হাত পা, মুখ, নাক ও চোখ ইত্যাদি। তাই ওযূর সময় এই সব অঙ্গকে ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপভাবে মুখের অভ্যন্তর ভাগে খাদ্য কনা ইত্যাদি আটকাইয়া মুখে দুর্গন্ধ এবং দাঁত ও মাড়িতে রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। তেমনিভাবে নামাযে উপস্থিত অন্যান্য মুসল্লীদেরও কষ্টের আশংকা থাকে। তাই ইসলাম মানুষের নিজের স্বার্থে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদেরকে কষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য নামাযের পূর্বে ওযূর সময় মিসওয়াক করিবার নির্দেশ দিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিরাট ফযীলতের কথা উম্মতকে জানাইয়া দিয়া ইহার প্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন।

যয়তূনের মিসওয়াক উত্তম

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ السِّوَاكُ الزَّيْتُوْنُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ يُّطَيِّبُ الْفَمَ وَيُذْهِبُ بِالْحَفَرِ، وَهُوَ سِوَاكِىْ وَسِوَاكُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ ـ (كَنْزُ الْعُمَّال بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِىْ فِىْ الْاَوْسَطِ)

মুআয (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যয়তুনের মিসওয়াক কতই না উত্তম! ইহা হইতেছে পবিত্র বৃক্ষের অংশ, ইহা মুখকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখে এবং মুখের ক্ষতও দূর করিয়া দেয়। ইহা হইতেছে আমার মিসওয়াক এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের মিসওয়াক।

(কানযুল উম্মালঃ তাবারানীর বরাতে)

ওযূ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের সওয়াব

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَابُنَىَّ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ اَبَدًا عَلٰى وُضُوْءٍ فَافْعَلْ فَاِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اِذَا قَبَضَ رُوْحَ الْعَبْدِ وَهُوَ عَلٰى وَضُوْءٍ كُتِبَ لَهٗ شَهَادَةٌ ـ (كنزالعمال برواية البيهقى)

আনাস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন, হে বৎস! তুমি যদি সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকিতে পার তাহা হইলে উহাই কর। কেননা, মালাকুল মওত যখন বান্দার রূহ কবজ করে আর সে ওযূ অবস্থায় থাকে তখন তাহার জন্য শাহাদতের মর্যাদা লিখিয়া দেওয়া হয়। (কানযুল উম্মালঃ বায়হাকীর বরাতে)

খতমসমূহের বিবরণ

খতমে ইউনুস

খতমে ইউনুস এর ফযীলত ঃ কোন কঠিন মুছিবত, মামলা-মোকাদ্দমা সংকটের সময় ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

কোন অসুস্থ ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিলে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে।

হঠাৎ কোন মুসিবত উপস্থিত হইলে মধ্য রাতে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া সিজদায় যাইয়া এই দোয়া ৪০ বার পাঠ করিলে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

কোন ব্যক্তি এই দোয়া ১০০০ হাজার বার পাঠ করিলে সকল প্রকার মর্যাদা লাভ করিবে। দুঃখ কষ্ট দুর হইবে। অত্যাচারি ও জালেমগণ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

দোয়ায়ে ইউনুস (আঃ)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

খতমের নিয়ম ঃ পবিত্র স্থানে কেবলামুখী হইয়া এই দোয়া ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার পাঠ করিতে হয়। প্রত্যেক ১০০ শত বার পড়া হইলে চেহারায় পানি দিবে। ৩, ৭, বা ৪০ দিনে শেষ করাই উত্তম। মাছের পেটে এই দোয়ার জন্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহা অন্ধকারে পাঠ করিলে বেশী পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক ১০০ বার করিয়া পাঠ করিবার পর নিম্নের এই দোয়াটি পাঠ করিতে হয়।

দোয়াটি এই–

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

ফাসতা জাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গম্মি ওয়াকাজালিকা নুন জিল মু'মিনিন।

অর্থ ঃ তৎপর আমি তাহার দোয়া কবুল করিয়াছিলাম এবং তাহাকে কঠিন বিপদ হইতে মুক্তি দিয়াছিলাম, এই রূপে আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করিয়া থাকি। (আম্বিয়া-৬)

সাবধা ! এই দোয়া অবহেলার সহিত পাঠ করিলে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য না হইলে এই দোয়া পাঠান্তে দোয়া করিলে আল্লাহর ইচ্ছা থাকিলে সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে অথবা তাহাকে আল্লাহ উঠাইয়া নিবেন। এই ধরণের বহু নজীর রহিয়াছে।

খতমে তাহলীল

খতমে তাহলীলের ফযীলত ঃ যাবতীয় রোগ-শোক, বিপদ-আপদ মামলা ও বিভিন্ন নেক মকছুদে এই খতমের পাঠ বেশ উপকারী। মৃত ব্যক্তির উপর এই খতম পড়িলে তাহার মাগফেরাত পাওয়ার আশা রহিয়াছে। খতম শেষ হইলে পানিতে ফুঁক দিয়া রোগীকে পান করাইলে রোগী আরোগ্য হইবে। ইনশাল্লাহ।

খতমে তাহলীলের নিময় ঃ সম্পূর্ণ রূপে পাক-সাফ অবস্থায় কেবলামুখী হইয়া ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার নিম্নের বাক্যটি পাঠ করিতে হইবে।

খতমে তাহলীলের দোয়া ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

খতমে জালালী

মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত ঃ (১) জালালী (২) জামালী। "আল্লাহ" নামক পবিত্র নামটি জালালীর অর্ন্তুক্ত। এই পবিত্র নামের খতমকে খতমে জালালী বলা হয়।

খতমে জালালীর ফযীলত ঃ ভয়াবহ কোন মুছিবত, নদী ভাঙ্গন বা এই জাতিয় কোন সমস্যার সম্মুখিন হইলে এই খতম পাঠ করিলে আল্লাহর ইচ্ছায় বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

খতমে জালালী পড়িবার নিয়ম ঃ "আল্লাহু" নামটি ১লক্ষ ২৫ হাজার বার কাগজে লিখিবে এবং ১লক্ষ ২৫ হাজার ময়দা দ্বারা আটার খামিরার গুলি তৈরী করিবে। তৈরীর সময় আল্লাহর নামটি মুখে বলিতে হইবে। তার পর লিখিত কাগজগুলি একটি একটি করিয়া আটার গুলির ভিতর ভরিতে হইবে। যেই ব্যক্তি গুলিতে ভরিবে সেই ব্যক্তিই কাগজে পুরিবে। অতঃপর যেই নদী বা পুকুরে মাছ আছে সেই স্থানে এই গুলি ফেলিয়া দিবে।

সর্তকতা ঃ এই খতম পড়িবার সময় অবহেলা করিলে উপকারের চাইতে অপকারের আশংকাই বেশী রহিয়াছে।

শরীয়ত সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা

ফরয ঃ যেই কাজ আল্লাহর পক্ষ হইতে সুনিশ্চিতরূপে করিবার আদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে ফরয বলা হয়। যেমন– নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি।

ফরয দুই প্রকার। (ক) ফরযে আইন (খ) ফরযে কিফায়া।

ফরযে আইন ঃ ফরযে আইন উহাকে বলে, যেই কাজ প্রত্যেক বালেগ, বিবেকবান নর-নারীর উপর সমভাবে ফরয। যেমন– নামায পড়া, রোযা রাখা ইত্যাদি।

ফরযে কিফায়া ঃ ফরযে কিফায়া উহাকে বলে, যাহা কতক লোক পালন করিলে সকলেই গোনাহ হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

কিন্তু যদি কেহই পালন না করে তাহা হইলে সকলেই ফরয তরকের গোনাহগার হইবে। যেমন– জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফন করা ইত্যাদি।

ফরয কাজ যে না করিবে, তাহাকে ফাসেক বলা হয় এবং আখেরাতে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ফরয অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাইবে।

ওয়াজিব ঃ শরীয়তের যেই সকল হুকুম দলীলে জন্নি (অকাট্য প্রমাণ) দ্বারা সাব্যস্ত হয়, সেই গুলিকে ওয়াজিব বলা হয়। ওয়াজিব কাজ ফরযের মতই অবশ্য কর্তব্য। ফরয তরক করিলে যেমনি ফাসেক ও গোনাহগার হইয়া যায়, ওয়াজিব তরক করিলেও তেমনি ফাসেক হইয়া যায় এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাবে। কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না বরং ফাসেক হইবে। যেমন– বেতরের নামায, কুরবানী, ফিৎরা, ঈদের নামায ইত্যাদি।

সুন্নত ঃ যেই কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার সাহাবাগণ করিয়াছেন, তাহাকে সুন্নত বলা হয়।

সুন্নত দুই প্রকার (ক) সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (খ) সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ঃ যেই কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার সাহাবাগণ সব সময় করিয়াছেন, বিনা ওযরে কোন সময় ছাড়েন নাই, তাহাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। যেমন– আযান, ইকামাত, খাতনা, নিকাহ ইত্যাদি।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আমলের দিক দিয়া ওয়াজিবের মত, অর্থাৎ– যদি কেহ বিনা ওযরে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ছাড়িয়া দেয় অথবা ছাড়িয়া দেওয়ার অভ্যাস করে,

তবে সেই ব্যক্তি ফাসেক ও গোনাহগার হইবে এবং মহানবী (সঃ)-এর খাস শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু ওয়াজিব তরকের গোনাহ অপেক্ষা কম গোনাহ হইবে এবং কখনও ওযরবশত ছুটিয়া গেলে তাহা কাযা করিতে হইবে না। ওয়াজিব ওযরবশত ছুটিলেও কাযা করিতে হইবে।

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ ঃ যেই কাজ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার সাহাবাগণ করিয়াছেন, কিন্তু ওযর ছাড়াও কোন কোন সময় ছাড়িয়া দিয়েছেন, তাহাকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ বা সুন্নতে যায়েদা বলা হয়। ইহা করিলে সাওয়াব আছে, কিন্তু না করিলে গুনাহ নাই।

মুস্তাহাব ঃ যে কাজ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবাগণ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় করেন নাই, কোন কোন সময় করিয়াছেন, তাহাকে মুস্তাহাব বলে। এটা করিলে সাওয়াব আছে না করিলে গোনাহ নাই। মুস্তাহাবকে নফল বা মান্দুবও বলা হয়।

হারাম ঃ হারাম ফরযের বিপরীত। যদি কেহ হারাম কাজ অস্বীকার করে অর্থাৎ, যদি কেহ হারাম কাজকে হালাল এবং জায়েয মনে করে, তাহলে সে কাফের হইয়া যাবে। আর যদি বিনা ওযরে হারাম কাজ করে কিন্তু অস্বীকার না করে অর্থাৎ, হারামকে হালাল মনে না করে, তাহলে সে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে। হারাম কাজ, যথা– যিনা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, স্বামীর অবাধ্য হওয়া, ইলমে দ্বীন শিক্ষা না করা, নামায না পড়া, যাকাত না দেয়া, হজ্ব না করা ইত্যাদি।

মাকরূহে তাহরীমী ঃ মাকরূহে তাহরীমী ওয়াজিবের বিপরীত। মাকরূহে তাহরীমী অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে। যদি কেহ বিনা ওযরে মাকরূহে তাহরীমী কাজ করে, তাহলে সে ফাসেক হইবে এবং আযাবের উপযুক্ত হইবে।

মাকরূহে তানযিহী ঃ যে কাজ মাকরূহে তানযিহী তা না করিলে সাওয়াব আছে, করিলে গোনাহ নাই।

মুবাহ বা জায়েয ঃ যে কাজে আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীনতা এবং এখতিয়ার দান করিয়াছেন অর্থাৎ, তাহা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারে। মুবাহ কাজ, যথা– মাছ-গোশত খাওয়া, দেশ ভ্রমণ করা, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি দর্শন করা ইত্যাদি।

সমাপ্ত